১ম সংখ্যা

শ্রীহট্ট
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

১৩৪৯ বাং

(ত্রৈমাসিক)

সম্পাদক—শ্রীকৃষ্ণবিহারী রায় চৌধুরী
শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

মূল্য প্রতি সংখ্যা—ছয় আনা।
বার্ষিক—দেড় টাকা।

P 30612

সূচীপত্র

	বিষয়	লেখক
১।	ভট্টকাব্যে সিলেটের মুসলমান	মোহাম্মদ আশরাফ হোসে
২।	গোপীচন্দ্রের পাঁচালীর কয়েকটি শব্দ	শ্রীরাজমোহন নাথ বি,ই
৩।	মনসামঙ্গলের কয়েকখানি মুদ্রিত সংস্করণ	অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রমোহ- ভট্টাচার্য্য এম, এ
৪।	শ্রীহট্ট-বাসী সম্পাদিত এবং শ্রীহট্ট ও কাছাড় হইতে প্রকাশিত সংবাদপত্র	অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রমোহ- ভট্টাচার্য্য এম, এ
৫।	পরিষদীয় [সপ্তমবর্ষ]	অধ্যাপক শ্রীশশিমোহ- চক্রবর্ত্তী এম, এ
৬।	শ্রীহট্ট-সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত হস্তলিখিত বাংলা পুথির তালিকা	অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রমোহ- ভট্টাচার্য্য এম, এ ১

CU. H04930-7-P3

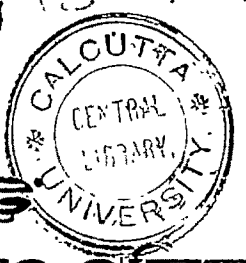

শ্রীহট্ট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

৭ম বর্ষ | বৈশাখ, ১৩৪৯ বাং | ১ম সংখ্যা

ভট্টকাব্যে সিলেটের মুসলমান

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

নমাজের কবিতা

মোহাম্মদ আশরাফ্ হোসেন, সাহিত্যরত্ন

নমাজের কবিতার প্রথমার্দ্ধ শ্রীহট্ট-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার পঞ্চমবর্ষের (বৈশাখ, ৭ বাং) প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

বর্ত্তমান সংখ্যায় অবশিষ্টাংশ প্রকাশ করা গেল।

পড়ে মর্দ্দে ভাই ২ আর নাই, ঘরের আওরত,
হামেসাই করে যেমন শুওরের ছহবত।
পড়ে আওরতগণ ২ নমাজমন, মর্দ্দের নাইতান,
সয়তানের খেদমত করি কাটাইলা ওজরান।
জান মর্দ্দজন ২ দুইজন, পড়িলে নমাজ,
খুসি হইয়া রইবা তারা বেহেস্তের মাঝ।
জান রোজা আর ২ নমাজ সার, ইসলামের কাম,
বেনমাজি নাই ধর মুসলমানি নাম।
হও মুসলমান ২ মুমিনান, কিতাব উল্লামত,
বাড়ীওয়ালার শিখাও তোমার সরাসরিয়ত।

ইলিমদিনিভাই ২ শিখাও চাই, ফরজন্দান যত,
বন্দেগী করিতা তারা কিতাব উল্লাসত।
দেখ বস্তির মাঝে ২ আছেন সাজে, যত নামদার,
ছোটলোক মানইন সবে তাবাবে ছরদার।
তবে বস্তির মাঝে ২ গুণার কাজে, হয় যত চাল,
ছরদারগণ দেখি শুনি না কবে খিয়াল।
যত চুরি চুট্টা ২ বদ ঠাট্টা, না পড়ে নমাজ,
হারাম হালাল নাই চিনে, না যায় ওয়াজ।
কত নাছগান ২ ছরদারান, দেখি থাকেন খুস,
যদকামে ছোটলোকের নাই ফিবায় রুস।

শব্দার্থ :—মর্দ্দ—পুরুষ, আওরত—স্ত্রী, হামেসাই—সর্ব্বদাই, তান—তা খেদমত—সেবা, গুজরান—জীবন যাত্রা, কিতাবউল্লা—খোদার আদেশযুক্ত বাড়ীওয়ালা—পরিজন, সরাসরিয়ত—শাস্ত্রের বিধান, ইলিমদিনি—ইসলামী ফরজন্দান—সন্তানসন্ততি, বন্দেগী—আরাধনা, মানইন—মান্যকরে, খিয়াল—মনো ওয়াজ—ইসলামি বক্তৃতা, নাই ফিবায়—বাধা দেয় না।

হুকুম তম্বি করি ২ মারি ধরি, করে যে মানাই,
না করিলে খোদায় করবা সরদারের সাজাই।
শুন মুসলমান ২ মুমিনান, হও হুসিয়ার,
নমাজ রোজা নিজে কর শিখাও তাবেদার।
যদি ছরদারগণ ২ ধনে মন, না পড় নমাজ,
ছোটলোক শিখি লইবা, জিনা চুরির কাজ।
শুন সর্ব্বজন ২ পাকতন, ফিদাকর জান,
নমাজ রোজায় বাড়াইবা বেহেস্তেতে মান।
জান বেনমাজি ২ হারাম পাজি, হইব খারাব,
দুজখেতে হইব তার দাইমুল আজাব।
এখন দুনিয়াত ২ নেকের সাত, সয়তান হইব বলা,
নমাজির লাগি হইল বড় বিষম জ্বালা।

নমাজ এসার ওক্ত ২ বেহদমত, হইযা যায় আলি.
ফজবের ওক্তে দেয় ঘুম বেশী ঢালি।
ওক্তে নমাজের ২ জুহরের, পেটে নাইতাম,
আছবেতে বেশী লাগে দুনিয়াব কাম।
লাগে আন্ধাধুন্ধি ২ কামের ছন্দি, মুগরেবের নমাজ,
যত কাম তামাম হইত দিন রাইতের মাঝ।
দেখ কত মতে ২ সযতান তাতে, আছে যে দাগাত,
ওজুদ নাপাক কবে রাইত বিছানাত।
যত মুসলমান ২ ফিকাজান, মতে কিতাবের,
ওজু গুসল করইন তাবা আগে ফজরের।
যখন পাকমতে ২ নমাজেতে, হইয়া গেলা খাড়া,
ছওযাব তানে দিবা আল্লায় পাহাড় হৈতে বাড়া।
বারে সযতান আসি ২ গলেরসি, ঢালিয়াছে জাল,
ওজুদ নাপাক বাথি জুড়ি লইলা হাল।
পরে হাল বাইয়া ২ খানা খাইয়া, সুইলা নাদান।
ওজু গুসল করতা তাইন আসিলে মাদান।

শব্দার্থ :—তম্বি—শাসন, মানাই—নিষেধ করা, ফিদ্দাকব—ধর্ম্মরক্ষার জন্য প্রাণ-কর, দাইমুস—বেমাদি, আজাব—দুঃখ যন্ত্রনা, বলা—দুষমন, বেহদমত—সীমাহীন, ধম : আলি—আলস্য, তাম—ভাত, ফিকাজান—প্রাণপণ, পাক—পবিত্র, ব—পুণ্য, বাড়া—অধিক, নাদান—বিচার বিবেচনাহীন, মাদান—মধ্যাহ্ন।

হারাম বেনমাজি ২ নাদান পাজি, না জানে হিসাব,
নজিছ নাপাকে কইল জিন্দেগী খারাব।
কত জমিদার ২ মিয়াশদার, গনি ছরদার,
শুইয়া থাকইন বিছানাত নমাজ এনকার।
যখন ছয় ঘড়ি ২ বিহান ছাড়ি, হইয়া গেলা দিন,
ওজু গুসল করতে যাইন ছাড়ি সুখের নিন্দ।
যদি ধনীলোক, পাইয়া সুখ, সয়তানী আমল,
আল্লা বলি না কহিবা আওআম সকল।

বাজে পড়ে ভাই ২ ওক্তে নাই, বেওক্তের মাঝ,
ছোটলোক বলইন তারা কিসের নমাজ।
লোক ধনী জান ২ বেহদ তন, হইব আজাব,
আওআমের গুণায় হইব ছরদারের হিসাব।
জান সয়তান পাজি ২ বেনমাজি, বানায় দাগাবাজ,
বেনমাজিরে দেয় দাগা পড়িতে নমাজ।
কত দানাগণ ২ জইপমন, দিছে ভাই আলি,
আলি করে নমাজ পড়তে দিলে ভাবে খালি।
দেখ ছালিয়াগণের ২ পাগল মনের, মুখে দিলু গালি,
খেলার মাঝে গালি দেয় করে কিলাকিলি।
মর্দ্দ জুয়ান যত ২ বেহদমত, হিরিছের আগুন,
ডনিবার ফেরবে হইছে পাগল ও জমুন।
যত আওবত জাতি ২ পাপে মতি, খুবির থিয়াল,
রাইতে দিনে চুরি করে নিজের মরদের মাল।
বানায় জেওবাত ২ পইরে তাত, লোকের ছামন,
জিংগাসিলে কয় আমার বাপ ভাইর ধন।

শব্দার্থ ঃ—নজিছ—বিষ্ঠা, গণি—ধনবান, এনকার—অবহেলা, নিন্দ—নি আমল—অভ্যাস, আওআম—সাধারণ মূর্খ সমাজ, ওক্ত—নির্দ্দিষ্ট সময়, জইপমন দুর্ব্বল মন (জইপ—বৃদ্ধ), ছালিয়া—ছেলে, দিলু—দিলাম, হিরিছ—আ প্রমোদেচ্ছা, জমুন—মত্ত, খুবির—সৌন্দর্য্যের, ছামনা—সম্মুখ।

যত মিছামাত ২ চুগলি বাত, আওরত বাহাদুর,
ইনর কথা হিন নিয়া ফছাদ লাগায় ঘোর।
জান এরূপেতে ২ হামেসাতে, আছে সবাকার,
ইয়াদ নাহি হয় কথা নমাজ ও রোজার।
দেখ যে কাজেতে ২ আবিদ তাতে, পাইল লানত,
সেই কাজ করিতে আমরা হইয়া গেছি মস্ত।
খালি তকব্বরী ২ জনম ভরি, করিতেছি ভাই,
আমার আকল যেছা আর দেখি নাই।

বেছা ইজত মর ২ মাল মর, হইছি তালুকদার,
ইলিম আমলে নাই আমার সমার।
কিবা এবাদত ২ মারফত, সব হইতে আলা,
ফরেজগারির মাঝে আমি মুলুক হইতে ভালা।
খালি গুমান করি ২ নিজে মরি, না করি গিয়ান,
গুমানে ফিরিস্তা হইল লানতি সয়তান।
যদি গুমানেতে ২ হরবাতে, হইলাম ফিদ্দা,
ভাবি দেখ হইয়া গেছি সয়তানেব দাদা।
তবে শুন চাই ২ বুঝ চাই, করযে বিচার,
সয়তানে যে গুনা করায় কইমু কি পরকার।

শব্দার্থ :—চুগলি—একের কথা অন্যের কাছে বলিয়া বিবাদ লাগান, ◄র—এখানের, হিন—সেখানে, ফছাদ—বিষম, আবিদ—সয়তান (আবিদ ফ ফেরেস্তা ছিল, খোদাব হুকুম অমান্য করিয়া সে সয়তান নামে পরিচিত হয) নত—ঘোর শাস্তি, মস্ত—মত্ত, তকব্বরী—অহঙ্কার, বেছা—যেমন, ইজত—ান, মারফত—আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, আলা—শ্রেষ্ঠ, ফরেজগারি—ধর্ম্মভাবাপন্ন, ান—অহঙ্কার, গিয়ান—জ্ঞান, হরবাতে—সব বিষয়ে, পরকার—প্রকার।

সে একবারে ২ গুমান করে, পাইল লানত,
একদিনে গুমান আমরা করি শতাশত।
তখন সয়তান পাপি ২ রাখে ঢাপি, না করে কালাম,
মনে ভাবি কয় আমার গুলামের গুলাম।
তার পরামিশে ২ নিজের খাইসে, হইলাম এমন,
নমাজ রোজার মাঝে আমাব নাই যায় মন।
বখন নমাজেতে ২ খাড়া তাতে, হই একবার,
মনে খালি ইয়াদ হয় নানান কারবার।
খালি হরজাগায ২ বহিতে চায়, হইয়া সদাগর,
বাড়ির মাঝে বানাইতাম পাকা দলান ঘর।
জান বস্তির মাঝে ২ নিজে নিজে, হইছে ছরদার,
জামাজুড়া পিন্দি হয় ঘুড়ায় ছওয়াব।

হৈত সাদি মর ২ খুব সুন্দর, ভাল লোকের সাত,
সন্তান আদি হইলে দিমু পরলা পড়াত।
জান এইমতে ২ নমাজেতে, হইলা মলাগর,
আল্লায় জানে কি করিবা কয়বর হাসর।
হইছি লাচার ভাই ২ পারি নাই, করতে এবাদত,
তুফএলে হজরত নবির পাইযে সাদত।
পউছে ছালাম মর ২ কদম পর, মুমিন সবার,
আসা রাখি অধমেবে দোয়া করিবার।
আমি নাবকাব ২ গুনাগার, খাদিম সবার,
খাতাগুনা হইলে চাই মাফ রাখিবার।
নাদান গুনাগার ২ কবিকার, ওয়াজিদ নাম মর,
গহরপুরের লামাপাড়া কয় দিনের গুজর।
পিতার নাম বাকি ২ মামদ নকি, মরহুম ভুবন,
তেরশত চৌদ্দ সালে করিলু রচন।

শব্দার্থ :—ঢাপি—ঢাকিয়া, কালাম—কথা বলা, খাইসে—প্রবল ইচ্ছা হবজাগায়—সকল স্থানে, মলাগর—(খুব সম্ভব) অন্যমনস্ক, তুফএলে—অনুগ্রহে ইজ্জতে, সাদত—পারলৌকিক মুক্তি, কদম—পা, গুজর—বাসস্থান।

এখানে নমাজের কবিতা পূর্ণ হইল। আমরা গ্রাম্যশব্দের যে সব অর্থ দিয়া তাহা ভাবগত অর্থ অর্থাৎ শব্দ শুনা মাত্র লোকের মনে যে ভাবের উদয় এখানে তাহাই দেওয়া হইল। মুসলমান সমাজের দোষ ত্রুটী দেখাইয়া সমাজ সৎপথে আনয়ন ও নমাজের প্রতি আসক্ত করার জন্য কবি যে চেষ্টা করিয়াছে তাহা অবশ্যই সফল হইয়াছে।

পাঠকগণ এখানে কবির সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাইতেছেন। তিনি উত্তর শ্রীমহকুমার গহরপুর পরগণার লামাপাড়া নৌজায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তের চৌদ্দ সালে উহা রচনা করিয়া গিয়াছেন।

গোপীচন্দ্রের পাঁচালীর কয়েকটি শব্দ

শ্রীরাজমোহন নাথ বি-ই

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, ৺ ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত (১৯২৪ ইং) গোপীচন্দ্রের গানে বিজ্ঞ সম্পাদকগণ যে পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। তথাপি পুস্তকের টীকাটিপ্পনীতে কয়েকটী শব্দের ভাব ঠিক পূর্ব্ববঙ্গের গ্রামে যে ভাবে অদ্যাপিও প্রচলিত আছে সে ভাবে ব্যাখ্যাত হয় নাই বলিয়া মনে হইতেছে।

গোপীচন্দ্রের পাঁচালী হইতে কয়েকটি শব্দ ও পদের গ্রাম্য ব্যাখ্যা বিজ্ঞ টীকাকারদের ব্যাখ্যার সহিত তুলনা করিয়া দেখান হইল। পৃষ্ঠা সংখ্যা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত সংস্করণ হইতে দেওয়া হইল।

পৃঃ ৩১৪ (১) "রবিবার দিনখানি নবগৃহস্থাপনা
সেদিন ভহ্নছে ঘাগহ্ন না করিও উন্না॥'

টীকাকার লিখিয়াছেন গৃহস্থাপনা—গৃহস্থের আচরণ। ভহ্নিছে—রাশিচক্রে সুনির্দ্দিষ্ট। ঘাগহ্ন—ঘাগরি—ঘাগরা। উন্না—উল্লা, খুলিষা ফেলা। এইরূপ শব্দার্থ হইতে পদের অর্থ সম্যক বুঝা গেল না। অর্থ হইবে ভহ্নছে=ভরিতেছে, পূর্ণ হইতেছে, ঘাগহ্ন=কলস, ভাণ্ড, উন্না=হ্রাস করা।

এইস্থানে স্ত্রীপুরুষের ব্রহ্মচর্য্যের কথা বলা হইতেছে।—

"শনিবার রবিবার দিনে মিল হএ।
বর্ব্বর পুরুষ হৈলে নারী পাশে রএ॥
রবিবার দিনখানি নবগৃহ স্থাপনা।
সেদিন ভহ্নছে ঘাগহ্ন না করিও উন্না॥
ঘাগরি করিলে উন্না দণ্ডেক পাবে সুখ।
পিত্তশূল বোলিয়া শরীরে হবে দুখ॥"

শনিবার রবিবার এই দুইটী দিন স্ত্রীপুরুষের মিলনের দিন নহে, সে দুই দিন যে পুরুষ স্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়া স্ত্রীসঙ্গ করে সে বর্ব্বর। কবির মতে "রবিবারে

বহে বায়ু লৈয়া আত্মমূল"—অর্থাৎ বায়ু সুষুম্না নাড়ীতে প্রবাহিত হয়। এই নাড়িতে জ্বলন্ত অগ্নি কালরূপে অবস্থিতি করে, স্ত্রীসঙ্গমকালে শ্বাসের সহিত জল-তত্ত্বের উদয় হইয়া মাদকতা আনয়ন করে। সুষুম্না নাড়ীতে বায়ু স্থিতিকালে যদি ঋতুরক্ষা হয় তাহা হইলে সেই সন্তান অঙ্গহীন ও কৃশ হয়—ইহা পবন বিজয় স্বরোদয়ের কথা—তাই অন্যত্র বলা হইয়াছে—

"আগুন পানিয়ে যদি হএ মিলামিলি।
নিবি জাইব আগুনি রইয়া জাইব ছালী।"

সুতরাং কবি বলিতেছেন রবিবারে বীর্য্যভাণ্ড পূর্ণ হইতে দাও; সেই দিন সেই ঘাগরি হইতে ক্ষয় করিও না। ক্ষয় করিলে অল্পসুখ পাইবে, কিন্তু পরিণামে পিত্তশূল রোগ জন্মিবে।

পৃঃ ৩১৫—(২) 'একটি কলা দেখ আরের ভটরি
আরটি কলা দেখন্তি কুমারের কাটারি॥
ভাঙ্গি চাও কেন্দাফল ভিতরে আঙ্গার॥'

টীকাকারের মতে—কলা=হাবভাব; ভটরি=জাদু, সম্মোহন; কুমারের কাটারী=কামারের কাটারিই অধিকতর সঙ্গত; কেন্দাফল=কাকেন্দু।

এখানে যুবতীর সৌন্দর্য্য ও মোহিনীশক্তির কথা বলা হইতেছে। সৌন্দর্য্যকে ফল ও গন্ধহীন হলদীর পুষ্পের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। বাকী থাকিল চক্ষু ও স্তন, চক্ষুর ভঙ্গীকে আরের ভটরি অর্থাৎ অস্ত্রের ঢেলার সহিত তুলনা দেওয়া হইতেছে, অত্যন্ত চাকচিক্যময়—কিন্তু মূল্য কিছুই নাই। স্তনযুগল তীক্ষ্ণশরের ন্যায় পুরুষের হৃদয় বিদ্ধকরে "স্তনযুগং শরায়তে" ইহা কাব্যে পাওয়া যায়, এখানে কবি বলিতেছেন—উহা কুমারের ছুরির মত। কুম্ভকার মাটীর ভাণ্ড প্রস্তুত করিবার সময় সামান্য একখণ্ড পাতলা বাঁশের বা কাঠের চটি ছুরিকারূপে ব্যবহার করে। উহাতে ধার মোটেই নাই, কিন্তু চাকের উপর কুম্ভ ঘুরিবার সময় উহা ছুয়াইবা মাত্রই উহা কাটিয়া যায়। নারীর স্তনযুগলও ঐরূপ। ঐগুলির ধারও নাই, ভিতরে সারও নাই। ঐগুলি কেন্দাফল বা গাবফলের মত; দেখিতে অতি সুগোল ও মোলায়েম, কিন্তু ভিতর কাল কসে ভর্ত্তি। গাবের কসদ্বারা নৌকা ও জালে কাল রং করা হয়।

পৃঃ ৩১৬ 'হৃদে দুই তন দেখি মনাহি কুমতি।
আগে তিতা পাছে মিঠা অব্রেথা পিহ্নতি॥'

টীকাকার—আগে তিতা ইত্যাদি—দুঃখলেশ সংস্পর্শ প্রীতি প্রীতিই নহে। স্ত্রীর হৃদয়ে স্তনযুগল দেখিয়া তোমার মনে নানা প্রকার কুভাব উদয় হইতেছে; প্রথমে উহা খুব ভালই লাগিবে, কিন্তু পরে বুঝিবে ইহা অসার, এবং এই নারীর প্রেম বৃথা। কাজেই শেষের পদটী হইবে 'আগে মিঠা পাছে তিতা অব্রেথা পিহ্নতি।' অথবা আমার এই উপদেশবাক্য প্রথম তিক্ত লাগিতেছে পরে যখন বুঝিবে নারীর প্রেম বৃথা, তখন উহা মিষ্ট বোধ হইবে।

পৃঃ ৩১৭ 'কপাল তুলিয়া নারী জদি দেএ গাইল।
আএউ ধন টুটি জাএ মরিবে আজু কাইল॥'

টীকাকার—কপাল তুলিয়া—মাথা তুলিয়া বা ভ্রূকুটি করিয়া।

অর্থ হইবে স্ত্রী যদি স্বামীর ভাগ্যের উপর ইঙ্গিত করিয়া গালি দেয়; তাঁহার কপাল (অদৃষ্ট) তুলিয়া গালি দেয়; তাহা হইলে তোমার কপালে আগুণ। স্বামীর আয়ুক্ষয় হয় এবং সে শীঘ্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়। গ্রাম্য স্বামী-স্ত্রীর কোন্দলে নিত্য ব্যবহৃত একটি শ্লোক—

"নিকপালী লাং (স্বামী)
তুমি আন গল্লার গোটা, আমি আনি পান।"

পৃঃ ৩১৯ (১) 'ব্যাঘ্র দৃষ্টে চাহে বধূ জোখের মতন হবে।
অন্নপানি দিতে জে মেউরের ফেঁথা ধরে॥
অন্নপানি দিয়া জাইতে উলটিআ চাএ।
আক্ষি ঠাএরে গোবিচান্দের প্রাণি নিয়া জাএ॥'

টীকাকার—মেউরের ফেঁথা ধরে—ময়ূরের ন্যায় রোষে পক্ষবিস্তার করে, অর্থাৎ বিরক্তি প্রকাশ করে। —ব্যাঘ্রের দৃষ্টিতে রোষের ভাব মোটেই নাই, শিকারীরা জানেন অরণ্যে ব্যাঘ্রের সৌন্দর্য্য ও দৃষ্টি অতীব মোহনীয়; ময়ূরের পেখমেও রোষের বা বিরক্তির ভাব নাই; কাজেই এখানে মনমোহিনী ভাবের কথাই বলা হইতেছে।

(২) 'হস্তিনী জেবা নারী হস্তির গমন।'

টীকাকার—গমন—সহবাস।

হস্তিনী মেয়েরা গম গম করিয়া হস্তীর মত চলে,—গমন অর্থ চলন।

গ্রাম্য গীত— 'হস্তিনী কন্যার কিছু শুন বিবরণ।
হস্তিনী যেই কন্যা হস্তীর মতন॥
ধম ধমাইয়া হাটে বেটী এই তার গতি।
শ্বশুর সঙ্গে বিবাদ করি হারাইছে তাইব পতি॥'

পৃঃ ৩২১ (১) মুলিবাস—কাছাড় ও শ্রীহট্ট জেলায় উৎপন্ন এক প্রকার বাঁশ। খোশগুলি খুব পাতলা হয়। তরজা, বেড়া ইত্যাদির কাজে প্রচুরভাবে ব্যবহৃত হয়।

(২) খাশা ঘোড়া—খাঁসি কবা তেজী ঘোড়া।

(৩) খাসা কাপড়—কার্পাসের মোটা কিন্তু মোলায়েম সুতার কাপড়, প্রচলিত ভাষায় খেস কাপড়।

পৃঃ ৩২১ (১) 'মুজুরি করিতে জাএ আরঙ্গি ছত্র মাথে'

টীকাকার—আরঙ্গি ছত্র = রাজছত্র।

সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজার পার্শ্বে ধ্বজ, দণ্ড, ছত্র, আরঙ্গি, তাম্বুল পত্র, হস্তচিহ্ন (পাঞ্জা), শ্বেত চামর, ময়ূরপুচ্ছ ইত্যাদি থাকে। ছত্র এবং আরঙ্গি দুইটী বস্তু। আরঙ্গি, আবঙ্গী—শ্বেতবস্ত্র বিনির্ম্মিত ব্যজনী বিশেষ, প্রাচীন গ্রন্থে ইহাকে আতপত্র বলে। কালীপ্রসন্ন সেন সম্পাদিত ত্রিপুরা রাজমালা প্রথম লহর ১৫৪ পৃষ্ঠায় আরঙ্গির একখানা ফটো দেওয়া আছে; ইহা বর্ত্তমানেও ত্রিপুরার রাজদরবারে ব্যবহৃত হয়।

পৃঃ ৩২৪ (৪) 'তীর তাম্বুবাণ কাতে এড়িব ঝাকে ঝাকে।'

টীকাকার—তাম্বুবাণ—অর্দ্ধচন্দ্র বাণ

ত্রিপুরার রাজাদের রাজচিহ্ন চন্দ্রবাণ, ত্রিশূলবাণ, মীননাবন, শ্বেতচ্ছত্র, আরঙ্গি, তাম্বুলপত্র ও পাঞ্জা। চন্দ্রবাণ বা চন্দ্রধ্বজ সুবর্ণ নির্ম্মিত অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি চিহ্ন সুদীর্ঘ রৌপ্যদণ্ডের উপর অবস্থিত। তাম্বুলপত্র—রৌপ্যনির্ম্মিত পানাকৃতি, তাম্বুল শান্তি ও মঙ্গলের চিহ্ন, দীর্ঘ রৌপ্যদণ্ডের উপর অবস্থিত। ত্রিশূলবাণ—ত্রিশূল-ধ্বজ বা সূর্য্যবাণ; সুবর্ণ নির্ম্মিত ত্রিশূলাকারের চিহ্ন, রৌপ্যদণ্ডের উপর সংস্থাপিত।

সুতরাং বাক্যটী হইবে "তীরতাম্বুল বাণ কাতে এড়িব ঝাকে ঝাকে।"

পৃঃ ৩২৫ কামলাক নগর—কমলাঙ্ক নগর—বর্ত্তমান কুমিল্লা।

'বন্দুকি সাজিয়া আইল পলিতা হাতে লৈয়া'—আগের দিনে বন্দুকে বারুদ গাঁজিয়া

ভর্ত্তি করা হইত, এবং ঘোড়ার দিকে একটি ছিদ্রে বারুদ মাখানো সলিতা ভর্ত্তি করিয়া তাহাতে আগুন দেওয়া হইত। পলিতা, সলিতা—fuse.

পৃঃ ৩২৯—'চিল রূপে আইসে জম সাচন রূপে জাএ।'

টীকাকার—সাচনরূপে—শযচান সদৃশ বেগে।

সাচন—শ্যেন পক্ষী।

পৃঃ ৩৩৬ 'মাঞ্জা করে ঝলমল বনের সুন্দিবেত।'

টীকাকার—সুন্দিবেত আসাম অঞ্চলে জন্মে। গাছ বড় হয় না, ইহাতে লাঠি হয়। এই বেত অতি চিকণ ও শক্ত এবং দীর্ঘে ৩০।৪০ হাত হয়। ঘর তৈরীর কাজে, ঝুড়ি, পেটেরা, কেদারা তৈয়ার করিতে বেশী ব্যবহৃত হয়; কখন কখন শিকড় সহ উহার গুড়ির দিক দিয়া ঘোড়া চালাইবার বেত প্রস্তুত হয়। চিকণতাই ইহার বিশেষত্ব।

পৃঃ ৩৩৭ (১) 'এতেক সুতার কাপড় না শোন এ বোল।'

টীকাকার—কথা শুনে না, যৌবন ঢাকিয়া রাখিতে পারে না।

শ্রীহট্টে প্রচলিত একটী মেয়েলি বিরহ সঙ্গীতের একটি পদ—

"শয়নে স্বপনে রে মুই বালিশ নিলাম কোলে।
দারুণ তুলার বালিশ বোলাইলে না বোলে॥"

অর্থাৎ আদর করিলেও উত্তর দেয় না।

(২) "বাদসাই জাচক নহে মোহর মারিমু"

টীকাকার—বাদসাই জাচক—রাজদ্বারে প্রার্থী।

এখানে যৌবনের কথা বলা হইতেছে; সুতরাং অর্থ হইবে—রাজদ্বার হইতে প্রাপ্ত বা দাতব্য বহুমূল্য পারিতোষিক বস্তু নহে যে উহাকে মোহর মারিয়া গোপনে রাখিয়া দিব।

৩৩৭ (৩) "সুতার কাপড় নহে ঝাড়া বদলিমু।"

টীকাকার—ছাড়িয়া দ্বিতীয় বস্ত্র পরিধান করিব।

সুতার কাপড়ে রঙ্গীন আঁচলা পৃথকভাবে লাগান হয়, আঁচলা সাধারণতঃ শক্ত সুতার। একখানা কাপড় ছিঁড়িয়া গেলে পুরাতন আঁচলা বা ঝাড় কাটিয়া নিয়া নূতন সুতার কাপড়ে লাগান হয়, ইহাকে ঝাড়া বা ঝাড় বদলান বলে। আঁচলার অগ্রভাগে লম্বাকৃতি সুতা ঝাড়ের অর্থাৎ ঝালরের মত ঝুলিতে থাকে; ইহা হইতেই ঝাড় নাম হইয়াছে।

পৃঃ ৩৪১ 'থোড়কলা বাদুড়ে খাইলে কলা ডাঙ্গর নএ'

টীকাকার—থোড় কুলা—কচিকলা, ক্ষুদ্রকলা।

থোড়কলা—মোচা ; কদলী পুষ্প।

পৃঃ ৩৭৩ 'রথখান কুদাইয়া বিক্রমপুরে নিল।'

টীকাকার কুদাইয়া—খেদাইয়া।

কুদাইয়া—দ্রুতবেগে চালাইয়া। ভয় দেখান অর্থে ও এই শব্দ ব্যবহৃত হয়।

পৃঃ ৩৪৪ (১) "আধারি বিচারি নাথে এক বট পাইল।"

টীকাকার—কাষ্ঠপীঠ সংলগ্ন দণ্ড বা যষ্টি (যোগী ফকিরের ব্যবহার্য্য)।

আধারি শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র থলে, ইহাতে মালা, সিদ্ধির কল্কি ইত্যাদি থাকে, ইহা সাধু সন্ন্যাসীর স্কন্ধে ঝুলান ও বগলের নীচে থাকে। বৈষ্ণবেরা জপের মালার আধারি সর্ব্বদা ব্যবহার করেন। আধারি—Rosary

(২) 'জর্ম্মে জর্ম্মে কৈল নাথে পীড়া খারা বন্দি"

টীকাকার— খারাবন্দি—ঘেরা, বেষ্টন বা অবরোধ। যাহাতে পীড়াদি কখন না হয় তাহার ব্যবস্থা করা হইল।

৩৮৩ পৃষ্ঠাতে আছে—"জমরাজার স্থানে কৈল পীড়া খাড়া বন্দি।"

পীড়া—বসিবার কাষ্ঠাসন। পীড়া খাড়া অর্থাৎ দণ্ডায়মান করিয়া রাখিলে যেমন নড়িতে চড়িতে পারে না, সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে—সেইরূপে যমরাজকে ও এমনভাবে বন্দী করিয়া রাখা হইল যে বেচারা নড়িতে চড়িতে পারে না ; অর্থাৎ কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ।

পৃঃ ৩৪৬ "তাহাতে বিছাইল পুনি গঙ্গাজল পাটী।"

টীকাকার গঙ্গাজলপাটী—গজদন্ত নির্ম্মিত পাটী।

গঙ্গাজলপাটী—শীতল পাটী ; মুর্ত্তা নামক একপ্রকার গুল্মের বেত হইতে চিক্কণ বেতের শীতলপাটী অতি স্নিগ্ধ ও মোলায়েম। হাতীর দাঁতের পাটীও প্রস্তুত হয় বটে, কিন্তু ইহাকে গঙ্গাজলপাটী বলা রীতি নহে। বেতের শীতল পাটীতে লাল রঙ্গের বেত দ্বারা ডোরা ও ফুল তোলা হয়, তাহাকে গঙ্গাযমুনা পাটী বলে।

পৃঃ ৩৪৭ 'যজ্ঞ নষ্ট পুরুষ হৈলে নবকে জাইমু।'

টীকাকার—পত্নীর নিকট দীক্ষা অশাস্ত্রীয়, সেই হেতু প্রত্যবায়ভাগী।

পদটী—"যোগ্য নষ্ট" হওয়া উচিত বলিয়া মনে হয়। যোগ্যতাহীন পুরুষ হইলে অর্থাৎ স্ত্রীকে গুরু ভজিলে পুরুষত্বের অবমাননা হইবে।

পৃঃ ৩১৮ "লাড়িয়া চাড়িয়া চাইল না করিল রায়।
হস্তে গলে দড়ি দিয়া গঙ্গাতে ফেলায়॥
তবে তোর বাপেরে জে পুড়িবারে নিল।
গাছ গাছেরা দিয়া তবে ঘৃত ঢালি দিল॥"

টীকাকার—রাজার মৃতদেহ হাত পা বাঁধিয়া সৎকারার্থ লইয়া যাওয়া নিতান্ত বিসদৃশ। এই পদগুলিতে রাজার মৃতদেহকে অগ্নিসংস্কার করার কথা আছে, হস্তপদ বান্ধিয়া গঙ্গায় ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া বলা হয় নাই। ময়নামতী যখন রাজার মৃতদেহ নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেন তখন উহা একেবারে হস্তপদবদ্ধ গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত মৃতদেহের ন্যায় অসাড় হইয়া গিয়াছে। এখানে অসাড়তা বুঝাইবার জন্য একটী উপমা দেওয়া হইয়াছে মাত্র।

পৃঃ ৩৫৬ (১) 'হলাহল হরিনা বিস লাড়ু মধ্যে দিল।'

টীকাকার—হরিনা বিস—হল্লা (হননিয়া) বিষ।

এক প্রকার গাছের ফল, কুচিলা, nox vomica; গোল সুন্দর ফল; বনে হরিণের চলাচলের স্থানে জড় করিয়া রাখিয়া দিলে হরিণ খাদ্যফল ভাবিয়া খায় এবং পরে মরিয়া যায়। পাহাড়ীরা এইভাবে হরিণ শিকার করে।

(২) 'সুবর্ণ বাটাএ দিল গেলাপ করিয়া।'

গেলাপ, গিলাপ—শীতকালীন গায়ের বস্ত্র। ইহা হইতে আচ্ছাদন।

(৩) 'আলওা চাউল কুলপিত কলা নিল সেবার লাগিয়া।'

আলওা চাউল = আলা চাউল = আতপ চাউল।

কুলপিত কলা = সফরি কলা = আসামে মালভোগ কলা বলা হয়; ইহা পূজাতে ব্যবহৃত হয়। শ্রীহট্টে কুলপইত কলা বলে।

(৪) 'নারাঙ্গি কমলা লৈল খাল্লাএ ভরিয়া।'

টীকাকার—নাবাঙ্গি = নাগবসতি (নাগপুর, নাগাপাহাড় রঞ্জিত করে বলিয়া।

খাল্লা = খুল্লা, small tray.

নারাঙ্গি = নাগপুরে কমলা জন্মে বটে, কিন্তু নাগাপাহাড়ে একটী কমলাও জন্মে না।

খাঞ্জা = বাঁশের বেতের নির্ম্মিত বৃহদাকার ঝুড়িকে আসামে খাঞ্জা বলে। খাসিয়ারা থাবা বলে। আজ কাল ও ছাতকের কমলা খাঞ্জা ভর্ত্তি করিয়া নেওয়া হয়।

(৫) বিন্নিধানের খই = শ্রীহট্ট ও কাছাড়ে — বিরইন ধান, আসামে বরাধান। চাউল দ্বারা ভাত রান্ধিলে আঠালো হয়, চাউল মিষ্টি।

পৃঃ ৩৫৮ 'দশমীর দশদ্বার ফেলিল বান্ধিয়া' —

টীকাকার—চক্ষুর্দ্বয়, কর্ণদ্বয়, নাসাদ্বয়, মুখ, পায়ু ও উপস্থ এই নবদ্বার; দশমদ্বার—ব্রহ্মরন্ধ্র।

নাভিকুণ্ড প্রাণাপানের বা জীবন মরণের সঙ্গমস্থল; গর্ভাবস্থায় এই পথেই জীব পরিপুষ্ট হয়, এই নাভিই জীবদেহের দশমদ্বার।

দশমী—মানব দেহ। দশটীচক্র ইহাতে আছে, মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা এই ছয়টী চক্র; বিশুদ্ধ ও আজ্ঞার মধ্যবর্ত্তী গুপ্ত - ললনাচক্র; আজ্ঞাচক্রের পিছনে সামান্য নিম্নে মনশ্চক্র, সামান্য উপরে সোমচক্র; দশমচক্র সহস্রার।

পৃঃ ৩৫৯ 'মরিগেল দুষ্ট বুড়া দেশের গেল ছইল'

টীকাকার — ছইল = আবর্জ্জনা।

ছইল অর্থ ভৌতিক উপদ্রব; উপদেবতার উৎপাত।

পৃঃ ৩৬৮ 'হেনকালে মৈনামতি ভাসিয়া উঠিল।

নৌকা লৈয়া গুবিচান্দে আগুবাড়ি নিল।'

টীকা—আগুবাড়ি নিল—প্রত্যুদ্গমন করিল।

আগুবাড়ি শব্দের অর্থ = আগবাড়িয়া অগ্রসর হইয়া।

পৃঃ ৩৭৭ দোয়াদশ উপরিভাগ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতিযুক্ত দ্বাদশ অঙ্গুলি দীর্ঘ কাষ্ঠের লাঠি।

পৃঃ ৩৭৮ (১) 'রতনমালা এ পিন্ধে কাপড় বাহুখানি নেত।'

টীকাকার বাহুখানি নেত পদের অর্থ বুঝিতে পারেন নাই।

গ্রাম্যগীতিতে নেতের কাপড়, সর্ব্বজয়ীনেত প্রভৃতি শব্দ সর্ব্বদাই পাওয়া যায়। এখনও গ্রামদেশে মুসলমানের নববধূকে লেটের চাদর (নেতের চাদর) দিবার রীতি

আছে। ধনীলোকে বরবধূকে লেটের মশারী উপহার দেন। খুব পাতলা ও মিহি-কাপড়কেই লেটের বা নেতের কাপড় বলা হয়। কোন প্রাচীনকালে পশ্চিমদেশীয় ব্যবসায়ীদের Net এর কাপড় হইতে নেতের কাপড় প্রচলিত হইয়াছে কিনা বিবেচ্য। ইহাকে হাওয়ার চাদর বা কাপড় ও বলা হয়

এখানে রত্নমালার শাড়ীর যে অগ্রভাগ উল্টাইয়া কাঁধের উপর দেওয়া হইয়াছে সেই অংশ নেতের ছিল; পরিধানের অংশ অবশ্য পুরু ছিল।

(২) 'কর্ণেত শিখনী শোভে চরণে বাদ্য ধ্বনি।'

শিখনী রূপার প্রস্তুত একপ্রকার প্রকাণ্ড মাকড়ী জাতীয় অলঙ্কার।

পৃঃ ৩৮৪—আড়াই অক্ষর মন্ত্র=ওঁ—অ+উ+ম্

পৃঃ ৩৮৫ — 'চারিটোন ভরি ধন আপন হস্তে লৈয়া।'

টোন=ধান, চাউল মাপিবার নিমিত্ত বেতের নির্ম্মিত পাত্র। কোন কোন স্থলে—সের, কাঠি, পেটুয়া, থুন, ইত্যাদি নামে ও অভিহিত।

পৃঃ ৩৯৪—"সরুয়া নলের বেড়া কোন্ রাজার বাড়ী।"

অন্যত্র আছে—"সরঙ্গা নলের বাড়া।"

টীকাকার—সরঙ্গা—শরসদৃশ।

নল খাগড়া জাতীয় একপ্রকার পাতলা ও ফাঁপা গুল্ম বিশেষ, ; দীর্ঘে তিন চারি হাত হয়। ইহা দ্বারা ঘরের বেড়া দেওয়া হয় না; উহা চিরিয়া চটি বাহির করিয়া তাহা দ্বারা চাটাই প্রস্তুত হয়।

নলি বাঁশ নামে একপ্রকার চিক্কণ ও শক্ত বাঁশ আছে; কোথাও ইহাকে মৃত্তিঙ্গা বাঁশও বলে। এই নলিবাঁশকে সরুয়া নল বলা হয়। ইহা গোটাভাবে ঘরের বেড়াতে ব্যবহার করিলে বেড়া খুব মজবুত হয়। ভিতরে এইরূপ আস্ত বাঁশের বেড়া দিয়া পরে সাধারণতঃ নলের বেতের চাটাইতে নানারূপ কারুকার্য্য করিয়া কামি বান্ধিয়া বহিরাবরণরূপে ব্যবহার করা হয়। ইহা ধনীলোকের বাড়ীতেই সম্ভবপর।

মনসা-মঙ্গলের কয়েকখানি মুদ্রিত সংস্করণ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য এম. এ

শ্রীহট্ট-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার গত সংখ্যায় [৬ষ্ঠ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা] 'মনসা-মঙ্গলের কয়েকখানি মুদ্রিত সংস্করণ' শীর্ষক প্রবন্ধে ৪০ খানি মুদ্রিত সংস্করণের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। এই ৪০টী সংস্করণ আমার দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল। গত সংখ্যায় অনুল্লিখিত আরও ২০টী সংস্করণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বর্ত্তমান সংখ্যায় মুদ্রিত হইল। এই ২০টী সংস্করণের উল্লেখ বৃটীশ-মিউজিয়ম ও ইণ্ডিয়া-অপিস গ্রন্থাগারে রক্ষিত বাংলা পুথির তালিকায় আছে। নিম্নে উক্ত দুই গ্রন্থাগারে রক্ষিত বাংলা পুথির তালিকা হইতে নামগুলি সঙ্কলন করিয়া দেওয়া হইল। [ই]—ইণ্ডিয়া-অপিস গ্রন্থাগারে রক্ষিত বাংলা পুথির তালিকা, [বৃ]—বৃটীশ-মিউজিয়মে রক্ষিত বাংলা পুথির তালিকা, [সে. মি] সেণ্টিমিটার ৮°. ১২° প্রভৃতি যথাক্রমে ৮ পেজি ফর্ম্মা ১২ পেজি ফর্ম্মা বুঝাইবে।

অধরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী রচিত 'মনসামঙ্গল', পৃ ১+১৬০, কলিকাতা ১৯১০ইং, আকার ১৮×১১ [সে. মি], [ই]

ঈশ্বরচন্দ্র সরকার রচিত 'মনসা মঙ্গল' [ও ওলাবিবী ও শীতলা দেবীর কবিছন্দে জাগরণ পালা], পৃ ২+৮০, কলিকাতা ১২৮৬ বাং, আকার ১২°, [বৃ]

কবি কেশরী রচিত 'পদ্মাপুরাণ', ভৈরবচন্দ্র শর্ম্মা সম্পাদিত, পৃ ৪+৩৮৪, শ্রীহট্ট ১২৮৪ বাং, আকার ৮°, [বৃ]

কৃষ্ণগোবিন্দ পাল রচিত 'পদ্মাপুরাণ', পৃ ২৩৪+২, ঢাকা ১৮৭৭ইং, [ই]

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত 'মনসা মঙ্গল', পৃ ৪+১১৪, কলিকাতা ? ১২৫১ বাং, আকার ৮°, [বৃ]

ঐ পৃ ৮৬, কলিকাতা ১৮৫৭ইং, [ই]

ঐ পৃ ৩+৮০, কলিকাতা ১২৭৮ বাং, আকার ১২°, [বৃ]

ঐ পৃ ৪+৮০, কলিকাতা ১৮৭৪ইং, [ই]

ঐ পৃ ৪+৮০, কলিকাতা ১৮৭৬ইং, [ই]

ঐ পৃ ৪+৮০, কলিকাতা ১৮৭৭ইং, [ই]

ঐ পৃ ৮০, কলিকাতা ১২৮৬ বাং, আকার ১২°, [রা]

ঐ শ্রীতারাচাঁদ দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পৃ ২+৮৪, কলিকাতা ১৩৩৫ বাং, আকার ৮″ × ৪৯/১৬″ ইঞ্চি।

ঐ অবলম্বনে পঞ্চানন ঘোষ চৌধুরী প্রণীত 'মনসা মহিমা নাটক', ২য় সংস্করণ, পৃ ১২০, কলিকাতা ১৯১০ইং, আকার ২২ × ১৩ [সে. মি], [ই]

চৈতন্য দাস মণ্ডল রচিত 'মনসা মঙ্গল', ৪র্থ সংস্করণ, পৃ ৪+১৫৭, পুরুলিয়া ১৯১৪ইং, আকার ২২ × ১৩ [সে. মি], [ই]

পণ্ডিত জানকী নাথ রচিত 'পদ্মাপুরাণ', পৃ ২+১৪৮, কলিকাতা ১৯১৩ইং, আকার ২৬ × ১১ [সে. মি], [ই]

বংশী দাস রচিত 'পদ্মাপুরাণ', পৃ ৮+৫৮০, ঢাকা ১৯০৯ইং, আকার ২৭ × ১১ [সে. মি], [ই]

ঐ পৃ ৮+৩১১, কলিকাতা ১৯১০ইং, আকার ২৭ × ১১ [সে. মি], [ই]

বিজয় গুপ্ত রচিত 'মনসা মঙ্গল', প্যারীমোহন সেনগুপ্ত সম্পাদিত, ৩য় সংস্করণ, পৃ ৪+২+২+১৬+২৩৮, বরিশাল ১৯১১ইং, আকার ২৪ × ১৬ [সে. মি], [ই]

ঐ নগেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত সম্পাদিত, পৃ ৪+৩৯৪, কলিকাতা ১৯১৫ইং, আকার ১২ × ২০ [সে. মি], [ই]

শ্রীহট্ট-বাসী সম্পাদিত এবং শ্রীহট্ট ও কাছাড় হইতে প্রকাশিত সংবাদ পত্র

অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য এম্, এ

বর্ত্তমান প্রবন্ধে § শ্রীহট্টবাসী সম্পাদিত সকল পত্রিকার [তাহা শ্রীহট্ট বা শ্রীহট্টের বাহিরের যে কোন অঞ্চলেই প্রকাশিত হউক না কেন], এক তালিকা

§ এই প্রবন্ধ শ্রীহট্ট-সাহিত্য-পরিষদের ৬ষ্ঠ বর্ষের ৮ম অধিবেশনে, ৩ ফাল্গুন রবিবার ১৩৪৮বাং ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৪২ইং তারিখে পঠিত।

দিতে প্রয়াস পাইয়াছি। অধিকন্তু ইহাতে শ্রীহট্ট ও কাছাড় হইতে প্রকাশিত যাবতীয় পত্রের উল্লেখ আছে। শ্রীহট্ট ও কাছাড় হইতে প্রকাশিত পত্রের অধিকাংশই শ্রীহট্টবাসী সম্পাদিত সন্দেহ নাই। তবে শ্রীহট্ট ও কাছাড় হইতে প্রকাশিত কয়েক খানি পত্র অ-শ্রীহট্ট-বাসী ও অ-কাছাড়-বাসী দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল। এই সকল পত্রিকার ও উল্লেখ বর্ত্তমান প্রবন্ধে করিয়াছি।

শ্রীহট্ট-বাসী সংজ্ঞা দ্বারা শ্রীহট্ট যাঁহাদের জন্মভূমি তাঁহাদিগকে নির্দ্দেশ করিয়াছি। মহিলাদের মধ্যে যাঁহারা শ্রীহট্টীয়-বধূ তাঁহাদিগকে ও আমাদের এই তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যকে শ্রীহট্ট-বাসীরা আপনাদের একজন বলিয়া দাবী করেন। শ্রীচৈতন্যের জন্মভূমি শ্রীহট্টে নহে, পিতৃভূমি শ্রীহট্টে। যাঁহাদের পিতৃভূমি শ্রীহট্টে তাঁহাদিগকে ও শ্রীহট্টীয় বলিয়া দাবী করা যাইতে পারে—এই মত স্বীকার করিয়া লইয়া আলোচ্য প্রবন্ধে কয়েক জনের সম্পাদিত পত্রিকার উল্লেখ করিয়াছি।

বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস প্রণয়নের উপযুক্ত উপকরণ এ যাবৎ সংগৃহীত হয় নাই। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রসিকদের নিকট উপকরণের অভাব ও তাহার অসম্পূর্ণতা বহুস্থলেই সুষ্ঠু আলোচনার প্রতিবন্ধক স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। অযত্ন ও অবহেলায়, উই, ইঁদুর ও অগ্নির প্রসাদাৎ প্রাচীন হস্তলিখিত বহু গ্রন্থাদি চিরতরে লোপ পাইয়াছে। বহু-প্রচলিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থাদি ব্যতীত অনেক গ্রন্থই গ্রন্থকারের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। এই তো গেল প্রাচীন হস্তলিখিত গ্রন্থের কথা। মুদ্রণ-যন্ত্রের প্রসাদাৎ যে সকল গ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়াছে তাহারও ধারাবাহিক ইতিহাস আমাদের নাই। মুদ্রিত গ্রন্থ ও সংবাদ পত্রাদির মধ্যে কোন বিষয় কে যে প্রথম তাহা এখনও নিঃসন্দিগ্ধভাবে বলিবার সময় আসে নাই। ১৫।২০ বৎসর পূর্ব্বে যাহা সত্য বলিয়া জানিতাম তাহা বর্ত্তমানে অন্যরূপ মনে হইতেছে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বাংলা সংবাদ পত্রের ইতিহাস সম্পর্কে বহু মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই বিষয় আমিও "ইউরোপীয় সম্পাদিত বাংলা সংবাদ ও সাময়িক পত্র" শীর্ষক অন্যত্র মুদ্রিত ৭টী প্রবন্ধে যৎসামান্য আলোচনা করিয়াছি।

শ্রীহট্ট-বাসীদের বাংলা সাহিত্যে দান কতটুকু তাহা জানিতে হইলে শ্রীহট্টীয়

রচিত গ্রন্থ ও সম্পাদিত সংবাদ পত্রাদির সন্ধান লওয়া আবশ্যক। মুদ্রণ-যন্ত্র স্থাপনের পর হইতে এ যাবৎ যত গ্রন্থ ও সংবাদ পত্রাদি প্রকাশিত হইয়াছে তাহার বিশেষ কোন সন্ধান আমরা রাখি না। শ্রীহট্ট-বাসী রচিত গ্রন্থ ও সম্পাদিত পত্রিকাদির সম্পূর্ণ পরিচয় তো দূরের কথা, আজ পর্য্যন্ত তালিকাও সংগৃহীত হয় নাই। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের উত্তরার্দ্ধের পরিশিষ্টে শ্রীহট্ট-বাসী সাহিত্যিকদের নাম ও গ্রন্থ-সূচী মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা অসম্পূর্ণ। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত মুদ্রণের পর এই তালিকাটি সম্পূর্ণ করিবার জন্য কোন চেষ্টা হইয়াছে বলিয়া আমি অবগত নহি। শ্রীহট্টের সাহিত্যরসিক শিক্ষিত মাত্রের এই বিষয় অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য। যত দিন যাইতেছে, ততই "বিবলিওগ্রাফি" [Bibliography] জাতীয় জিনিষের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতেছে। বাংলা সাহিত্যে শ্রীহট্টের দান অল্প নহে, শ্রীহট্টে বহু সু-সাহিত্যিক জন্মিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের রচিত বহু গ্রন্থ ও সম্পাদিত সংবাদ পত্রাদি রহিয়াছে, এই জাতীয় ভাসা ভাসা কথা না বলিয়া আমাদের প্রত্যেক উক্তিকে প্রমাণ প্রয়োগের দ্বারা সুদৃঢ় করা কর্ত্তব্য। ২০ বৎসর পূর্ব্বে বাংলা চর্চ্চার অবস্থা যাহা ছিল, আজ আর তাহা নাই। এখন বাংলা শুধু এম, এ পরীক্ষার অন্যতম বিষয় নির্ব্বাচিত হয় নাই, বর্ত্তমানে বি, এ পরীক্ষার অনার্স বিষয়রূপে গণ্য হইয়াছে। গত ২ বৎসর যাবৎ প্রবেশিকা পরীক্ষায় ইংরেজী ব্যতীত অপর সকল প্রশ্নের উত্তর মাতৃভাষায় দিবার বিধান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে অর্থাৎ এতদিন পরে বাংলা দেশে বাংলা ভাষাকে শিক্ষার বাহনে পরিণত করা হইয়াছে। পূর্ব্বে আমাদের দেশের বহু প্রতিভাবান ব্যক্তি ইউরোপীয় ভাষা, সাহিত্য ও ইতিহাস লইয়া গবেষণা করিয়া সম্মানলাভ করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমানে অনেকের দৃষ্টি আমাদের ভাষা সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রতি নিবদ্ধ হইয়াছে। এই সময়ে শ্রীহট্ট সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা জানিতে চাহিবেন ও চাহিতেছেন। অপরকে জানাইবার জন্য নহে, আমাদের জানিবার জন্য ও এই সকল সংবাদের সন্ধান রাখা কর্ত্তব্য।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে শ্রীহট্টবাসী সম্পাদিত এবং শ্রীহট্ট ও কাছাড় হইতে প্রকাশিত সকল পত্রিকার এক নাম-সূচী মুদ্রিত হইল। এ স্থলে বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে এই তালিকা সম্পূর্ণ নহে। এই তালিকায় নাই এরূপ পত্রিকা থাকা খুবই সম্ভব।

এই তালিকাটীকে অবলম্বন করিয়া উপযুক্ত অপর কেহ ভবিষ্যতে পূর্ণতর তালিকা তথা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করিতে পারিবেন, সেই আশায় এই তালিকা মুদ্রিত হইল। এই তালিকায় যে সকল পত্রিকাদির নাম দেওয়া আছে তন্মধ্যে শতাধিক পত্রিকার নিদর্শন আমাদের পারিবারিক 'সদানন্দ ও জয়দুর্গা গ্রন্থাগারের সচ্চিদানন্দ সংগ্রহে' রক্ষিত আছে। মূলতঃ আমাদের গ্রন্থাগারে রক্ষিত পত্রিকা অবলম্বনেই এই তালিকা সঙ্কলিত হইল। শ্রীহট্ট-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগারে শ্রীহট্ট-বাসী সম্পাদিত বহু সংবাদপত্র সংরক্ষিত আছে। এই তালিকা সঙ্কলনে আমাদের পারিবারিক গ্রন্থাগার, শ্রীহট্ট-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগার, ভোলাগিরি আশ্রমস্থ শ্রীচৈতন্য লাইব্রেরী ব্যতীত বন্ধুত্রয়ের নিকট সাহায্য পাইয়াছি। প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র নাথ দাস এবং যুগশক্তি ও আল্‌ইসলাহ সম্পাদক মহাশয়েরা আমাকে এ বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন।

বর্ত্তমান যুগে কেহ কোন কথা প্রমাণ ছাড়া বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন। "পাথুরে" প্রমাণ ব্যতীত ঐতিহাসিকেরা সন্তুষ্ট হন না। সংবাদপত্র লইয়া যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে যাইয়া এই প্রমাণেরই অভাব বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছি। শ্রীহট্ট ও কাছাড় হইতে প্রকাশিত এবং শ্রীহট্ট-বাসী সম্পাদিত যাবতীয় পত্রিকার তালিকা সঙ্কলন করিতে যাইয়া এই সবল পত্রিকার নমুনা সংগ্রহেও সচেষ্ট ছিলাম। যে সকল পত্রিকার নমুনা সংগৃহীত হইয়াছে বা দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি তাহা যথা স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে। যে সকল পত্রিকার নমুনা সংগৃহীত হয় নাই বা দেখিতে পারি নাই—সেই সকল পত্রিকা কাহারও নিকট থাকিলে অন্ততঃ এক এক সংখ্যা শ্রীহট্ট-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগারে উপহার প্রদান করিলে সংবাদপত্রের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা ভবিষ্যতে সম্ভবপর হইতে পারে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগারে বাংলাদেশ হইতে প্রকাশিত যাবতীয় সংবাদ ও সাময়িক পত্রের নমুনা, বহুক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ফাইল রক্ষার চেষ্টা হইয়াছে। শ্রীহট্ট-সাহিত্য-পরিষদে ও অন্ততঃ এই অঞ্চল হইতে প্রকাশিত সকল পত্রিকার যথাসম্ভব সম্পূর্ণ ফাইল সংরক্ষণের জন্য আমাদিগের অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য। সমসাময়িক ইতিহাসের অজস্র উপকরণ সমসাময়িক সংবাদপত্রে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকে। ঐতিহাসিকের নিকট সংবাদপত্রের মূল্য অসাধারণ।

শ্রীহট্ট-বাসীদের মধ্যে প্রাচীনতম সংবাদপত্র সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ।

P30612

গৌরীশঙ্করের নিবাস ইটা পাঁচগাও। গৌরীশঙ্কর জ্ঞানান্বেষণ পত্রের বাংলা বিভাগের সম্পাদক ছিলেন। এই সাপ্তাহিক পত্রিকাখানি ১২৩৮ বঙ্গাব্দের ৫ই আষাঢ় (১৮৩১ খ্রীঃ ১৮ই জুন) দক্ষিণানন্দন ঠাকুর কর্তৃক প্রকাশিত হয়। গৌরীশঙ্করের সম্পাদক-জীবনের সূত্রপাত এই জ্ঞানান্বেষণ হইতে। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের প্রথমভাগে গৌরীশঙ্কর কলিকাতা হইতে 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্র প্রকাশ করেন। ইহা প্রথম সাপ্তাহিক রূপে প্রতি মঙ্গলবারে, ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম হইতে অর্দ্ধ সাপ্তাহিক রূপে প্রতি মঙ্গল ও শুক্রবারে এবং ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২ এপ্রিল হইতে প্রতি মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবার প্রকাশিত হইত। গৌরীশঙ্করের পরিচালনায় ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৯এ নবেম্বর তারিখে 'সম্বাদ রসরাজ' পত্রের প্রকাশ আরম্ভ হয়। ইহা প্রথম সাপ্তাহিক রূপে প্রতি শুক্রবারে এবং পরে অর্দ্ধ সাপ্তাহিক রূপে প্রতি মঙ্গল ও শুক্রবারে প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারীর পর হইতে ইহার প্রচার রহিত হয়। সংবাদ রসরাজের প্রচার রহিত হওয়ার প্রায় তিন সপ্তাহ পরে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৪এ ফেব্রুয়ারী তারিখে গৌরীশঙ্কর "হিন্দুরত্ন কমলাকর" নামক এক সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে যে সব বাংলা সাময়িক পত্র বাঙ্গালীর শিক্ষা, সাহিত্য, স্ত্রী শিক্ষাবিস্তার, বিধবা বিবাহ প্রচলন প্রভৃতি সমাজ সংস্কারমূলক কর্ম্মে ও দেশের অর্থ-নৈতিক ও রাজ-নৈতিক উন্নয়নের জন্য চেষ্টিত ছিল, 'সম্বাদ ভাস্কর' তাহাদের অন্যতম,—প্রধানতম বলিলেও সম্ভবতঃ অত্যুক্তি হইবে না। বিদেশীয় সমালোচকেরা সম্বাদ ভাস্করকে বাঙ্গালী পরিচালিত সংবাদ পত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। গৌরীশঙ্করের পক্ষে ইহা কম গৌরবের ও শ্লাঘার কথা নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সেইযুগের দুইখানি প্রসিদ্ধ ইংরাজী পত্রের মন্তব্য উদ্ধৃত হইল:—

(১) "The Bhaskar is said to be the ablest paper in Calcutta, it is published twice a week * * * It contains good many Editorial articles and its style is plain, chaste and easy. It now and then assumes a slanderous tone both against Government and the people."

(Englishman, 3rd January 1849.)

(২) "The Bhaskar, the best written among the vernacular journals is generally too much filled with abuse of

the English and exaltation of the native character."

(Friend of India, June 1849.)

উপরোক্ত মন্তব্যদ্বয় হইতে গৌরীশঙ্কর যে সেই যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও নির্ভীক সাংবাদিক ছিলেন তাহা অনুমান করা অসম্ভব হইবে না। *

গৌরীশঙ্করের পরেই সম্পাদক হিসাবে যে শ্রীহট্টবাসীর নাম করিতে হয় তিনি স্বর্গত বিপিনচন্দ্র পাল। ইহার সম্পাদকীয় জীবনের সূত্রপাত শ্রীহট্টেই হইয়াছিল। পরিদর্শক পত্রের প্রথম সম্পাদক ছিলেন বিপিনচন্দ্র।

বিপিনচন্দ্র সাম্পাদিত কয়েকখানি ইংরাজী ও বাংলা সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদিত 'স্বরাজ' লণ্ডন হইতে কয়েক সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল। গৌরী-শঙ্কর ও বিপিনচন্দ্র ব্যতীত যে সকল শ্রীহট্ট-বাসী শ্রীহট্টের বাহিরে সংবাদপত্র সম্পাদন করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন তন্মধ্যে রাজসাহী হইতে প্রকাশিত 'শিক্ষাপরিচর' সম্পাদক শরচ্চন্দ্র চৌধুরী, বৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত 'শ্রীচৈতন্য মত বোধিনী' সম্পাদক শরচ্চন্দ্র তপস্বী, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত 'প্রদীপ' ও 'সখী' সম্পাদক বৈকুণ্ঠনাথ দাস, পাটনা হইতে প্রকাশিত 'Morning Star' সম্পাদক স্বামী অব্যক্তানন্দ, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত 'ব্রহ্মতত্ত্ব' সম্পাদক সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, 'Indian Messenger' সম্পাদক প্রতুলচন্দ্র সোম, 'Indian Christian Herald' সম্পাদক রেভাঃ জয়-গোবিন্দ সোম প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে।

"শ্রীহট্ট প্রকাশ" হইতে আরম্ভ করিয়া এখন পর্য্যন্ত এক শ্রীহট্ট সহর হইতে প্রকাশিত ইংরাজী ও বাংলা সংবাদ পত্রের সংখ্যা প্রায় ৮০ খানি। এই সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। বাংলা দেশের অন্য জেলার প্রধান সহর হইতে এতখানি সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে এই সহর হইতে ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় প্রায় ১৫ খানি সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইতেছে। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে শ্রীহট্টের পল্লীগ্রাম হইতে সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছে দেখিতেছি। ইহা শ্রীহট্টবাসী দের সংবাদপত্র পরিচালনায় আগ্রহই সূচিত করিতেছে সন্দেহ নাই। লাউতা হইতে প্রকাশিত 'শ্রীহট্ট-সুহৃদ্' (১৮৯০ ইং) ব্যতীত ছাতক হইতে প্রকাশিত "মঙ্গলা",

* "শ্রীহট্টবাসী প্রথম সংবাদ পত্র সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ"—স্বাধিকার ১ম বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা (১৯৩৫ ইং ১৯ ও ২৬ ফেব্রুয়ারী) দ্রষ্টব্য।

চবহামুযা হইতে প্রকাশিত "শ্রীশ্রীসোণার গৌরাঙ্গ", কুলাউড়া হইতে প্রকাশিত "নকিব" প্রভৃতির নাম, বিভিন্ন পল্লী হইতে প্রকাশিত পত্রিকার দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বাংলার রাষ্ট্রসীমা হইতে নির্ব্বাসিতা সুন্দরী শ্রীভূমি শ্রীহট্ট ও কাছাড়, বাঙ্গালী অধ্যুষিত এই দুই জেলায় বাংলা সাহিত্যের চর্চ্চা তথা সংবাদ পত্র পরিচালনের আগ্রহ, বাংলার শ্রেষ্ঠতর জেলা হইতে বিশেষ ন্যূন নহে। এই দুই জেলার সংবাদপত্রের ইতিহাস পাঠ করিলে কি কি কারণে সংবাদ পত্র সমূহ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই, কোন জাতীয় সংবাদপত্রের অভাব এ অঞ্চলে অধিক ইত্যাদি বিষয় জানিয়া নূতন ব্রতীরা নূতন উদ্যমে সংবাদপত্র সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারিবেন।

শ্রীহট্ট-বাসী সম্পাদিত সংবাদপত্র সমূহকে আমাদের স্মরণ রাখিবার সুবিধার জন্য প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত করিতে পারি। যথা—(১) উদ্দেশ্য হিসাবে (২) ভাষা হিসাবে (৩) শ্রেণী হিসাবে। উদ্দেশ্য হিসাবে প্রত্রিকাগুলিকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথাঃ—

(ক) ধর্ম্ম নীতি প্রচার উদ্দেশ্যে—আজান, খ্রীষ্টিয়ান জগৎ।

(খ) রাজনীতি প্রচার উদ্দেশ্যে—জনশক্তি, স্বাধিকার।

(গ) সমাজিক উন্নতির উদ্দেশ্যে—দাসত্বদীপিকা, জাগরণ।

(ঘ) অর্থ-নীতি প্রচার উদ্দেশ্যে—সমবায়, সম্পদ।

(ঙ) সাহিত্য প্রচার উদ্দেশ্যে—শ্রীভূমি, কমলা।

(চ) শিক্ষা-বিষয়ক উন্নতির উদ্দেশ্যে—শিক্ষা পরিচর, শিক্ষা সেবক।

ভাষা হিসাবে এই সকল পত্রিকা সমূহ প্রধানতঃ নিম্নোক্ত কয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা :—

(ক) বাংলা ভাষায় মুদ্রিত—সুরমা।

(খ) বাংলা-ইংরাজী উভয় ভাষায় মুদ্রিত—সেবক।

(গ) ইংরাজী ভাষায় মুদ্রিত—Weekly Chronicle.

(ঘ) হিন্দী ভাষায় মুদ্রিত—সুগৃহিনী।

(ঙ) উর্দ্দু ভাষায় মুদ্রিত—বজমে খেয়াল।

(চ) মণিপুরি ভাষায় মুদ্রিত—মণিপুরি।

শ্রেণী বা Group হিসাবে এই সকল পত্রিকা সমূহকে নিম্নোক্ত কয় ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা :—

(ক) বার্ষিক—এপ্রিল রহস্য।

(খ) ত্রৈমাসিক—শ্রীহট্ট-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা।

(গ) ঋতু পত্রিকা—পল্লীমঙ্গল।

(ঘ) মাসিক—শ্রীভূমি।

(ঙ) পাক্ষিক—প্রভাত।

(চ) সাপ্তাহিক—যুগভেরী।

(ছ) অর্দ্ধসাপ্তাহিক—জয়ন্তী।

(জ) দৈনিক—সূর্য্যোদয়।

এই সকল পত্রিকার মধ্যে অধিকাংশই হিন্দুদের দ্বারা সম্পাদিত। মুসলমান সম্পাদিত পত্রিকার সংখ্যাও বড় নগণ্য নহে। শ্রীহট্ট-বাসী মুসলমানদের সম্পাদিত ২৪।২৫ খানি পত্রিকার উল্লেখ এই প্রবন্ধে করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কয়েক খানি কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইযাছিল। মুসলমান সম্পাদকদের মধ্যে ফজলুল হক সেলবর্সি, মকবুল হোসেন, আবদুল মতিন চৌধুরী ও নূরুল হক সাহেবের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিতে হয়। খ্রীষ্টানদের সম্পাদিত একাধিক সংবাদ পত্র শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। রেভাঃ পেঙ্গুইন জোনস্ সাহেব সম্পাদিত 'শ্রীহট্ট-বন্ধু' ও 'বঙ্গ-বামাবন্ধু' পত্রিকার কথা এস্থলে উল্লেখ করিতে পারি। কয়েক বৎসব হইল মিস্ রোলাণ্ডস সম্পাদিত "খ্রীষ্টিয়ান জগৎ" পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে। খ্রীষ্টিয়ান জগতের সম্পাদক সঙ্ঘে মিস্ রোলাণ্ডস্ ব্যতীত কয়েকজন শ্রীহট্টবাসীও ছিলেন। কিছুদিন হল শ্রীহট্ট হইতে J. E Choudhury সম্পাদিত 'সেবক' নামক প্রকথানি ইংরাজী-বাংলা পাক্ষিক পত্র প্রকাশিত হয়। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মুখপত্র হিসাবে কয়েকখানি পত্রিকা শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'মণিপুরি' সম্প্রদায়ের মুখপত্র "জাগরণ", ব্রাহ্মণ সমাজের মুখপত্র "শ্রীহট্ট-ব্রাহ্মণ-পরিষৎ-পত্রিকা", শ্রীহট্ট মুসলিম মৎস্যজীবী সম্প্রদাবের মুখপত্র 'আলজালাল' প্রভৃতির উল্লেখ কবিতে পারি। শ্রীহট্টীয় মহিলাদের সম্পাদিত কয়েকখানি পত্রিকার সন্ধান পাইতেছি। তন্মধ্যে অন্তঃপুর, গৃহলক্ষ্মী, জাগৃহি, বিজয়িনী, প্রভৃতির নাম করা

যাইতে পারে। শ্রীহট্ট-বাসী সম্পাদিত শিশু পত্রিকা হিসাবে 'মাসপর্ণা' ও 'শিলং শিশু লাইব্রেরী পত্রিকার' উল্লেখ বাঞ্ছনীয়।

বহু ক্ষেত্রে অর্থাভাব বশতঃ পত্রিকা মুদ্রণ না করিয়া হস্তলিখিত আকারে প্রকাশের চেষ্টা হইয়াছে। এই সকল পত্রিকার নমুনা সংগ্রহ করা সম্ভবপর নহে। এই জাতীয় হস্তলিখিত পত্রিকা শ্রীহট্টের বহু পল্লীতেও আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। একই সহরে একই সময় একাধিক হস্তলিখিত পত্রিকা বাহির হইয়াছে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এই সকল হস্তলিখিত পত্রিকাই মুদ্রিত পত্রিকার প্রাক্-চেষ্টা রূপে পরিগণিত হইতে পারে। ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার সন্নিকটবর্ত্তী 'আরিয়াদহ' গ্রামের হস্তলিখিত "হেঁয়ালি" পত্রিকার ৫ম বার্ষিক উৎসবে সভাপতিত্ব করিবার জন্য আহূত হইয়াছিলাম। সেই সময় হস্তলিখিত পত্রিকা সম্বন্ধে সামান্য অনুসন্ধান করি। ইউরোপের প্রাচীনতম যে সংবাদ পত্রের সন্ধান জানা যাইতেছে তাহা হস্তলিখিতই ছিল। এখন হইতে চারিশত বৎসর পূর্ব্বে ১৫৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ভেনিস নগরে সাধারণের জন্য প্রথম সংবাদপত্র প্রচারিত হয়। এই হস্তলিখিত সংবাদপত্র নগরের কোন প্রকাশ্য স্থানে টানাইয়া রাখা হইত। জনসাধারণকে বিনামূল্যে এই পত্রিকা পাঠ করিতে দেওয়া হইত না। 'গেজেটা' নামক মুদ্রার বিনিময়ে এই পত্রিকা পাঠ করা যাইত। 'গেজেটা' নামক মুদ্রার বিনিময়ে যাহা পঠিত হইত তাহাই কালক্রমে 'গেজেটা' নামে অভিহিত হয়। 'গেজেটা' শব্দের বর্ত্তমান রূপ 'গেজেট'। দ্বিতীয় সুলেমানের সহিত ভেনিস সাধারণতন্ত্রের যুদ্ধ বাঁধিলে (১৫৭১খ্রী) শিক্ষিত জনসাধারণ যুদ্ধের সংবাদাদি জানিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া উঠেন। জনসাধারণের আগ্রহ লক্ষ্য করিয়া তদানীন্তন রাজপুরুষেরা কতিপয় ব্যক্তিকে যুদ্ধের সংবাদ সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেন। এই সকল দূতের দ্বারা সংগৃহীত সংবাদাদি মাসে মাসে হস্তলিখিত আকারে প্রকাশের ব্যবস্থা হয়। এই মাসিক সংবাদ পত্রের নাম "Notizie Scritte" বা হস্তলিখিত মাসিক সংবাদ পত্র। এই সংবাদপত্র ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত নিয়মিত হস্তলিখিত হইয়াই প্রকাশিত হইত। এই হস্তলিখিত গেজেটার ৩০ খণ্ড ফ্লোরেন্সের জগৎবিখ্যাত "মেগলিয়া বিচি" গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে।* আমাদের দেশেও কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে হস্তলিখিত সংবাদপত্র ছিল। তবে এই সকল সংবাদ পত্রের নিদর্শন এখন আর পাওয়া

* কেদারনাথ মজুমদার রচিত 'সাময়িক সাহিত্য' দ্রষ্টব্য।

যাইতেছে না। ১৩০৫ বঙ্গাব্দের নব্যভারতে মুদ্রিত "সহরৎ-এ-আম" প্রবন্ধে নিম্নোক্ত মন্তব্য পাইতেছি।

"সম্রাট আকবরের সময় প্রতিমাসে গবর্ণমেণ্ট গেজেটের ন্যায় রাজকীয় সমাচার পত্র প্রচারিত হইত; আইন-আকবরী গ্রন্থে আবুল ফজল ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। পাণিপথ যুদ্ধে বাবর সাহ শিবিরে বসিয়া সংবাদপত্র পাঠ করিতেছেন, এমন সময় হিন্দু রাজারা আসিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। এই কয়েক পংক্তি বাবরের সমসাময়িক কানুন-এ-জং নামক প্রাচীন পারস্য গ্রন্থে পাঠ করা যায়। সাহজাহান আগ্রার মহরম দরবারে বলিয়াছিলেন—'এলাহাবাদের হিন্দু প্রজাদের মধ্যে বিদ্রোহের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। ইহা সমাচার পত্রে পাঠ করিয়া বিস্মিত ও বিষাদিত হইলাম।' সম্রাট অওরঙ্গজেব আরাঙ্গাবাদ নামক স্থানে জীবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার পীড়ার সমাচার ও বিবরণ দিল্লীর 'পয়গম-এ-হিন্দ' নামক পারস্য সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।"

এই সকল মন্তব্য হইতে আমাদের দেশে সংবাদপত্র জাতীয় কিছু যে ছিল, তাহা প্রমাণিত হইতেছে।

আমাদের ছাত্রাবস্থায়ও হস্তলিখিত পত্রিকা বাহির হইত। আমাদের পারিবারিক গ্রন্থাগারে শ্রীহট্ট ও শিলং হইতে প্রকাশিত দুইখানি হস্তলিখিত বেশ পুরাতন পত্রিকার নমুনা সংরক্ষিত আছে। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, আজকাল প্রায় প্রত্যেক স্কুল কলেজেই হস্তলিখিত সংবাদ পত্রের প্রচলন দৃষ্ট হয়। এমন কি যেসব স্কুল বা কলেজ হইতে মুদ্রিত পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া থাকে সেই সব স্কুল কলেজ হইতেও সাময়িক হস্তলিখিত বিশেষ সংখ্যাদি বাহির হয়। এই সকল বিচ্ছিন্ন চেষ্টা, তথাকথিত "ছেলেখেলা" একেবারে মূল্যহীন ভাবিতে পারিতেছি না। অনেক সাংবাদিকের জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যাইবে তাঁহাদের সাংবাদিক জীবনের 'হাতেখড়ি' এই জাতীয় ছেলেখেলাতেই হইয়াছে।

শ্রীহট্ট ও কাছাড়ের বিভিন্ন স্কুল ও কলেজ হইতে বহু পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। এই সকল পত্রিকার মধ্যে কতকগুলি মুদ্রিত। প্রবন্ধশেষে হস্তলিখিত পত্রিকার ও একটি নাম সূচী দেওয়া গেল। এই সূচী অসম্পূর্ণ ইহা বলাই বাহুল্য। আমি হস্তলিখিত পত্রের পরিচয় সংগ্রহের কোন চেষ্টাই করি নাই। এডুকেশন

কমিশনার জন সার্জেণ্টের "Progress of Education" গ্রন্থে শ্রীহট্ট জেলার ৯টী স্কুল হইতে প্রকাশিত হস্তলিখিত পত্রিকার উল্লেখ আছে। এই ৯টী পত্রিকার নাম পরিশেষে দেওয়া হইল, এবং তৎসহ আরও কয়েকখানি পত্রিকার নাম (যাহা গত কযেকদিনের মধ্যে জানিবার সুযোগ পাইয়াছি) দেওয়া গেল। শ্রীহট্ট ও কাছাড়ের বিভিন্ন স্কুল হইতে মুদ্রিত পত্রিকাদির মধ্যে সম্ভবতঃ সুনামগঞ্জ স্কুলেব পত্রিকাই প্রাচীনতম। সুনামগঞ্জ স্কুলের পরেই 'শ্রীহট্ট রাজকীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় পত্রিকা'। শ্রীহট্ট ও কাছাড় অঞ্চলে উচ্চ শিক্ষা বিকীরণের প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান আমাদের মুরারিচাঁদ কলেজ। মুরারিচাঁদ কলেজের শিক্ষক ও ছাত্রদের মুখপত্ররূপে 'মুরারিচাঁদ কলেজ ম্যাগাজিন' এখন হইতে ২৫ বৎসর পূর্ব্বে ১৯১৭ ইংরাজীর ফেব্রুয়ারী মাসে আত্মপ্রকাশ করে। মুরারিচাঁদ কলেজের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের সঙ্গে উক্ত কলেজ ম্যাগাজিনের রজত-জয়ন্তী উৎসবের অনুষ্ঠান ও বাঞ্ছনীয় ছিল। দুঃখের বিষয় মুরারিচাঁদ কলেজ ম্যাগাজিন গত কয়েকবৎসর যাবৎ আর প্রকাশিত হইতেছে না।

মুরারিচাঁদ কলেজ ম্যাগাজিনের প্রথম খণ্ড ৮ সংখ্যায, পরবর্ত্তী বহু খণ্ড ৪ সংখ্যায় এবং কোন কোন খণ্ড ৩ বা ২ সংখ্যায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। প্রথম খণ্ডের সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ ভবানী, সুরেশ চন্দ্র সেন ও নলিনীমোহন শাস্ত্রী। প্রথমখণ্ডের লেখকদের মধ্যে এমন কয়েকজন ছাত্রের লেখা আছে যাঁহারা পর জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন। বর্ত্তমান আসাম ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী লিখিত "তামাকু তত্ত্ব" এবং মোহাম্মদ আহবাব চৌধুরী লিখিত "বাঙ্গালা ব্যাকরণ সমস্যা" প্রথম খণ্ডেই প্রকাশিত হয়। তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র হরেন্দ্র বাবু 'তামাকুতত্ত্ব' লিখিয়া 'তামাকুসেবী' হইয়াছেন কি না জানি না, কিন্তু আহবাব চৌধুরী লিখিত 'ব্যাকরণ সমস্যাই' তাঁহার "বাঙ্গালা সাহিত্য প্রসঙ্গ" রচনার প্রাক্-চেষ্টারূপে পরিগণিত হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত অধুনা লুপ্ত হবিগঞ্জের 'মুক্তি' পত্রিকার সম্পাদক স্বর্গত হরনারায়ণ সেন রচিত গান, গোপেন্দ্র নাথ অর্জ্জুন লিখিত প্রবন্ধ ও কবিতা, শ্রীযুক্তা বীণা দত্ত লিখিত দার্শনিক প্রবন্ধ প্রথম খণ্ডেই প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত প্রথম সংখ্যায় অধ্যাপকদের মধ্যে নলিনীমোহন শাস্ত্রী, মঞ্জুগোপাল ভট্টাচার্য্য নিমাইচাঁদ শীল এবং অধুনা স্বর্গত

সীতানাথ প্রধান মহাশয়ের প্রবন্ধ ও মুদ্রিত হইয়াছিল। স্বর্গত অধ্যাপক সীতানাথ প্রধানের কথা এখনকার ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই অবগত নহেন। মুরারিচাঁদ কলেজের ফিজিক্সের এই অধ্যাপক প্রাচীন বৈদিক সাহিত্য লইয়া গবেষণা করেন। তাঁহার গবেষণার ফল 'Vedic Chronology' গ্রন্থের জন্য তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে Ph. D. উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। অধ্যাপক প্রধান মহাশয় লিখিত "প্রাকৃত দর্শনের ইতিহাস" কলেজ ম্যাগাজিনের প্রথম খণ্ডেই প্রকাশিত হয়। নিম্নে শ্রীহট্ট-বাসী সম্পাদিত এবং শ্রীহট্ট ও কাছাড় হইতে প্রকাশিত সকল পত্রিকার বর্ণানুক্রমিক এক নাম-সূচী মুদ্রিত হইল। এই সূচীতে নিম্নোক্ত দশটী সংবাদ দিতে প্রয়াস পাইয়াছি।—১। পত্রিকার নাম। ২। আবর্ত্তনকাল। ৩। প্রকাশস্থল। ৪। প্রকাশকাল। ৫। স্থায়িত্বকাল। ৬। সম্পাদকের নাম ও তাহার নিবাসস্থল। ৭। মূল্য [প্রতিসংখ্যা ও বার্ষিক] ৮। কোন ভাষায় মুদ্রিত। ৯। পত্রিকার নমুনা কোথায় আছে। ১০। মন্তব্য।

যে সকল পত্রিকার নিদর্শন সংগ্রহ করিতে পারি নাই অথবা দেখিবার সুযোগ হয় নাই সেই সকল পত্রিকা সম্বন্ধে সকল সংবাদ দেওয়া সম্ভবপর নহে। অনেক স্থলে পত্রিকার বিবরণ দিতে গিয়া কয়েকটী সংবাদই দিতে পারি নাই। প্রকাশ কাল ও স্থায়িত্বকাল অনেক স্থলেই সঠিক দেওয়া সম্ভব হয় নাই। একাধিক ক্ষেত্রে পত্রিকার প্রথম সংখ্যা না পাওয়ায় পরবর্ত্তী সংখ্যার তারিখ অবলম্বনে প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল নির্দ্দেশ করিয়াছি। এরূপ ক্ষেত্রে প্রকাশকাল ভুল নির্দ্দিষ্ট হইয়াও থাকিতে পারে; কারণ কোন কোন স্থলে সম্পাদকেরাও পত্রিকার আবর্ত্তন কাল স্থির রাখিতে পারেন নাই—ব্যতিক্রম হইয়াছে। আমার প্রদত্ত তালিকায় যে সকল ভুলত্রুটী আছে এবং যে সকল সংবাদ আমি দিতে পারি নাই, তাহা কেহ জানাইলে অনুগৃহীত হইব। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে এই প্রবন্ধ মূলতঃ আমাদের পারিবারিক "সদানন্দ ও জয়দুর্গা গ্রন্থাগারের সচ্চিদানন্দ সংগ্রহে", এবং 'শ্রীহট্ট-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগারে' রক্ষিত পত্রিকাদি অবলম্বনে সঙ্কলিত হইল। "পত্রিকার নমুনা কোথায় আছে" নির্দ্দেশ করিতে গিয়া 'স' অক্ষর দ্বারা "সচ্চিদানন্দ সংগ্রহ" এবং 'শ্রী' অক্ষর দ্বারা 'শ্রীহট্ট-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার' বুঝান হইয়াছে।

অগ্রগতি :—জাতীয়তাবাদী সাপ্তাহিক, শ্রীহট্ট হইতে ১৩৪৬ বাং ৮ শ্রাবণ সোমবার প্রকাশিত, এখনও চলিতেছে, সম্পাদক হরেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, ব্রাহ্মণঝুলি সদর, মূল্য ৵০, ৩৲, বাংলা, স. শ্রী।

অন্তঃপুর :—কেবল মহিলাগণ কর্তৃক লিখিত মাসিক, কলিকাতা হইতে ১৩০৮ বাং প্রকাশিত, ৩ বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল, § সম্পাদিকা হেমন্তকুমারী চৌধুরী (রাজচন্দ্র চৌধুরীর স্ত্রী), ধর্ম্মদা সদর, বাংলা, স. শ্রী।

অভিযান :—সাপ্তাহিক, মৌলবীবাজার হইতে ১৩৪২ বাং ১৭ বৈশাখ মঙ্গলবার প্রকাশিত, এখনও চলিতেছে, সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রমোহন দাসগুপ্ত, চৌয়ালিশ মৌলবীবাজার, মূল্য ৵০, ৩৲, বাংলা, স. শ্রী।

অরুণ :—সাপ্তাহিক, শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক বিবুধকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী বি.এ. বেঙ্গা সদর বাংলা।

আজান :—ঐহিক ও পারত্রিক উন্নতি বিধায়ক মাসিক পত্র, গাছবাড়ী শ্রীহট্ট হইতে ১৩৪৮ বাং শ্রাবণমাসে প্রকাশিত মাত্র কয়েক সংখ্যা বাহির হয়, সম্পাদক সালাহদ্দিহ ইউছুফ, গাছবাড়ী সদর, মূল্য ।/০, ২।৵০, বাংলা, স।

আবহাওয়া :—প্রভাতী সংঘের মুখপত্র, বার্ষিক, শিলচর হইতে ১৩৪৮ বাং আশ্বিন মাসে প্রকাশিত, মাত্র ১ সংখ্যা বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক মনীন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও সুবিমল এন্দ, মূল্য ।০, বাংলা, স।

আবাহনী :—শিশু পত্রিকা, বার্ষিক, মৌলবীবাজার হইতে ১৩৪৬ বাং আশ্বিন মাসে প্রকাশিত, এখনও চলিতেছে, সম্পাদক রণবীর দাশগুপ্ত, চৌয়ালিশ মৌলবী-বাজার, বাংলা, স।

আল্‌ইসলাহ : মাসিক, শ্রীহট্ট হইতে ১৩৩৯ বাং অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত, এখনও চলিতেছে, সম্পাদক নুরুলহক, দশঘর সদর, মূল্য ৵১০, ১৲, বাংলা, স. শ্রী।

আল্‌কেরামত :—প্রথম মাসিক পরে সাপ্তাহিক, ঢাকা হইতে প্রকাশিত, মাসিক প্রায় দেড় বৎসর ও সাপ্তাহিক প্রায় সাত বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল, সম্পাদক আবদুল আজিজ, নয়াহালট সুনামগঞ্জ, বাংলা।

§ এই পত্রিকার ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ বর্ষের [১৩০৮, ১৩০৯, ১৩১০বাং] সম্পাদিকা ছিলেন হেমন্তকুমারী চৌধুরী। ইহা ১৩০৫বাং প্রথম প্রকাশিত হয়।

আল্‌জ্বালাল : - আসাম মুসলিম মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের একমাত্র মুখপত্র, সাপ্তাহিক, শ্রীহট্ট হইতে ১৩৪৭ বাং ২৫ বৈশাখ বুধবার প্রকাশিত, প্রায় বৎসর খানেক চলিয়াছিল, সম্পাদক সিকন্দর আলী, শেখঘাট শ্রীহট্ট, মূল্য ⁄০, ২॥০, বাংলা, স. শ্রী।

আল্‌বালাগ ও আল্‌আমান :—মাসিক, শ্রীহট্ট হইতে ১৩৩৫ বাং আষাঢ় মাসে প্রকাশিত, মাত্র ৭ সংখ্যা বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক আবদুর রহমান চৌধুরী, ইটা সিংকাপন মৌলবীবাজার, মূল্য ২॥০, বাংলা, স।

আল্‌মুসলিম : - সাপ্তাহিক, কলিকাতা হইতে ১৩৩৫ বাং পৌষ মাসে প্রকাশিত, বৎসরাধিক স্থায়ী হইয়াছিল, সম্পাদক ক্বলুল হক্ সেল্‌বর্সী, সুনামগঞ্জ, মূল্য ⁄১৫, ২॥০, বাংলা, স।

আলোচনা :—মাসিক, কলিকাতা হইতে ১৮০৬ শকে প্রকাশিত, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক বিপিনচন্দ্র পাল।

ইলেকসন :—অর্দ্ধসাপ্তাহিক, শ্রীহট্ট হইতে ১৩৪৪ বাং ৩০ জ্যৈষ্ঠ প্রকাশিত মাত্র ৫।৬ সংখ্যা বাহির হয়, সম্পাদক প্রফুল্লচন্দ্র দাস, শেখঘাট শ্রীহট্ট, মূল্য ⁄৫, বাংলা, স।

উদয়কাল :—মাসিক, প্রথম হবিগঞ্জ পরে শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত, ১৩৪১ বাং বাহির হয়, এখনও সময় সময় প্রকাশিত হইতেছে, সম্পাদক উদয়চাঁদ রায় বি.এ, মূল্য ⁄১০, ১৲, ইংরাজী-বাংলা, স. শ্রী।

উন্মেষ :—সুনামগঞ্জ জুবিলি বিদ্যালয় পত্রিকা, ত্রৈমাসিক, সুনামগঞ্জ হইতে ১৯২৬ ইং প্রকাশিত, সম্পাদক জিতেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, অনন্তচরণ বিশ্বাস, অশ্বিনীকুমার শর্ম্মা, মূল্য ১॥০, বাংলা, স.

এপ্রিলফুল :—বার্ষিক, শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক লালা প্রসন্নকুমার দে, কাজল সহর শ্রীহট্ট, বাংলা।

এপ্রিলরহস্য :—বার্ষিক, শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক লালা প্রসন্নকুমার দে, কাজল সহর শ্রীহট্ট, বাংলা।

কমলা :—মাসিক, শ্রীহট্ট হইতে ১৩৩১ বাং বৈশাখ মাসে প্রকাশিত, ২ বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল, সম্পাদক রমণীমোহন দাস, আখালিয়া শ্রীহট্ট; ও অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, মৈনা করিমগঞ্জ, মূল্য ।⁄০, ৩৲, বাংলা, স. শ্রী।

ঐ মাসিক, চরহামুয়া হবিগঞ্জ হইতে ১৩৩৩ বাং আষাঢ় মাসে প্রকাশিত, ১ বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল, সম্পাদক যোগেন্দ্রচন্দ্র দেব, চরহামুয়া হবিগঞ্জ, বাংলা, স. শ্রী।

কলিকাতা মাদ্রাসা ম্যাগাজিন :—কলিকাতা হইতে ১৯৩৮ ইং এপ্রিল মাসে প্রকাশিত, মাত্র ১ সংখ্যা বাহির হয়, সম্পাদক বদরুদ্দিন হায়দর, গজনাইপুর হবিগঞ্জ, ইংরাজী-বাংলা-আরবী উর্দ্দ ও ফার্সী ভাষায়।

কাঁচা আম :—সুনামগঞ্জ জুবিলি বিদ্যালয় পত্রিকা, সুনামগঞ্জ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক অশ্বিনীকুমার শর্ম্মা, ছাতক সুনামগঞ্জ, বাংলা।

কাছাড় :—শিলচর হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক মহেন্দ্র চৌধুরী, বাংলা।

কালবৈশাখী :—সাপ্তাহিক, হবিগঞ্জ হইতে প্রকাশিত, মাত্র ৪।৫ সংখ্যা বাহির হয়, সম্পাদক সতীন্দ্র দেব বি. এল, গুটাটিকইর সদর, বাংলা।

কৃষক :—মাসিক, শিলচর হইতে ১৩৪৪ বাং শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত, মাত্র ২ সংখ্যা বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক হুরমত আলী বড়লস্কর, মূল্য ⁄০, বাংলা, স।

কৃষিবিজ্ঞান :—মাসিক, শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক প্রতুলচন্দ্র সোম, রায়নগর শ্রীহট্ট।

কোরক :—শ্রীহট্ট রাজকীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ৮ মান খ শাখার মুখপত্র, ১৩৪৮ বাং ভাদ্র মাসে প্রকাশিত, মাত্র ১ সংখ্যা বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক আবদুল মোহিত চৌধুরী, বাংলা।

কৌমুদী :—কলিকাতা হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক বিপিনচন্দ্র পাল, পৈল হবিগঞ্জ, বাংলা।

খাদিমবান্ধব :—সাপ্তাহিক, শিলং হইতে ১৩৪৩ বাং আশ্বিন মাসে প্রকাশিত, মাত্র ৪।৫ সংখ্যা বাহির হয়, সম্পাদক হিফজুর রহমান, করিমগঞ্জ, বাংলা।

খ্রীষ্টিয়ান জগৎ :—খ্রীষ্টধর্ম্ম বিষয়ক পত্রিকা, মাসিক, মৌলবীবাজার হইতে ১৯৩৫ ইং এপ্রিল মাসে প্রকাশিত, ৪।৫ বৎসর চলিয়াছিল, সম্পাদক নবকুমার পাত্র, মূল্য ⁄০, ২৲, বাংলা, স।

গদাধর :—ব্যঙ্গরসাত্মক পত্রিকা, বার্ষিক, ১৮৯২ ইং প্রকাশিত, সম্পাদক মহেন্দ্রনাথ দাস, বাংলা।

গান ও গল্প :—মাসিক, ১৩০৩ বাং প্রকাশিত, সম্পাদক বন্ধুবিহারী দাস, হরিনগর শ্রীহট্ট, বাংলা।

গিরীকা :—ঋতুপত্র, শিলং হইতে ১৩৪৫ বাং ফাল্গুন মাসে প্রকাশিত দোল সংখ্যা ১৩৪৫, বৈশাখ ১৩৪৬, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৪৬, শারদীয়া সংখ্যা ১৩৪৬, মাত্র ৪ সংখ্যা বাহির হয়, সম্পাদক সত্যেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার এম. এ, মৌলবীবাজার, মূল্য ৵০, বাংলা, স. শ্রী। (১ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা হইতে অনাথবন্ধু বেদজ্ঞ সম্পাদক হন)।

গৃহলক্ষ্মী :—মাসিক, করিমগঞ্জ হইতে ১৩৩৪ বাং আশ্বিন মাসে মাত্র ১ সংখ্যা, পরে শ্রীহট্ট হইতে ১৩৪৫ বাং ভাদ্র হইতে ৫ সংখ্যা প্রকাশিত হয়, সম্পাদিকা কণকপ্রভা দেব, করিমগঞ্জ, মূল্য ৵০, বাংলা, স।

চমক :—পাক্ষিক, শিলচর হইতে ১৩৪৬ বাং ১৩ পৌষ বৃহস্পতিবার প্রকাশিত, মাত্র ৯ সংখ্যা বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক ভূপেন্দ্রচন্দ্র শ্যাম, জাইদপুর মৌলবীবাজার, মূল্য ⁄০. ২।০, বাংলা, স।

ছোলতান :—দৈনিক, কলিকাতা হইতে কয়েক মাস প্রকাশিত হয়, সম্পাদক মকবুল হোসেন, বাংলা।

জনমত :—সাপ্তাহিক, হবিগঞ্জ হইতে ১৩৪১ বাং প্রকাশিত, এখন ও চলিতেছে, সম্পাদক ব্রজেন্দ্রলাল রায় বি. এ, কৃষ্ণপুর হবিগঞ্জ; রজনীরঞ্জন দত্ত, কাব্যরঞ্জন, চরহামুয়া হবিগঞ্জ; রণজিৎ নাগ, সাতকাপন হবিগঞ্জ, মূল্য ⁄১০, ১৲, বাংলা, স।

জনশক্তি :—সাপ্তাহিক, শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত, এখনও চলিতেছে, সম্পাদক সতীশচন্দ্র দেব, লাউতা করিমগঞ্জ; অনাথবন্ধু দাস, জলালপুর সদর; বিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী, মদনরচক সদর; জ্ঞানেন্দ্রনাথ ধর; বিধুরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, মদনরচক সদর, মূল্য ⁄০, ৩৲, বাংলা স. শ্রী।

জনশিক্ষা :—আসাম জনশিক্ষা বিভাগের মুখপত্র, পাক্ষিক, শিলচর হইতে ১৯৪১ ইং প্রকাশিত, এখনও চলিতেছে, সম্পাদক মনমোহন মজুমদার এল, টি ও কেদারনাথ চৌধুরী বি. এ, বি. টি, বিদ্যাভূষণ, বুরুঙ্গা সদর, মূল্য ⁄০, বাংলা স. শ্রী।

জয়ন্তী :—সাপ্তাহিক, শ্রীহট্ট হইতে ১৩৪৩ বাং ১লা মাঘ প্রকাশিত, মাত্র ২।৩ সংখ্যা বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক হরেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, ব্রাহ্মণকুলি সদর, মূল্য ⁄০, ৩৲; বাংলা, এই পত্রিকাখানি অর্দ্ধ সাপ্তাহিকরূপে প্রকাশের ইচ্ছা ছিল।

জয়শ্রী :—মাসিক, কলিকাতা হইতে ১৩৩৮ বাং বৈশাখ মাসে প্রকাশিত, এখনও চলিতেছে, সম্পাদিকা লীলাবতী রায় (গিরিশচন্দ্র নাগের কন্যা, পাঁচগাউ মৌলবীবাজার) বাংলা, স. মধ্যে কয়েক বৎসর ইহা অপরের দ্বারা সম্পাদিত।

জাগরণ :—সুনামগঞ্জ জুবিলি বিদ্যালয়ের মুখপত্র, সুনামগঞ্জ হইতে প্রকাশিত বাংলা।

পরিষদীয়—সপ্তম বর্ষ

অষ্টম সভা—৩ ফাল্গুন রবিবার ১৩৪৮বাং, ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৪২ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য এম. এ, মহাশয় 'শ্রীহট্টবাসী সম্পাদিত এবং শ্রীহট্ট ও কাছাড় হইতে প্রকাশিত সংবাদপত্র' শীর্ষক একটি চিত্তাকর্ষক ও তথ্য-পূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধ পাঠের পর লেখক পত্যধিক সংবাদপত্রের নমুনা প্রদর্শন করেন। এই প্রবন্ধটি পরিষৎ-পত্রিকার বর্ত্তমান সংখ্যায় অন্যত্র মুদ্রিত হইল। এই সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন পরিষৎ সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শশিমোহন চক্রবর্ত্তী এম. এ।

নবম সভা—৬ চৈত্র শুক্রবার ১৩৪৮ বাং, ২০ মার্চ্চ ১৯৪২ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ডাঃ নীহার রঞ্জন রায় এম-এ, পি. আর. এস, ডি. লিট্ মহাশয় 'সাহিত্য ও সমাজ' সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। সমসাময়িক সমাজচিত্র সমসাময়িক সাহিত্যে কতটুকু প্রতিফলিত হয় তাহা বক্তা সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দেন। শ্রীহট্ট-সাহিত্য-পরিষৎ প্রাচীন ও নবীন সাহিত্যিকদের মিলন কেন্দ্রে পরিণত হউক—তিনি এই কামনা করেন। বক্তৃতার পর উপস্থিত ভদ্রমহোদয়দের মধ্য হইতে শ্রীযুক্ত হরিধন কাব্যতীর্থ ও শ্রীযুক্ত রসময় কাব্যতীর্থ প্রভৃতি বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এই সভায় রায়সাহেব শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ চন্দ্র পুরকায়স্থ এম. এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহাশয় বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বক্তাকে ধন্যবাদ দিলে পর সভার কার্য্য শেষ হয়।

শাখা-পরিষৎ

বিগত ২৩শে কার্ত্তিক (১৩৪৮ বাংলা) তারিখে শ্রীহট্ট-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির যে অধিবেশন হয় তাহাতে সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে গৃহীত একটি প্রস্তাব অনুসারে "হবিগঞ্জ সাহিত্যসভাকে" শ্রীহট্ট-সাহিত্য-পরিষদের শাখা-স্বরূপ গণ্য করা হইয়াছে। এখন হইতে শ্রীহট্ট-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় শাখা-পরিষৎ 'হবিগঞ্জ সাহিত্যসভার' কার্য্যবিবরণী নিয়মিত প্রকাশিত হইবে। গত ১৫ই চৈত্র ১৩৪৮ বাং, ২৯শে মার্চ্চ ১৯৪২ ইং তারিখে হবিগঞ্জ শাখার উদ্বোধন উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। এই উৎসবের বিবরণ হবিগঞ্জের "পল্লীবাণী" হইতে নিম্নে আংশিক উদ্ধৃত হইল।

"স্থানীয় সাহিত্য সভা, শ্রীহট্ট-সাহিত্য-পরিষদের শাখারূপে গণ্য হওয়ায় গতকল্য ২৯শে মার্চ্চ, স্থানীয় টাউন হলে উহার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন সম্পন্ন হইয়াছে। এ উপলক্ষে সাহিত্যসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দেব রায়, বি. এল, এল. এল. বি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কুমারী বীণা কর কর্ত্তৃক একটি উদ্বোধন সঙ্গীত গীত হইলে পর সাহিত্যসভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত রুক্মিণীকান্ত পাল, বি. এল সভার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী পাঠ করেন। অতঃপর শ্রীহট্ট-সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, এম. এ শ্রীহট্ট-সাহিত্য-পরিষদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করিয়া 'হবিগঞ্জ সাহিত্যসভার' উদ্যোক্তাদের সাহিত্যিক প্রচেষ্টার জন্য ধন্যবাদ প্রদান করেন। অতঃপর সাংবাদিক জগতে ও বাংলা সাহিত্যে শ্রীহট্টবাসীর দান যে সর্ব্বাগ্রগণ্য তৎসম্পর্কে প্রামাণ্য আলোচনা করিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন।" —'পল্লীবাণী,' ১৬ই চৈত্র সোমবার ১৩৪৮বাং।

উৎসবের পর দিবস সোমবার, সকালে সাহিত্যসভার সভাপতির বাসায় সাহিত্যসভার কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভা ও অন্যান্য কতিপয় সাহিত্য-রসিকের সহিত যতীন্দ্রবাবুর শাখা পরিষদের উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা হয়। এই আলোচনায় হবিগঞ্জের প্রবীণ সাহিত্যিক "শ্রীশ্রীসোণার গৌরাঙ্গ" সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র দেবও উপস্থিত ছিলেন। গত ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ বৈশাখ ১৩৪৮ বাং (১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২ এপ্রিল ১৯৪২ ইং) উক্ত সাহিত্যসভার উদ্যোগে সাড়ম্বরে 'নববর্ষোৎসব' অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উৎসবের বিস্তৃত বিবরণ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। এই 'নববর্ষোৎসব' উপলক্ষে শ্রীহট্ট-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি, আসামের বর্ত্তমান ডি পি. আই শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়, এম. এ (লণ্ডন) মহাশয় সাহিত্যসভাকে ৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

সংখ্যা	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	পত্রসংখ্যা	লিপিকাল	লিপিকারক	প্রদাতা
২৪১	স্মরণ দর্পণ	রামচন্দ্র দাস [১০ক]	১—১০ স	১২৩৭বাং	রামগোবিন্দ দাস	অচ্যুতচরণ চৌধুরী
২৪২	স্মরণ-চমৎকার	রামচন্দ্র দাস [৭]	১—৭ স	১২৪৪বাং	নন্দকিশোর দাস	তত্ত্বনিধি, মৈনা, করিমগঞ্জ
২৪৩	স্বর্গারোহণ	রামদাস দত্ত [১৪]	১,৩—১৪ খ	১১৯৪বাং	আনন্দরাম দেব	〃
২৪৪	সীতা উদ্ধার	কৃত্তিবাস [৫, ১০ক, ১২, ২৪]	১—২৪ স	১২৪৮বাং	বিষ্ণুপ্রসাদ	〃
২৪৫	সত্যনারায়ণের পুস্তক	শ্রীরামকৃষ্ণ [৪]	১—২০ স	১২৫৮বাং	রামনারাইন রাউৎ	〃
২৪৬	হরিদাস ঠাকুরের নির্জ্জান		১—৩ খ			〃
২৪৭	হাস্যনাথের পুস্তক	সেন মনোহর [৫]	৪—৫ খ			〃
২৪৮	হাস্যনাথের পুস্তক	মনোহর সেন [৫ক]	১—৬ স	১২৮৮বাং	রাজগোবিন্দ রাউৎ	〃
২৪৯	গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস	ধূপরাজ	১—১৫৪ খ			〃
২৫০	গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস	ধূপরাজ	১—২৪, ২৬-৪৯খ		অচ্যুতচরণ চৌধুরী	〃
২৫১	বৈদিক নির্ণয়	কাশীচন্দ্র শর্ম্মা [১]	মোট ২৪ স			〃
২৫২	প্রেম বিলাস ২১শ ও ২২-শ	বিলাস নিত্যানন্দ দাস [১৭]	১—১৭ স	১৩০৩বাং		〃
২৫৩	জগদীশ চরিত্র বিজয়	আনন্দ দাস [৬৭]	১—৬৮ স	১৮৯৫ ইং		〃
২৫৪	শ্রীমহাপ্রভুর শতনাম	রতন দাস [৪]	মোট ৩৮ স	১২৭৯বাং		〃
২৫৫	স্বরূপ বর্ণন গ্রন্থ	কৃষ্ণদাস কবিরাজ [১৬]	১—১৭ খ	১৩০১বাং		〃

সংখ্যা	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	পত্রসংখ্যা	লিপিকাল	লিপিকারক	প্রদাতা
২৫৬	বিবিধ পদ	বেহাবী [১]	মোট ৭৭ স			অচ্যুতচরণ চৌধুরী
২৫৭	শ্রীশ্রীঅদ্বৈত তত্ত্ব	শ্যামানন্দপুরী [১৯]	১—২০ খ	১২৯৯বাং		তত্ত্বনিধি, মৈনা, করিমগঞ্জ
২৫৮	লঘুতোষিনী মূল ও বঙ্গানুবাদ	শ্রীজীবগোস্বামী [১]	১—৮ স			,,
২৫৯	চৈতন্য রত্নাবলী	রামরত্ন [৪]	মোট ৩৬ স			,,
২৬০	সর্ব্বসংগ্রহ সার		১—৯৬ স			,,
২৬১	ঝুলন সঙ্গীত	গোবিন্দদাস [২]	মোট ১৩স			,,
২৬২	শ্রীহট্টের বৈদিক সমস্যা	মহেন্দ্রচন্দ্র কাব্যতীর্থ	১—২০ স			,,
২৬৩	সীতা-চরিত্র গ্রন্থ	লোকনাথ দাস [৮৮]	১—৮৯ স	১৩০৩বাং		,,
২৬৪	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ চরিত	কবীর দাস বৈষ্ণব	১—৩৩ স	১৩০৫বাং		,,
২৬৫	একবাল নামে জাহাঙ্গিরী	মতমিদ খাঁ [১]	১—৬ স			,,
২৬৬	জগন্নাথপুরের ইতিহাস	তারানাথ চৌধুরী	১—২৫ স	১৩০১বাং		,,
২৬৭	বৈদিক সন্ধ্যাদিনী গ্রন্থের	সমালোচনা	২৩+১০+৫+১৩			,,
২৬৮	কুলাঞ্জলি	বিদ্যানন্দ [৪]	১—১৬ স	১২৩৬বাং	হরিরাম দাস	,,
২৬৯	শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের জন্য	সংগৃহীত বিভিন্ন বংশ পরিচয়,	৩ বাণ্ডিল,			,,
২৭০	রাজা শ্রীমন্ত	লোকনাথ দাস [১]	১—৩২ স			,,

সংখ্যা	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	পত্রসংখ্যা	লিপিকাল	লিপিকারক	প্রদাতা
২৭১	অলঙ্কার সংগ্রহ	রাজীবলোচন দাস	১—১৬ স	১৮৭৫ইং	অচ্যুতচরণ চৌধুরী	অচ্যুতচরণ চৌধুরী
২৭২	শ্রীচৈতন্য পাঁচালী	নিত্যানন্দ দ্বিজ [৫]	১—১৪ স	১২৭৪বাং		তত্ত্বনিধি, মৈনা, করিমগঞ্জ।
২৭৩	বঞ্চিত চরিত্র	রাধারমণ [১৭]	৭-৮,১১-৬৩-খ			”
২৭৪	শ্রীচৈতন্যভাগবতের পরিশিষ্ট	বৃন্দাবন দাস ঠাকুর [১২]	১—৪০ স	১৪৯৭শক	হারাধন দত্ত	”
২৭৫	বিবিধ গান	হরিদাস [২ক] ব্রজনাথ [৩]	মোট ১২ খ			”
২৭৬	নায়িকা বর্ণন		১—৪ খ			”
২৭৭	গীতগোবিন্দ কীর্ত্তন	গোবিন্দদাস [৬] রত্নগোবিন্দ [১৭০]	৬-১৮৯,১৯৪-খ	১৩০৬বাং		”
২৭৮	শ্রীহট্ট জেলার গ্রাম্যশব্দ	অচ্যুতচরণ চৌধুরী	১-৪, ১-৬৭ স			”
২৭৯	মৈনার চৌধুরী বংশ তালিকা	অচ্যুতচরণ চৌধুরী	১—২ স			”
২৮০	আত্ম কাহিনী	”	মোট—৮৭ স	১৩১৩বাং		”
২৮১	বিচিত্র কথা	”	মোট—৬ স			”
২৮২	স্বকীয় সংবাদ ১ম খণ্ড	”	মোট—৪২ স			”
২৮৩	স্বকীয় সংবাদ ২য় খণ্ড	”	মোট ৪৪ স			”
২৮৪	স্বলিখিত প্রবন্ধের তালিকা	”	মোট—২৫ স			”
২৮৫	স্ববার্ত্তা	”	মোট—২১ স	১৩৪৬বাং		”

সংখ্যা	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	পত্রসংখ্যা	লিপিকাল	লিপিকারক	প্রদাতা
২৮৬	অদ্বৈত প্রকাশ সম্বন্ধে বক্তব্য	অচ্যুতচরণ চৌধুরী	১—১১ স			অচ্যুতচরণ চৌধুরী
২৮৭	শ্রীশ্রীপদকল্পতরুর সূচীপত্র-	৪র্থ খণ্ড ,,	১—৪৩ স			তত্ত্বনিধি, মৈনা, করিমগঞ্জ
২৮৮	আত্মকথা	,,	১—৬৬ স	১৩২৯বাং		,,
২৮৯	ধর্ম্ম কি ?	,,	১—১৬ স	১৩৪৮বাং	একত্রে	,,
২৯০	আত্ম স্মৃতি	,,	২—৪৯ থ			,,
২৯১	প্রতাপগড়ের বিশেষ বিবরণ	,,	১—১৭ স	১৩১৮বাং	একত্রে	,,
২৯২	দিনলিপি	,,	১—৭৪ স	১৩১৯বাং		,,
২৯৩	বায়স দূতম্	,,	১—১১ স	১৩৪৫বাং		,,
২৯৪	শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া বিশ্বম্ভরো	বাহ কীর্ত্তন ,,	১—৩৮ স	১৩৩৬বাং		,,
২৯৫	অমুদ্রিত কবিতা	,,	মোট—৫৬ স			,,
২৯৬	শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের গ্রাহক	তালিকা ,,	মোট—১৫ স			,,
২৯৭	শ্রীমঙ্গল গীতা	,,	মোট—৬২ স	১২৯৮বাং		,,
২৯৮	স্বকীয় সংবাদ	,,	মোট—২৩ স	১৩৪৮বাং		,,
২৯৯	পবিকর পরিচয়	,,	১—২০ স			,,
৩০০	চারু চরিত্রম্	,,	১—২৫ স	১৩২১বাং		,,

সংখ্যা	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	পত্রসংখ্যা	লিপিকাল	লিপিকারক	প্রদাতা
৩০১	চারু চরিত্রম্	অচ্যুতচরণ চৌধুরী	১-১০,১২-৬২-খ	১৩২০বাং	অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি	মৈনা, করিমগঞ্জ
৩০২	শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতআদিখণ্ড	কৃষ্ণদাস কবিরাজ [৬২]	১—৬২ স		হরেকৃষ্ণ দাস }	নন্দকুমার চৌধুরী
৩০৩	শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যখণ্ড	কৃষ্ণদাস কবিরাজ [১৬৫]	১—১৬৫ স	১৭৩০শক	হরেকৃষ্ণ দাস } একত্রে	উচাইল, হবিগঞ্জ
৩০৪	শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত অন্ত্যখণ্ড	কৃষ্ণদাস কবিরাজ [৯২]	১—৯৩ স		হরেকৃষ্ণ দাস }	"
৩০৫	শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের সূচী		১—৩ স			"
৩০৬	শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদিখণ্ড	কৃষ্ণদাস কবিরাজ [৫৮]	১—৫৮ স			"
৩০৭	শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যখণ্ড	কৃষ্ণদাস কবিরাজ [১৪৬]	১—১৪৬ স } একত্রে			"
৩০৮	শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যখণ্ড	কৃষ্ণদাস কবিরাজ [৮৩]	১—৮৩ স			"
৩০৯	শ্রীগোপীগোবিন্দ লীলামৃত	দাস কৃষ্ণানন্দ [৭৫]	১—৭৫ স	১২৫৭বাং	শ্রীরাম দাস	"
৩১০	শ্রীরাগানুগা গুণলীলা		১—৮ স		শ্রীরামশরণ দাস	"
৩১১	সাধন প্রকরণ	স্বরূপ [২১]	২—২১ স	১২৫৭বাং		"
৩১২	অশ্বমেধ পর্ব্ব	সুবুদ্ধি রায় [১১৫ক,১৩২ক,১৩৮,]	৪৪-৭৮,৫০-৫৪-খ			রাজেন্দ্রকুমার চৌধুরী
৩১৩	অশ্বমেধ পর্ব্ব	কৃত্তিবাস[১৫৫]সুবুদ্ধিরায়[১৭২ক]	১৪৫ ১৪৭-১৫২-খ			ছাতক, ভাতিকোণা
৩১৪	তত্ত্বসার		১—১০ স	১২৬৩বাং	আনন্দরাম দেবদাস	জনকচন্দ্র দে
৩১৫	শ্রীরামের স্বর্গারোহণ	ভবানী দাস [৮,৩১] দত্তকুমুদ [৫]	১—৪০ স	১২৪১বাং	জগন্নাথ সেন	বড়লিখা, করিমগঞ্জ

সংখ্যা	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	পত্রসংখ্যা	লিপিকাল	লিপিকারক	প্রদাতা
৩১৬	ঘোর চণ্ডীর পাঁচালী	হরিদাস [৯]	১—৯ স	১২৭১বাং	যাদবরাম দেব	কনকচন্দ্র দে
৩১৭	অর্জ্জুন গীতা		১—১২ স	১২৬৮বাং	জুগলরাম দাস	বড়লিখা, করিমগঞ্জ
৩১৮	হরিবংশ	ভবানন্দ [৫, ১১, ১৮, ৫৫]	১ - ৯২ খ			"
৩১৯	পদ্মাপুরাণ	সেন গোবিন্দদাস [২] মুরারী [৩৭]	১ - ৩১২ স	১২৭২বাং	ইঙ্গিলিশ নারাইন রায়	"
৩২০	শনির পাঁচালী	দ্বিজ বিনোদ [১৩, ১৬]	১—১৬ স	১২৭২বাং	জাদবরাম দেব	"
৩২১	শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদিখণ্ড	কৃষ্ণদাস কবিরাজ [৬, ১১, ৪৯]	১—৯৭ স	১৭৬৯শক	অর্জ্জুন সিংহ	রাজেন্দ্রচন্দ্র সিংহ
৩২২	শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্যখণ্ড	কৃষ্ণদাস কবিরাজ [১৯১ক, ২৬২]	১-২৩২,২৩৪-২৬২ খ	১৭৬৯শক	অর্জ্জুন সিংহ	মাছিমপুর, শ্রীহট্ট
৩২৩	শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যখণ্ড	কৃষ্ণদাস কবিরাজ [৯৯ক]	১—১১১ স	১৭৬৮শক	অর্জ্জুন সিংহ	"
৩২৪	বলদেব তীর্থযাত্রা	কমলাকান্ত [৫৪,৫৯ক,৭০ক,১০৬]	১—১০৬ স	১৭৭৩শক	ভীবেশ্বর দেবশর্ম্মা	"
৩২৫	শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যখণ্ড	কৃষ্ণদাস কবিরাজ [১৭,৬৭]	১—১১৬ খ			"
৩২৬	শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যখণ্ড	কৃষ্ণদাস কবিরাজ	১—১০ খ			"
৩২৭	ললিত মাধব	স্বরূপচরণ [৫, ১১, ১২, ১৩ক]	১—২৫ খ			"
৩২৮	রাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীনলীলা	গান, গোবিন্দ দাস [৭, ১৩]	১—১৩ স			"
৩২৯	শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদিখণ্ড	কৃষ্ণদাস কবিরাজ [৪৩, ৭১]	১—৭১ স			সোণামণি সিংহ এম, এ
৩৩০	শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যখণ্ড	কৃষ্ণদাস কবিরাজ [৮১]	১—৮১ স		দেবসিংহ ও পদ্মলোচন	মাছিমপুর, শ্রীহট্ট

সংখ্যা	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	পত্রসংখ্যা	লিপিকাল	লিপিকারক	প্রদাতা
৩৩১	রিপু চরিত্র	বৃন্দাবন দাস [৫]	১—৫ স			সোণামণি সিংহ এম,এ,
৩৩২	সত্যদেবের পাঁচালী	দ্বিজ রামকৃষ্ণ [২] সেনমনোহর[৭]	১—৮ স			মাছিমপুর, শ্রীহট্ট
৩৩৩	নাম রত্নাবলী	মাধবদাস [৩৯ক]	১—৩৯ স	১৭১৫ শক		”
৩৩৪	ভাগবত ১০ম স্কন্ধ	শঙ্কর [১,৬ক] কৃষ্ণকিঙ্কর [২৭]	১—২০২ স	১৭৬০শক		”
৩৩৫	অশ্বমেধ পর্ব্ব	সুবুদ্ধি রায় [৫৮] ভবানীদাস[৯৫ক]	১—১৮২ স	১২২৪বাং	ব্রজকিশোর	”
৩৩৬	খনার বচন		মোট ৪ খ			”
৩৩৭	গোবিন্দ বিজয়		২৩৪,২৩৬-২৫৮ খ	১২১৪বাং	কণ্ঠীরাম দাস	রবীন্দ্র-জয়ন্তী-প্রদর্শনী
৩৩৮	রামায়ণ	কৃত্তিবাস [৩, ১২, ৩০]	৩-৫, ৮-১৭-খ			সমিতি, শ্রীহট্ট
৩৩৯	মহাভারত শান্তিপর্ব্ব	সঞ্জয় (?)	২-১৫, ২৪,২৫-খ			”
৩৪০	নৈষদ পুরাণ	দত্তলোকনাথ [৬ক, ৩২ ক, ৩৫]	১—৩, ৫-১৮-খ			”
৩৪১	শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ড	দত্ত গোপীনাথ [৩৩,৩৪ক,৫৮ ক,]	২৮-৬৮, ৭০ খ			”
৩৪২	একাদশীর পাঁচালী	বড়ুক শ্রীধর [১৪, ২০]	১-৯, ১১-২২ খ			”
৩৪৩	পদ্মাপুরাণ	নারায়ণ দেব[৮৯] বংশীদাস[৯৭ক]	১০,৭২,৮২-৯৯-খ			”
৩৪৪	নিমাই-ভারতী		১৯—২০			”
৩৪৫	মহাভারত		২—৭ খ			”

সংখ্যা	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	পত্রসংখ্যা	লিপিকাল	লিপিকারক	প্রদাতা
৩৪৬	বৈষ্ণব গীতি	রাধারমণ দত্ত [৬]	২৮ স			রবীন্দ্র-জয়ন্তী-প্রদর্শনী
৩৪৭	গোবিন্দ ভোগের গান	রাধামাধব দত্ত	১-৫, ২৪-৪৭ খ	১২···বাং	অভয়চরণ দেব	সমিতি, শ্রীহট্ট
৩৪৮	গীতগোবিন্দ মূলওবঙ্গানুবাদ	রাধামাধব দত্ত	১—৯৩ স			”
৩৪৯	পদ্মাপুরাণ	রাধামাধব দত্ত [২, ২২৭]	১—২৩১ স	১৩৩৬বাং	মথুরামোহন দেব	”
৩৫০	মহাভারত	অম্বুষ্ট বল্লভ [৮ক, ২১৪]	১—২১৪ স			”
৩৫১	পদ্মাপুরাণ	নারায়ণ দেব	৩ খ			”
৩৫২	গোবিন্দ ভোগের গান	কালীচরণ দাস [৬]	১—১৬, ২৪খ	১২২৫বাং		”
৩৫৩	গোবিন্দ বিজয়	যাদব [২ক, ৩ক,]	১—৭,১০-১৪-খ	১২৫৪বাং		”
৩৫৪	রামায়ণ	মনোহর সেন [৩ক, ৪, ১৯, ১৭২]	১-১১৭, ১১৯-খ			”
৩৫৫	রামায়ণ	কৃত্তিবাস [২৮,২৯]	২৮—২৯ খ			”
৩৫৬	শ্রীচৈতন্য রত্নাবলী	রামরত্ন [৩, ৩৫]	১—৫৮ স		কৃষ্ণবিহারী রায় চৌধুরী বি,এল	-ছয়চিরি, মৌলবীবাজার
৩৫৭	রামায়ণ	কৃত্তিবাস,[১২৬]অদ্ভুতআচার্য্য[১১২]	মোট ৩৯০ খ		অশ্বিনীকুমার শর্ম্মা বি, এ,	-ছাতক, সুনামগঞ্জ
৩৫৮	ঘোর চণ্ডীর পাঁচালী	সুবল দাস [১০]	১—১৩ স	১২৮৫বাং	শরৎচন্দ্র শর্ম্মা; শশিমোহন চক্রবর্ত্তী	এম,এ ঢাকাদক্ষিণ
৩৫৯	মুক্তাচরিত	নারায়ণ দাস [৫ক, ৮, ২৮]	১—২৮ স	১২৪৫বাং	বৈদ্যনাথ দাস	গোপেন্দ্রচন্দ্র দাস, শ্রীহট্ট
৩৬০	গীতগোবিন্দ মূলওবঙ্গানুবাদ		২০—৩৬ খ	১২১৮বাং	কৃষ্ণমোহন দাস ; মৃগাঙ্কনাথ	-রায়, জাড়া, মেদিনীপুর

শ্রীহট্ট-সাহিত্য-পরিষদের
নিয়মাবলী

১। বঙ্গ-সাহিত্যানুরাগী আঠার বৎসরের অধিক বয়স্ক পুরুষ বা স্ত্রীলোক যে কোন ব্যক্তি এই পরিষদের সভ্য হইতে পারিবেন।

২। সভ্য-পদপ্রার্থী প্রত্যেক ব্যক্তির নাম কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতিতে প্রস্তাবিত ও অনুমোদিত এবং অধিক সংখ্যক ভোটে গৃহীত হইবে।

৩। প্রত্যেক সভ্যকে ভর্ত্তি ফী বাবত এক টাকা এবং বাৎসরিক চাঁদা দুই টাকা দিতে হইবে।

৪। যাঁহারা পরিষদের গ্রন্থাগারের জন্য পুস্তক বা পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়া দিবেন তাঁহাদিগকে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি ইচ্ছা করিলে ভর্ত্তি ফী ও চাঁদা ব্যতিরেকে সভ্য করিতে পারিবেন।

৫। "সিলেট কাল্‌চারেল এসোসিয়েশনের" সভ্যগণ পরিষদের সভ্য বলিয়া গণ্য হইবেন, তাঁহাদিগকে পৃথক ভর্ত্তি ফী বা চাঁদা দিতে হইবে না।

৬। পরিষদের জন্য সংগৃহীত পুস্তক, পাণ্ডুলিপি, মুদ্রা, তাম্র-ফলক ইত্যাদি এবং পরিষদের পক্ষ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাদি পরিষদের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে।

৭। কোন সভ্য একাদিক্রমে দুই বৎসর চাঁদা না দিলে সভ্য তালিকা হইতে তাঁহার নাম তুলিয়া দেওয়া হইবে।

৮। কোন সভ্যকে সভ্য-পদে রাখিলে তাহা পরিষদের পক্ষে গ্লানিকর হইবে মনে করিলে, কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি তাঁহার নাম সভ্য-তালিকা হইতে তুলিয়া দিতে পারিবেন।

৯। কোন ব্যক্তি এককালীন একশত টাকা দান করিলে, কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি তাঁহাকে আজীবন সভ্যপদে নির্ব্বাচিত করিতে পারিবেন।

১০। কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি উপযুক্ত মনে করিলে ব্যক্তি-বিশেষকে "অনারারী" "আজীবন" সভ্যপদে নির্ব্বাচিত করিতে পারিবেন।

সারদা প্রেস, শ্রীহট্ট।

৭ম বর্ষ ২য়—৪র্থ সংখ্যা

শ্রীহট্ট
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

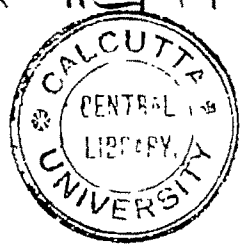

১৩৪৯ বাং

[ত্রৈমাসিক]

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য্য

বার্ষিক মূল্য—দেড়টাকা।

সূচীপত্র।

২য় সংখ্যা

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	বাঙালার কথা সাহিত্য	শ্রীদ্বারেশ চন্দ্র শর্ম্মাচার্য্য এম, এ	৩৫
২।	ময়মনসিংহ গীতিকা	সৈয়দ মোর্ত্তাজা আলী	৪১
৩।	শ্রীযুক্ত অচ্যুত চরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয়কে প্রদত্ত অভিনন্দন পত্র ও তাঁহার উত্তর		৪৪
৪।	শ্রীযুক্ত সুন্দরী মোহন দাস মহাশয়কে প্রদত্ত অভিনন্দন পত্র ও তাঁহার উত্তর		৪৬
৫।	শ্রীহট্টবাসী-সম্পাদিত সংবাদপত্র	শ্রীযতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য্য এম, এ	৫১
৬।	সংযোজন		৭১
৭।	সম্পাদকীয়		৭২
৮।	শাখা পরিষৎ, নববর্ষোৎসব কার্য্য বিবরণী		৭৩

৩য় সংখ্যা

১।	প্রাচীন হরিকেল রাজ্য ও শ্রীহট্ট	অধ্যাপক শ্রীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ	১
২।	শ্রীহট্টবাসী গ্রন্থকার ও তাঁহাদের গ্রন্থপরিচয়	অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য্য এম্, এ	৫

৪র্থ সংখ্যা

১।	পূর্ব্ববঙ্গের মনসামঙ্গলের কবিগণ	ডাঃ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ	১
২।	শ্রীহট্টবাসী গ্রন্থকার ও তাঁহাদের গ্রন্থপরিচয়	অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য্য এম্, এ (পূর্ব্বানুবৃত্তি)	১২
৩।	পরিষদীয় অষ্টম বর্ষ)	অধ্যাপক শ্রীশশি মোহন চক্রবর্ত্তী এম্, এ	১৫
৪।	ভট্টকবিতা	কবি গৌরচন্দ্র	১৭
৫।	শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত বাংলা পুথির তালিকা	অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য্য এম্, এ (পূর্ব্বানুবৃত্তি)	২৪-৩২

শ্রীহট্ট
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

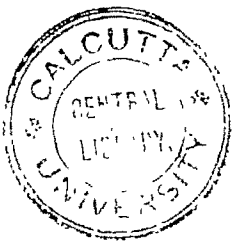

সপ্তম ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ
শ্রীযতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য্য

বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ বাং

বার্ষিক সূচী

১৩৪৯ বঙ্গাব্দ

১ম সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
ভট্টকাব্যে সিলেটের মুসলমান	মোহাম্মদ আশরাফ্ হোসেন	১
গোপীচন্দ্রের পাঁচালীর কয়েকটি শব্দ	শ্রীরাজ মোহন নাথ বি ই	৭
মনসামঙ্গলের কয়েকখানি মুদ্রিত সংস্করণ	অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য্য এম, এ	১৬
শ্রীহট্টবাসী সম্পাদিত এবং শ্রীহট্ট কাছাড় হইতে প্রকাশিত সংবাদ পত্র	অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য এম এ	১৭, ৫১
পরিষদীয় (সপ্তম বর্ষ)	অধ্যাপক শ্রীশশিমোহন চক্রবর্ত্তী এম্, এ	৩৩
শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত হস্তলিখিত বাংলা পুথির তালিকা	অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য এম এ	১৭-৩২

২য় সংখ্যা

বাঙলার কথা সাহিত্য,	শ্রীদাবেশ চন্দ্র শর্ম্মাচার্য্য এম এ	৩৫
ময়মনসিংহ গীতিকা	সৈয়দ মোর্ত্তাজা আলী	৪১
শ্রীযুক্ত অচ্যুত চরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয়কে প্রদত্ত অভিনন্দন পত্র ও তাঁহার উত্তর		৪৪
শ্রীযুক্ত সুন্দরী মোহন দাস মহাশয়কে প্রদত্ত অভিনন্দন পত্র ও তাঁহার উত্তর		৪৬
সম্পাদকীয়, সংযোজন		৭২
শাখা পরিষৎ নববর্ষোৎসব কার্য্য বিবরণী		৭৩

৩য় সংখ্যা

প্রাচীন হরিকেল রাজ্য ও শ্রীহট্ট	অধ্যাপক শ্রীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ	১
শ্রীহট্টবাসী গ্রন্থকার ও তাঁহাদের গ্রন্থ পরিচয়	অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য্য এম, এ	৫, ১২

৪র্থ সংখ্যা

পূর্ব্ববঙ্গের মনসা মঙ্গলের কবিগণ,	ডাঃ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ	১
পরিষদীয় (অষ্টম বর্ষ)	অধ্যাপক শ্রীশশিমোহন চক্রবর্ত্তী এম্ এ	১৫
ভট্ট কবিতা	কবি গৌরচন্দ্র ভট	১৭

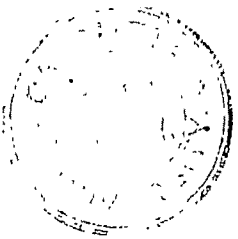

শ্রীহট্ট
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
[ত্রৈমাসিক]

৭ম বর্ষ | শ্রাবণ, ১৩৪৯ বাংলা | ২য় সংখ্যা

বাঙলার কথাসাহিত্য

শ্রীদ্বারেশচন্দ্র শর্ম্মাচার্য্য এম্, এ,

বাঙলার কথাসাহিত্য-গুরু বঙ্কিমচন্দ্রের শতবার্ষিকী উৎসব সম্পন্ন হইয়া গেল। এই শত বর্ষ বাঙলার তথা ভারতের পক্ষে বিশেষভাবে স্মরণীয়। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাতে আত্মচৈতন্য লাভ করিয়া বাঙালীর সৃজনী-প্রতিভা এই শত বর্ষে নবীন ভারতের জন্মদান করিয়াছে। তাহার সে প্রতিভা কোন ক্ষেত্রবিশেষেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই; সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম্ম ও সাহিত্য প্রভৃতি প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বাঙলার মনীষা নবযুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে মিলনসেতু রচনা করিয়া বাঙালী উভয় জগতের মধ্যস্থিত বিরাট ব্যবধান দূর করিয়াছে। তাই আজ সহজভাবে এই দুইয়ের মধ্যে আদান-প্রদানের পালা চলিতেছে। পাশ্চাত্যের সংঘাতে নবীন প্রেরণা লাভ করিয়া শতাব্দীর সাধনায় ভারত আজ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বিগত শত বর্ষের প্রথমপাদে বাঙালীর একক সাধনা যে মিলন রচনা করিয়াছিল, আজ সমগ্র ভারত তাহার ফলভোগ করিতেছে।

এই শত বর্ষে অন্যান্য বিষয়ের ন্যায়ও সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ যুগান্তর আসিয়াছে। সাহিত্যসম্পদে বাঙলা গৌরবের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাঙলার কাব্য ও কথা-সাহিত্য আজ জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। কিন্তু আজিও তাহার শত বর্ষ পূর্ণ হয় নাই। কথাসাহিত্যের বর্ত্তমান ধারা এদেশে সম্পূর্ণ অভিনব। কথাসাহিত্য এদেশে পূর্ব্বেও ছিল; তবুও বর্ত্তমানে আমরা যে আকারে ইহা পাইতেছি, সে আকার

বা রূপ ইহার ছিল না। ইংরেজী সাহিত্যের নিকটেই বাঙালী ইহার আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে। ইংরেজী নভেলই আমাদের কথাসাহিত্য তথা উপন্যাসের আদর্শ।

অতীতের যবনিকা উত্তোলন করিলে দেখিতে পাই,—বাঙলার পল্লীর আসরে শ্রীধর ঠাকুর কথকতা করিতেছেন; শ্রীবৎস-চিন্তা, নল-দময়ন্তী ও সীতা-সাবিত্রীর কাহিনী শুনিয়া আবালবৃদ্ধবনিতা ঘন ঘন চক্ষু মুছিতেছে, কোথাও 'মাধব' কীর্ত্তনীয়া নিমাই সন্ন্যাসের করুণ-কাহিনী কিংবা রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণনা করিতেছেন, আর পল্লীজননী একমাত্র সন্তানকে বক্ষে চাপিয়া অঝোরে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছেন; কোথাও বা শীতের সন্ধ্যায় গৃহকোণে দিদিমা কিংবা ঠাকুরমাকে বেষ্টন করিয়া বালকবালিকা 'ইলাবতী রাজকন্যার' গল্প শুনিতেছে; অন্যত্র 'দত্তমহাশয়ের' দাওয়ায় বসিয়া পল্লীর বৃদ্ধ 'দাদামহাশয়'কে বেষ্টন করিয়া পল্লীজনেরা 'রঘুডাকাত' কিংবা 'জামাই জাঙ্গালের' কাহিনী শুনিয়া শিহরিয়া উঠিতেছে। এইরূপে লোকের মুখে মুখে নানা কথা ও কাহিনীর ধারা প্রবাহিত হইয়া আসিতেছিল। সাহিত্যে মানুষের স্থান ছিল গৌণ; তাহাতে ছিল দেবতার কাহিনী কিংবা দেবতার মাহাত্ম্য বর্ণনায় মানুষের কথা। নিতান্ত গল্প বলিয়া যাহা গণ্য, তাহার স্থান ছিল—রূপকথার অবাস্তবতার মধ্যে। সে সমস্ত দেবতার কাহিনী ছিল কাব্যের অন্তর্ভুক্ত; কি রূপকথার প্রচলন ছিল লোকমুখে। বাঙলা গদ্যের মৌখিক রূপ ছিল—এই রূপ-কথার রূপসাগরে বদ্ধ। গদ্য বলিয়া প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে কিছুই ছিল না, যাহা কিছু ছিল, তাহা কাব্যে। এইরূপ কাব্যের মধ্যে—রামায়ণ ও মহাভারতে বাঙালীর বাস্তবজীবনের চিত্র বড় একটা পাওয়া যায় না। কিন্তু বাঙালীর সৃষ্ট মঙ্গল-কাব্যগুলিতে তাহা প্রচুরভাবেই বিদ্যমান। এই হিসাবে মুকুন্দরামের স্থান প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে খুব উচ্চে। তিনি চণ্ডীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে বসিয়া লোকচরিত্র বর্ণনায় বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। তবুও এই সকল কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য দেবতার মাহাত্ম্য বর্ণন,—মানুষের জীবন বর্ণনা নহে; কাব্য-গুলির ক্ষুদ্র সংস্করণ পাঁচালীগুলি পর্য্যন্ত একই ধারায় পুষ্ট। বিশেষতঃ সেই যুগে মানুষের জীবনধারা সম্পূর্ণ ভিন্ন আদর্শে পরিপুষ্ট হইত; নৈতিক আদর্শ, পাপপুণ্যের ফলাফল প্রচার তথাকথিত কাহিনীগুলির প্রধান লক্ষ্য ছিল। মানবচরিত্রের জটিলতা, বিভিন্ন অবস্থায় মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে চরিত্রের বিভিন্ন দিক্ ফুটাইয়া তোলা,—আজ যেমন কথাসাহিত্যের প্রধান লক্ষ্য, তেমন লক্ষ্য সে যুগে ছিল না। সংস্কৃত নাটকে অবশ্য এই আদর্শ পরিপূর্ণভাবে বিরাজমান। তারপরে বাঙলার গ্রাম্যগীতিকাগুলিতে

এইরূপ আদর্শের ছাপ দেখিতে পাই। এইতো গেল প্রাচীন বাঙলার কথাসাহিত্যের মূল কথা।

উনবিংশ শতকে পাশ্চাত্যের অভিযান সুরু হইল, প্রাচীন ধারায় পরিবর্ত্তন আসিল;—পাশ্চাত্যের ভাবতরঙ্গে সমগ্র দেশ ভাসিয়া গেল। তারপর আত্মস্থ হইতে বাঙালীর প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী লাগিল। এই অর্দ্ধ শতাব্দীর বিশৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খলা-স্থাপনে বহু মনীষী সাধনা করিয়াছেন;—মহাত্মা রাজা রামমোহন তাঁহাদের পুরোভাগে দাঁড়াইয়া শঙ্খধ্বনি করিয়াছেন। মৃত্যুঞ্জয়, বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, মধুসূদন, দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি মনীষীবৃন্দ সেই যজ্ঞে পৌরোহিত্য করিয়াছেন। এমন কি, সম্পূর্ণ বিজাতীয় বিদেশী পুরোহিতের অর্ঘ্যও ইহাতে পড়িয়াছে। কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড প্রভৃতি ইউরোপীয় মনীষীবৃন্দ শ্রীরামপুরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনযজ্ঞের যে বেদীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; সেই যজ্ঞবেদী হইতে বাঙলা গদ্য-সাহিত্যের তথা আধুনিক কথাসাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছে।

বাঙলার সেই বিশৃঙ্খল-যুগে কথাসাহিত্যের জন্ম ও ক্রমপরিণতির পথের চিহ্ন-স্বরূপ 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৪), নববাবুবিলাস' (১৮২৩) 'আলালের ঘরের দুলাল' ও 'হুতোম পেঁচার নক্‌শা' প্রভৃতি গ্রন্থ বিরাজ করিতেছে; আধুনিক কথাসাহিত্যের ভ্রূণাবস্থার এই গ্রন্থগুলিতে প্রাচীন হইতে নবীন ধারায় পরিবর্ত্তনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে। হিন্দুকলেজের দ্বার দিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষা তরুণ বঙ্গে যে উন্মাদনা আনিয়া দিয়াছিল, তাহাতে প্রাচীন বঙ্গের সহিত নবীন বঙ্গের এক দারুণ সংঘাত উপস্থিত হয়। তরুণ বঙ্গ সকল ক্ষেত্রেই প্রাচীনতার গণ্ডীকে অতিক্রম করিয়া পাশ্চাত্যের আদর্শকে বরণ করিয়া লইয়াছিল; পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে তাঁহাদের আধুনিক মন যুগপ্রবাহে ভাসিয়া চলিল। প্রাচ্যের গতিহীন সুপ্ত সভ্যতা জড়বোধে তাঁহারা পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। প্রাচীন রূপকথা, গীতিকথা, কাব্য, পুরাণ, পাঁচালী তাঁহাদিগকে আর মুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারিল না। ইংরেজী সাহিত্যের মুক্ত বিশাল ভাণ্ডারের কাছে বাঙলার ভাণ্ডার নিতান্ত নগণ্য বোধ হইতে লাগিল; মুক্ত বিহঙ্গম আকাশে উঠিয়া দিশাহারা হইল। এই সময়ে এক দল সেই অভাবপূরণের জন্য আত্মনিয়োগ করিলেন। সংস্কৃত ও ইংরেজী কাব্য ও নাটকের অনুবাদ হইল; 'আরব্যরজনী'র অনুকরণে কথা উপকথার আবর্জ্জনায় বাঙলার সাহিত্যকানন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় হইল না। তরুণ বঙ্গের ক্ষুধা মিটিল না। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, প্রাচীন হইতে নবীনতার পথে ক্রমপরিবর্ত্তনের চিহ্নস্বরূপ

পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থগুলি বর্ত্তমান। প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' এই হিসাবে উক্ত গ্রন্থগুলির শীর্ষস্থানীয়। হয়তো উপন্যাস হিসাবে ইহা নিতান্ত তৃতীয় শ্রেণীর গ্রন্থও নহে; তথাপি ইহার মধ্যে তদানীন্তন প্রাচীন সমাজ ও পাশ্চাত্য-প্রভাবে তাহার ক্রম-পরিবর্ত্তনের চিত্র আছে। টেকচাঁদঠাকুররূপী প্যারীচাঁদ বাঙালীর কথাসাহিত্যধারাকে অন্তর্মুখী করিয়াছেন; বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় বলিলে বলিতে হয়—"প্যারীচাঁদ মিত্রই প্রথম দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে,—তাহার জন্য ইংরেজী বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে তেমনই সাহিত্যে, ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইয়াছেন যে, যদি সাহিত্যের দ্বারা বাঙ্গালা দেশকে উন্নত করিতে হয়, তবে বাঙ্গালা দেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে।" এ কথাও সত্য যে, প্যারীচাঁদ তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী 'নববাবুবিলাসে'র লেখক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব আপন প্রতিভায় আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। এই সকল রচনা সামঞ্জস্যহীন বাস্তব বর্ণনায় পরিপূর্ণ; এইগুলিতে অন্তর্দৃষ্টি কিংবা ঐক্যবিধায়ক মননশক্তির একান্ত অভাব রহিয়াছে, চরিত্রচিত্রণে রূপকথার এক ধাপ মাত্র উপরে ইহাদের স্থান।

প্যারীচাঁদ মিত্রের পর সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব। তাঁহাতে বাঙলার কথাসাহিত্যের ধারা সম্পূর্ণরূপে আত্মস্থ হইয়া রূপ পরিগ্রহ করে। বঙ্কিমচন্দ্র একাধারে সাধক, স্রষ্টা ও গুরুর আসনে উপবিষ্ট হইয়া নবযুগের পাঞ্চজন্য নিনাদে বাঙালীকে জাগাইয়া তুলিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া এক শক্তিশালী সাহিত্যিক মণ্ডলী গড়িয়া উঠিল; সে মণ্ডলীর সকলের প্রতিভা বঙ্কিমের জ্যোতিতে মিশিয়া গিয়াছে। ঊনবিংশ শতকের শেষার্দ্ধে দাঁড়াইয়া আজ শুধু একক বঙ্কিমচন্দ্র;—শতাব্দীর ব্যবধান ভেদ করিয়া তাঁহার অনুপ্রেরণা আজও বাঙালীকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র প্যারীচাঁদ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, আমরা তাঁহার নিজের সম্বন্ধেই সে কথা বলিতে পারি। প্রকৃতপক্ষে তিনি বাঙলার কথাসাহিত্য-গুরু। কথাসাহিত্য কেন,—সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রেই তিনি বাঙালীর শিক্ষাগুরু। তারপর রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের আকস্মিক আবির্ভাবে বাঙলার সাহিত্যক্ষেত্র অকস্মাৎ এত বিশালতা প্রাপ্ত হইয়াছে যে, জগতের যে কোন সাহিত্যের ইতিহাসে এরূপ ঘটনা নিতান্ত অভাবনীয়। রবিরশ্মি বঙ্কিম-প্রতিভাকে আচ্ছন্ন করিয়া শরৎচন্দ্রের মধ্য দিয়া বাঙলার কথাসাহিত্যকে এত দ্রুত পরিণতির পথে লইয়া আসিয়াছে যে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

আধুনিক কথাসাহিত্যের প্রধান দুইটি ধারা—উপন্যাস ও ছোটগল্প। উভয় ক্ষেত্রেই বাঙালীর সৃজনীশক্তি দ্রুত তালে সৃষ্টি করিয়া অগ্রসর হইতেছে। বিশেষতঃ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংঘাতে নিত্য নূতনভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রক্ষেত্রে যেমন পরিবর্ত্তন আসিতেছে, তেমনই সাহিত্যক্ষেত্রেও তাহার প্রভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। পাশ্চাত্য জগতের সহিত আমাদের পরিচয় ক্রমশঃ নিবিড় হইতে নিবিড়তর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যের সমস্যাসমূহও ক্রমে ক্রমে এতদ্দেশে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং সাহিত্যেও তাহার প্রভাব পরিলক্ষিত হইতেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেরণা ইংরেজী সাহিত্য হইতে আসিলেও তাঁহার আদর্শ ছিল এদেশীয় সনাতন পরিবেষ্টনীর দ্বারা সংরক্ষিত। তিনি পাশ্চাত্যের জিনিসকে আমাদের অনুযায়ী করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি রোমান্স লিখিয়াছেন সত্য; কিন্তু তাহার উপাদান লইয়াছেন এদেশের প্রাচীন সাহিত্য, ইতিহাস ও সমাজরীতি হইতে। তাঁহার সময়ে বাহিরের সংঘাতে আমাদের সমাজ-জীবন এত সমস্যাপূর্ণ ও প্রশ্নসঙ্কুল হইয়া উঠে নাই; সুতরাং এদেশীয় সনাতন রীতির সহিত কোথাও বিদ্রোহ ঘটিবার সুযোগ তাহার পক্ষে ঘটিয়া উঠে নাই। তাঁহার উপন্যাসে বাঙলার গৃহস্থালী, দাম্পত্যজীবনের মান-অভিমান, মিলন-বিরহ, প্রেম ও পরিণামের অনবদ্য চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। সমাজ-রীতি অনুযায়ী ব্যভিচারকে তিনি শাস্তি দিয়াছেন, প্রায়শ্চিত্ত করাইয়াছেন; তাঁহার নির্লিপ্ত মনে রোহিণীর লালসার শাস্তির কথাই উঠিয়াছিল, কোন অবস্থাতেই সমাজ-রীতিকে লঙ্ঘন করিতে তিনি উদ্যত হন নাই। তিনি জীবনের বাস্তব চিত্রকে রঙ ফলাইয়া আমাদের চক্ষের সম্মুখে ধরিয়াছেন; তাঁহার উপন্যাস জীবনের চিত্র, তাহা কোন সমস্যাকে প্রাধান্য দান করে নাই। কুন্দ-নগেন্দ্র, গোবিন্দলাল-রোহিণী কিংবা প্রতাপ-শৈবলিনীর সংস্রবের কাহিনী তিনি চিত্ররূপেই আঁকিয়াছেন; ইহা তাঁহার মনে কোন সংশয় জাগায় নাই। বর্ণনায় লীলাচঞ্চলতা, সাবলীলতা, আবেদনবৈচিত্র্য ও বিষয়বস্তুর মৌলিকতা প্রভৃতি ঔপন্যাসিকের শ্রেষ্ঠ গুণগুলি তাঁহাতে বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। সে যুগের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকগণের সহিত এসকল বিষয়ে তিনি সমশ্রেণীর; বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন-দর্শন ভারতীয় সনাতন আদর্শে অনুপ্রাণিত। বঙ্কিমচন্দ্রের সাধনায় বাঙালী একুশ বৎসরে যাহা লাভ করিয়াছে, অন্য যে কোন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের পক্ষে সে যুগে তাহা বিশেষ গৌরবের সামগ্রী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। ইংলণ্ডের সাহিত্যও এক যুগে এত বিশালতা লাভ করে নাই; তাহাতে রীতিমত ক্রমোন্নতির স্তরবিভাগ রহিয়াছে। বাঙলা সাহিত্যে সময়ের অনুপাতে

এরূপ বিভাগ সম্ভব নহে। বঙ্কিমচন্দ্রে যেমন অকস্মাৎ কথাসাহিত্যের প্রবর্ত্তন ও পরিণতি, তেমনই বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই তাহা অকস্মাৎ অভিনবরূপে বিপুলতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

কবি রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা কাব্য ও কথাসাহিত্যে নবযুগের সৃষ্টি করিয়াছে; চিরন্তন গণ্ডী ভাঙ্গিয়া তিনি নব নব সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার কল্পনার কল্পলোকে রোমান্স অভিনব রূপলাভ করিয়া আমাদের চিত্ত বিমুগ্ধ করিয়াছে। তাঁহার উপন্যাসে মানব-মনের রুদ্ধ সংশয়, প্রশ্ন ও সমস্যা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাঁহার 'গোরা', 'ঘরে বাইরে' ও 'চোখের বালি' প্রভৃতি সাহিত্যে নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করিয়াছে; ইহারই মধ্যে হইল শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের ইঙ্গিতের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সমাজের অন্তরাল বহিঃপ্রাঙ্গণ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া সাহিত্যের আসরে অভিনবত্বের সৃষ্টি করিলেন। চিরন্তন সমাজ-নীতির সমস্ত বিধি-নিষেধ উপেক্ষা করিয়া নিপুণ শিল্পী শরৎচন্দ্র মানব-চরিত্রের বিভিন্ন দিক আমাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত করিলেন। তাঁহার গভীর বাস্তবতা ও অন্তর্দৃষ্টি তাঁহাকে দ্রুত সাফল্যের পথে পৌঁছাইয়া দিল। আধুনিক মনের সংশয় ও সমস্যা মূর্ত্ত হইয়া তাঁহার লেখনী-মুখে আত্মপ্রকাশ করায় তিনি অত্যল্প কালের মধ্যেই জনপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। জনমনের দ্রুত পরিণতি বা পরিবর্ত্তনের জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টিও পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। নিত্য নূতন সমস্যার ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষ নূতনের প্রতিই আকৃষ্ট হইল।

বাঙলার কথাসাহিত্য বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মধ্য দিয়া শুধু উপন্যাস বা বড়গল্পের ক্ষেত্রেই পরিণতি ও প্রসারতা লাভ করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই; ছোট-গল্পেও বাঙ্গালা-সাহিত্য বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র ছোটগল্পের আদর্শেই তাহার 'রাধারাণী' ও 'যুগলাঙ্গুরীয়' রচনা করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথেই ছোটগল্পের ক্ষেত্র বিশেষভাবে প্রসারিত ও সমৃদ্ধ হয়। গত পনরো কুড়ি বৎসরের মধ্যেই ছোটগল্পের ক্ষেত্রে বহু লেখক বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন। বঙ্কিম-রবীন্দ্রের ছত্রচ্ছায়াতলে যে সকল লেখক ও লেখিকার আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই স্বাতন্ত্র্যে ও শিল্পনৈপুণ্যে ইতিমধ্যেই বাঙলা সাহিত্যকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন।

ময়মনসিংহ গীতিকা

সৈয়দ মোর্ত্তাজা আলী

কিছুদিন পূর্ব্বে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত মৈমনসিংহ গীতিকা পড়িয়াছিলাম। ডাঃ সেন গীতিকাগুলি অত্যন্ত কৃতকার্য্যতার সহিত সম্পাদন করিয়াছেন। কিন্তু কোন কোন স্থলে তাহার টীকা শুদ্ধ হয় নাই। এই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইতেছে।

'একদিকে উদয়রে ভানু চৌদিকে পশর।' পৃঃ ১

এস্থলে পশর শব্দ প্রভা শব্দের অপভ্রংশ। প্রাচীন অসমীয়া পসর = পোহর অর্থাৎ দীপ্তিযুক্ত। পশর শব্দ সুতরাং প্রসার শব্দ হইতে আসে নাই।

'উব্‌দিশে বাড়ায় ছেলাম মমিন মুসলমান॥' পৃঃ ১

মমিন শব্দের অর্থ ধার্ম্মিক, বিদ্বান নহে।

'উরের ধন দূরে দিব তবু না দিব ছাড়িয়া।' পৃঃ ১৬

উর—উরু হইতে, এই স্থলে উর শব্দের অর্থ কোল, বক্ষ নহে। কোল অর্থে উর শব্দ শ্রীহট্টে ব্যবহৃত হয়।

'কোথায় আছে জইতার পাহাড় কোথায় গহীন বন।' পৃঃ ১৭

জইতার পাহাড় বলিতে জৈন্তার পাহাড়কেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উহাই বর্ত্তমান জোয়াই সবডিভিসন। জৈন্তার পাহাড় গারো পাহাড়ের অন্তর্গত নহে।

'গরু রাখ রাউথাল ভাইরে কর লড়ালড়ি।' পৃঃ ১৮

লড়ালড়ি = অসমীয়া লরালরি অর্থাৎ দৌড়াদৌড়ি। দৌড়িয়া আসা অর্থে লড়িয়া শব্দ শ্রীহট্টের কোন কোন অঞ্চলে অদ্যাপি ব্যবহৃত হয়।

'হীরামণি যথায় পাইবাম ভালা বান্তা দিয়া।
লক্ষ টাকার হার তোমার দিবাম গড়াইয়া॥' পৃঃ ২৭

এস্থলে বান্তা শব্দের অর্থ বাণিয়া অর্থাৎ স্বর্ণকার, বায়না নহে।

'দরিয়ায় গলিয়া পড়ে আমার গলার হার।' পৃঃ ২৯

দরিয়া শব্দের অর্থ সমুদ্র, নদী নহে।

'আইল আইশনারে পানি উভে কবল তল।' পৃঃ ৪৩

উভে অর্থ in an erect position সম্পূর্ণরূপে নহে। এই অর্থে উভে শব্দ শ্রীহট্টে ব্যবহৃত হয়। অসমীয়া ভাষায় উভ = upright.

'খেত খোলা নাই তার, নাই হালের গরু।' পৃঃ ৪৫

খোলা শব্দের অর্থ খলা—যেস্থলে ধান বিছাইয়া মাড়া দেওয়া ও শুকান হয়।

'পুলিপিঠা খাইল বিনোদ দুধের শিস্তায় ভরা।' পৃঃ ৫৭

শিস্তায় বোধ হয় খিস্তায় = ক্ষীর।

'পাতপিঠা বরা পিঠা চিত চন্দ্রপুলি'।

'পোয়া চই খাইল কত রসে ঢলি ঢলি॥' পৃঃ ৫৭

চই একপ্রকার পিঠা, ঝাল শাক নহে। এস্থলে নানারূপ পিঠারই উল্লেখ আছে, শাকের নহে।

'পরতিশোধ দিতে তবে সল্লা যে আটিল॥' পৃঃ ৭২

সল্লা = পরামর্শ, কুপরামর্শ নহে।

'পাড়ার যতেক নারী পান খিলায়
যতেক নারীতে মিলি তার গান গায়।' পৃঃ ১০৪

খিলায় শব্দের অর্থ খাওয়ায়—খিলি তৈয়ার করে নহে। শ্রীহট্টে খাওয়ায় অর্থে খিলায় শব্দের ব্যবহার আছে।

'টাইলভরা ধান আর গোয়াইল ভরা গরু।' পৃঃ ১১৪

টাইল শব্দের অর্থ বাঁশের তৈয়ারী চতুষ্কোণ পাত্র, ধান্যাদি শস্যের স্তূপ নহে।

'কাছসা ভরা সাচ্চা দই পাতিল ভরা সর।' পৃঃ ১২৩

কাছলা শব্দের অর্থ মৃৎপাত্র বিশেষ, গামছা নহে। মৃৎপাত্র অর্থে কাছলা শব্দের ব্যবহার শ্রীহট্টে প্রচলিত।

'গোসায় কুলিয়া কেবল উষ্টা মারে গায়।' পৃঃ ১২৮

উষ্টা শব্দের অর্থ লাথি, চড় নহে। লাথি অর্থে উষ্টা শব্দ অদ্যাপি শ্রীহট্টে ব্যবহৃত হয়।

'সন্ধ্যা বেলা মইষাল বাথান হইতে আসে।' পৃঃ ১৩৯

বাথান শব্দের অর্থ অস্থায়ী ঘর বাধিয়া যেখানে গরু মহিষ চরাণের জন্য রাখা হয়, গোচারণের মাঠ নহে।

'কাড়া ভাঙ্গি ঠাড়া পড়ে কারবুনের শিরে।' পৃঃ ১৫৭

ঠাড়া শব্দের অর্থ বজ্র, বিদ্যুৎ নহে।

'আসিব বলিয়া বন্ধু না আসিল কেরে।' পৃঃ ১৭৫

কেরে = কেন। এই অর্থে কেরে শব্দ অদ্যাপিও শ্রীহট্ট জিলায় ব্যবহৃত হয়।

'ডাক ছারিয়া কন্যা তখন কান্দিতে লাগিল।' পৃঃ ১৭৬

উচ্চৈঃস্বরে অর্থে ডাক ছাড়িয়া শব্দের ব্যবহার শ্রীহট্ট জিলায় প্রচলিত আছে।

'পুরবাসী নারী দেয় মঙ্গল জুকার'। পৃঃ ১৭৬

জুকার = অসমীয়া ওকার—জয়ধ্বনি from হিন্দী ঝাকোর না = সঞ্চালন করা। অর্থেও এই শব্দ অসমীয়া ভাষায় ব্যবহৃত হয়।

'গরু বাছুর বেচিয়া খাইল খাইল হালি ধান'—পৃঃ ১৮৬

হালি ধান = বীজের জন্য রাখা ধান—শালি ধান্য নহে।

'ভাঙ্গা কেরুয়াল খান না ধরে জলের টান'—পৃঃ ১৯৯

কেরুয়াল from হিন্দী কিরাওল = বৈঠা। কেরুয়ালি = বৈঠাধারি (অসমীয়া পুথি।)

'মঠের মাথার ফুর পরল অকস্মাৎ'—পৃঃ ২১৯

ফুর = ছিদ্র। এই অর্থে ফুর শব্দ শ্রীহট্টে ব্যবহৃত হয়। ফুর বিদ্যুৎস্ফুরণ নহে।

'হস্তী ঘোড়া আছে রাজার পাইক পাটুয়ারী'—পৃঃ ২২৭

পাটোয়ারী শব্দের অর্থ আমিন (যে ভূমি মাপে ও খাজনা আদায় করে) সাধারণ আমলা নহে। শ্রীহট্ট জিলায় সরকারী আমিনকে পাটোয়ারী বলা হয়।

'খাজনা উগাইয়া তঙ্কা লইল দশ হাজার'—পৃঃ ২২৮

উগাইয়া অর্থ উশুল করিয়া, শোধ করিবার জন্য নহে। উশুল করা অর্থে উগাইয়া শব্দ শ্রীহট্ট জিলায় অদ্যাপিও ব্যবহৃত হয়।

'পায়ের দুইখানি গোছ যেমন চিরুণী'—পৃঃ ২৩১

গোছ শব্দের অর্থ—গুল্‌ফ (ankle) গঠন নহে।

'পূব দেশেতে যাওরে সাধু হাওর পাড়ি দিয়া'—পৃঃ ৩০২

হাওর = বিস্তীর্ণ প্রান্তর যাহা বর্ষাকালে জলের নীচে চলিয়া যায়, বিল নহে। হাওরের মধ্যবর্ত্তী গভীর জলাশয়কে বিল বলে।

'বিশ পুড়া জমী বাড়ী দিবাম কইরা কাওলা'—পৃঃ ৩৪৮

কাওলা = কবালা, কবুলতি নহে।

'জল্লাদ কুদিয়া কয় এই কি যন্ত্রনা'—পৃঃ ৩৫০

কুদিয়া = লাফাইয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া নহে।

'দুইজনে বস্তা পরে ধান দেই উনা'—পৃঃ ৩৬১

উনা দেওয়া = সিদ্ধ করা. খড় কুটার টুকরা দূর করিয়া নহে।

'পৌষ না মাসেতে যখন ছাবে সাইল ক্ষেত'—পৃঃ ৩৬২

ছাবে = ক্ষেত হইতে জঞ্জাল সরাইয়া পরিষ্কার করে, ছাইয়া যাইবে নহে। কেন না ধান অগ্রহায়ণ মাসেই কাটা হয় ও পৌষ মাসে ক্ষেতে ধান থাকে না।

'দোজকে রইলাম আমি মদিনা বেগর' — পৃঃ ৩৬৮

বেগর = ব্যতীত (without) উর্দ্দু ; নিকট নহে।

শ্রীহট্ট সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে
শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয়কে প্রদত্ত অভিনন্দন-পত্র

'শ্রীহট্ট-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সহকারী-সভাপতি পণ্ডিত

শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয়ের

শ্রীকরকমলে—

হে সৌম্য,

সু-স্বাগতম্ ! শ্রীহট্ট-সাহিত্য-পরিষৎ তোমাকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিতেছে।

তুমি শ্রীভূমির কৃতী সন্তান। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত রচনা করিয়া তুমি শ্রীভূমির অতীত গৌরব, তাহার কৃষ্টি-ধারা জন সমাজে প্রকাশিত করিয়াছ। তোমাকে নমস্কার। এই সঙ্গে তোমার অকৃত্রিম সুহৃৎ, শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত রচনায় তোমার সহকর্ম্মী, শ্রীভূমির অপর কৃতী সন্তান, স্বর্গত পণ্ডিত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের স্মৃতির উদ্দেশে নমস্কার করি।

তুমি পরম বৈষ্ণব। বঙ্গীয় বৈষ্ণব-মণ্ডলী তোমাকে শ্রদ্ধার আসন দান করিয়াছে— বৈষ্ণব শাস্ত্রালোচনার দ্বারা তুমি শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভূমির গৌরব রক্ষা করিয়াছ। তোমাকে নমস্কার।

তোমার আজন্ম-সংগৃহীত অমূল্য গ্রন্থ-রাজি তুমি শ্রীহট্ট-সাহিত্য পরিষদ্‌কে দান করিয়াছ। আমরা তোমার নিকট কৃতজ্ঞ।

হে জ্ঞান-তপস্বিন্, হে প্রবীণ সাহিত্য-সাধক, তুমি আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন গ্রহণ কর।

শ্রীহট্ট-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির
১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯ বাং।

গুণমুগ্ধ—
শ্রীহট্ট সাহিত্য-পরিষৎ, শ্রীহট্ট।'

শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় প্রদত্ত উত্তর

'আমি বর্ত্তমানে প্রায় অথর্ব হইয়া পড়িয়াছি। দাঁড়াইয়া দুই কথা বলার ক্ষমতা এখন আর নাই। আপনাদের প্রদত্ত এই অভিনন্দন আমার মাতৃভূমির আশীর্ব্বাদ-রূপেই গ্রহণ করিলাম। ইহা আমার বাকী কয়দিনের পাথেয়রূপেই গণ্য হইবে। আপনারা শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত প্রসঙ্গে আমার চিরসুহৃৎ পণ্ডিত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়কে নমস্কার জানাইয়াছেন। আমি ও আপনাদের সঙ্গে তাঁহার উদ্দেশ্যে আমার আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

আপনারা আমার যৎকিঞ্চিৎ বৈষ্ণব সাহিত্য-সেবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সেবার আগ্রহ চিরদিনই ছিল—কিন্তু বাস্তবিকই সেবা করিতে পারিয়াছি কি? পারিয়াছি বলিয়া অভিমান করিবার মত বল তো মনে খুঁজিয়া পাইতেছিনা। তবে বৈষ্ণব সাহিত্য চর্চ্চা আমার বড় প্রিয়, ইহা আমার প্রাণারাম। আমার প্রদত্ত কুসুম-লাইব্রেরী আপনারা গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

কুসুম লাইব্রেরীর পশ্চাতে একটী ব্যথার ইতিহাস আছে। আমার দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত পুত্র কুসুমাঙ্গ ৯ মাস বয়ঃক্রম কালে মাতৃহারা হয়। তাহাকে বুকে বুকে রাখিয়া মানুষ করিতেছিলাম কিন্তু সে ২৷৷০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে এ মরজগৎ হইতে চিরবিদায় লয়। আমার এই পুত্রের স্মৃতি-জড়িত এই গ্রন্থাগারের প্রত্যেক-খানি গ্রন্থ আমার নিকট পুত্রাধিক প্রিয়। তাই এই সকল গ্রন্থ যখন প্রীতিভাজন যতীন্দ্রমোহনকে সমর্পাইয়া দিয়াছিলাম তখন এই লাইব্রেরীর যাহাতে অযত্ন না হয় সেই কথা বার বার বলিয়া দেই। আজ অপনাদের এই প্রতিষ্ঠান দেখিয়া আমার প্রাণে এই সান্ত্বনা লইয়া যাইতেছি যে আমার পুত্রাধিক প্রিয় গ্রন্থাগারটী উপযুক্ত ক্ষেত্রেই আসিয়াছে।

শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদেব—আমার মাতৃভূমির এই গৌরবোজ্জ্বল প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ কণ্টক মুক্ত হউক! ইহা কালজয়ী হউক! এদেশের কৃষ্টির ধারক ও বাহক হউক—এই কামনা করি।

আপনারা সকলে আমার যথাযোগ্য সশ্রদ্ধ প্রণাম, প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

দীন—

শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী, (তত্ত্বনিধি)।'

শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুন্দরী মোহন দাস মহাশয়কে প্রদত্ত অভিনন্দন-পত্র

'পরম শ্রদ্ধাভাজন—শ্রীহট্ট-গৌরব সুসাহিত্যিক—

ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস

মহাশয়ের শ্রীকরকমলে—

হে সৌম্য !

শ্রীহট্ট সাহিত্য-পরিষদ্ তোমাদের আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ কবিয়া কয়েক বৎসব পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আজ এই শিশু প্রতিষ্ঠান তোমার শুভাগমনে কৃতার্থ হইয়া তোমাকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিতেছে। হে মাননীয অতিথি! সুস্বাগতম্।

বঙ্গজননী হইতে বিচ্ছিন্ন শ্রীভূমি শ্রীহট্টের যে কয়জন কৃতী সন্তান নব্যবাঙ্গালার কৃষ্টিকেন্দ্রে বিগত শতাব্দী হইতে আজ পর্য্যন্ত শ্রীহট্টের গৌবব-পতাকা উড্ডীন রাখিযাছেন, তুমি তাঁহাদের অন্যতম।

হে দেশপ্রাণ! তুমি এবং তোমার আবাল্য-সুহৃদ্ স্বর্গত বিপিনচন্দ্র, একই সঙ্গে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া স্বদেশহিতৈষণায় ও বিবিধ সমাজ-সংস্কাবে আত্মনিযোগ করিয়াছিলে। তোমাদের অনুপ্রেরণা সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে সমগ্র বঙ্গদেশে কার্য্যকরী হইয়াছে, আর বিশেষ করিয়া ইহা অনুভব করিয়াছে—তোমাদের এই জন্মভূমি। শ্রীহট্টে সমাজ-সেবা ও সমাজ-সংস্কারে তোমরাই অগ্রদূত। আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে আজ তাহা স্মরণ কবিতেছি।

তুমি কৃতী চিকিৎসক ; কিন্তু চিকিৎসা-ব বসাযেই তোমার বিদ্যা সীমাবদ্ধ থাকে নাই। লোক-কল্যাণের জন্য তুমি লেখনী নিয়োজিত করিয়াছ। ধাত্রী-বিদ্যার মত জটিল বৈজ্ঞানিক বিষয়ের সার সঙ্কলন কবিয়া তুমি যে অমূল্য গ্রন্থরাজি মাতৃভাষায় রচনা করিয়াছ, তাহাতে বঙ্গসাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়াছে, বাঙ্গালার মাতৃজাতির পরম কল্যাণ সাধিত হইয়াছে।

রসরচনায় তুমি সিদ্ধহস্ত। তোমার 'বৃদ্ধা ধাত্রীর রোজনাম্‌চা' ও 'ভূশণ্ডির পত্র' ধারা রসপরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর নৈতিক জীবনকে বিশুদ্ধ ও রাষ্ট্রীয়

চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করিতে সাহায্য করিয়াছে। তোমার কবিতা ও সঙ্গীতে, তোমার রচিত নানা প্রবন্ধে, তোমার শিল্পী মন পরিস্ফুট হইয়াছে। তোমার স্বল্প প্রকাশিত সরস স্মৃতিকথা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইলে, বাঙ্গালা সাহিত্য একটী অপূর্ব্ব সম্পদ্ লাভ করিবে বলিয়া আমরা আশা করিতেছি।

হে সুসাহিত্যিক! তুমি আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন গ্রহণ কর।

ধর্ম্মের জন্য তোমার প্রাণ ব্যাকুল। আজীবন সাধনায় তুমি ভক্ত বৈষ্ণব,—কীর্ত্তনানন্দে তুমি ডুবিয়া থাক, শ্রীচৈতন্যের প্রেমধারা তোমার মধ্যে প্রবাহিত। চিরসুন্দরের ধ্যান তোমার মধ্যে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। তুমি ধন্য।

শ্রীভূমির প্রবীণ সন্তান!

পুরাতন ও নূতন যুগ তোমার মধ্যে বিধৃত, শ্রীভূমির প্রাচীন ও নবীন কর্ম্মধারা তোমার মধ্যে প্রবাহিত, সুদূরস্থিত হইয়াও তুমি অতি-নিকট, জন্মভূমিকে তুমি কখনও বিস্মৃত হও নাই। তুমি মহান্।

বার্দ্ধক্য তোমাকে ক্লান্ত করে নাই। আজিও তোমার কর্ম্মক্ষেত্র সুবিস্তৃত। আমাদের পরম সৌভাগ্য তুমি দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছ; তাই তোমার জন্মভূমির এই নবীন প্রতিষ্ঠানটি তোমার পদার্পণে আজ ধন্য হইল। ভগবানের কাছে প্রার্থনা, তোমার জীবন আরও দীর্ঘ হউক।

শ্রীভূমির কৃতী পুত্র! তোমাকে নমস্কার।

সাহিত্য-পরিষদ্ ভবন, শ্রীহট্ট।
বুধবার, ১৩ই মাঘ, ১৩৪৯ সন।

গুণমুগ্ধ—
শ্রীহট্ট-সাহিত্য-পরিষদ্।'

ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস মহাশয়ের প্রদত্ত উত্তর

'আমি সাহিত্যিক নই। চতুষ্পদী মুষিক চতুষ্পদী হস্তীর সমজাতীয় ব'লে গর্ব করেছিল; তার সেই গর্ব এবং দুচারিখানি গ্রন্থ-রচয়িতা আমার, সাহিত্যিক-গর্ব, একই কথা। তবে সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণের মূর্খ সন্তানের ব্রাহ্মণ্যের দাবী যেমন ধৃষ্টতা ব'লে স্বীকার করা হয় না, তেমনি বহুভাষাভিজ্ঞ সুপণ্ডিত স্বর্গীয় পিতাঠাকুরের মূর্খ আত্মজের এই পণ্ডিত সমাজে আসন ও অভিনন্দন গ্রহণ ধৃষ্টতা ব'লে গণ্য হবে না,

এই আশায় আমি আপনাদের স্নেহ-মূলক অত্যুক্তি-পরিপূর্ণ সম্ভাষণ-আশীর্বাদ শিরে ধারণ করি।

বঙ্গের সাহিত্য সমাজ আশা করেন শ্রীহট্ট সাহিত্য-পরিষদ সাহিত্য জগতে শ্রীহট্টবাসীর কি অবদান তা' জ্ঞাপন ক'রবেন। প্রত্নতত্ত্ব-রত্নাকর-খ্যাত শ্রীমান যতীন্দ্র মোহন "শ্রীহট্টবাসী-সম্পাদিত এবং শ্রীহট্ট ও কাছাড় হইতে প্রকাশিত সংবাদপত্র" নামক গ্রন্থে বর্ণিত শতাধিক রত্ন জনসাধারণকে দান ক'রে রত্নাকর নামের সার্থকতা প্রদর্শন ক'রেছেন। এই তাঁর প্রথম উদ্যম। আশা করা যায়, তিনি তাঁর গভীর-গবেষণা-সলিলগর্ভ হ'তে আরো বহু রত্ন উদ্ধার ও জনসাধারণকে দান ক'রে প্রত্নতত্ত্ব-রত্নাকর নামের গৌরব রক্ষা ক'রবেন। তাঁর "হস্ত-লিখিত পত্রিকা"র তালিকার মধ্যে আমি আরো একটী নাম যোগ ক'রতে চাই—শ্রীমান গিরিশঙ্কর দাস সম্পাদিত সুচিত্রিত **"আঁচড়"**। তাঁরা আমার নিকট থেকে এই আশীর্বচন নিয়ে গিয়েছেন :

"লেখনী আঁচড়ে এই শ্রীভূমি বিচ্ছিন্ন
ক্রোড় হ'তে বঙ্গ জননীর।
রাখে জাগাইয়ে নিতি স্মৃতি জননীর
সন্তানের তপ্ত অশ্রুনীর॥
লেখনী-আঁচড়ে বঙ্গ হল দ্বিখণ্ডিত,
পূর্ণ ব্যোম জননী ক্রন্দনে।
ফলে অষ্টকোটি বাহু হইল জড়িত
দৃঢ়তর প্রীতির বন্ধনে॥
তারুণ্য-শক্তি-গঠিত এই যে "আচড়"
ভেঙ্গে নিদ্রা মোহ-নিদ্রিতের।
লাগাবে তাদেরে দেশ-দশের-সেবায়
আশীর্বাদ আজি এ দাসের॥"

নৈরাশ্যের কারণ নাই। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অগ্রদূত "ক্যালকাটা লিটারেরী সোসাইটী"র যখন সভ্য ছিলাম ১৮৯০ সালে, তখন প্রতিষ্ঠানটী ছিল অতিক্ষুদ্র। বহুদিন পরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বৈঠক যখন হয় চন্দননগরে, স্বর্গীয় সাহিত্যিক হীরেন্দ্র দত্ত মহাশয় করেন তরুণ সাহিত্যিকদের নোংরা সাহিত্যের তীব্র সমালোচনা। তরুণেরা ঐ বৈঠকের আখ্যা দেন "পিঁজরা পুলের সাহিত্যিক সম্মেলন"। তন্মধ্যে আমি ছিলাম সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধ। তখন তরুণেরা যদি আমার আহার বিহারের

আয়োজন ক'রে দিতেন পিঁজরাপুলে, এই দুর্দিনে তাঁদেরে চারি-হাত-পা তুলিয়া (উঠ্‌তে বল্‌বে চতুষ্পদী) আমি আশীর্বাদ ক'রতাম ॥

যতীন্দ্রমোহন তাঁহার গ্রন্থে দুইজন বিখ্যাত সাহিত্যিকের নাম উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে একজন গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ বা গুড়গুড়ি ভট্টাচার্য্য। এঁর জন্মস্থান ইটা, পাঁচগাও। সেই সুদূর অতীতে সুদূর কলিকাতায় গৌরীশঙ্কর তীক্ষ্ণ লেখনীবাণে ইংরাজ সমাজকে জর্জ্জরিত ক'রে কারাবরণ ক'রেছিলেন। তবু ইংরাজ সাম্বাদিকেরা তাঁহার রচনার প্রশংসা ক'রতে কুণ্ঠিত হন নাই।

"বঙ্গভাষায় লিখিত পত্রিকাদের মধ্যে "ভাস্কর" সর্বশ্রেষ্ঠ কিন্তু ইংরাজ জাতির নিন্দায় ও ভারতবাসীর প্রশংসায় পরিপূর্ণ" (অনূদিত Friend of India ; June 1849)।

কলিকাতায় আহূত হ'য়েছিলেন ভারতের বহু বিখ্যাত পণ্ডিত, সতীদাহ নিবারণ সম্বন্ধে মত প্রকাশের জন্য। প্রতিপক্ষকে বিচারে পরাস্ত করে গুড়গুড়ি ভট্টাচার্য্য তর্কবাগীশ নামের সার্থকতা প্রমাণ করেছিলেন। পিতাঠাকুর আলিপুরের কালেক্টরীর সেরেস্তাদার ছিলেন ১৮৪৯ সাল পর্যন্ত। সেই সময় তাঁহার আলাপ হয় গৌরীশঙ্করের সঙ্গে। আমাদের বাড়ীতে "সম্বাদ ভাস্কর" আস্‌ত। আশা করি শ্রীহট্ট সাহিত্য-পরিষদ "গৌরীশঙ্কর দিন" পালন ক'রবেন মার্চ মাসে। (প্রকাশিত ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে)।

বিপিনচন্দ্র পাল আমার বাল্যসাথী। তাঁর সম্বন্ধে বেশী কথা আমার বলা অসঙ্গত। বিলাতের মনীষী উইলিঅম্ স্‌টেড্ সাহেব বলেছিলেন বিপিনচন্দ্র পালের মত রাষ্ট্রনীতিকুশল ব্যক্তি বিলাতেও বিরল। ভারতের ভবিষ্য স্বরাজের আকার নিয়ে আজ কাল আন্দোলন চলেছে। বিপিনচন্দ্র তাঁহার পত্রিকা সমূহে ২৯ বৎসর পূর্বে যে স্বরাজের স্বরূপ প্রকাশ করেছেন—বিশ্ব ফেডারেশনে সম-"অংশীদার" রূপে মিলিত অখণ্ড ভারত ফেডারেশন ; সেই আদর্শ সকল চিন্তাশীল ভারতবন্ধু স্বীকার করেছেন। নিখিল ইস্‌লামিজ্‌ম্ সম্বন্ধে তিনি যে আশঙ্কা ধ্বনিত ক'রেছিলেন তাঁহার পত্রিকায়, সেই আশঙ্কা আজ বাস্তবে পরিণত হ'য়েছে। রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি ও সাহিত্য-নীতি সম্বন্ধে পবিত্রতা ও সত্যপরায়ণতা প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি বহু নির্যাতন সহ্য ক'রেছিলেন, তাঁহার আদর্শ সকলেরই অনুকরণীয়। আশা করি শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদ তাঁহার জন্মদিন প্রতি বৎসর পালন ক'রবেন।

সাহিত্য সৃষ্টির আদিযুগে শ্রীহট্টের দুইজন কবির অবদান অতুলনীয়। হুলালী নিবাসী মুরারী গুপ্তের সংস্কৃত "কড়চায়" তাঁহার অসাধারণ বর্ণনা শক্তির পরিচয়

পাওয়া যায়। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য কোন কোন পথে লাউড় হ'তে শান্তিপুরে গমন ক'রেছিলেন সেই রেল্-হীন ষ্টীমার-হীন যুগে, সেই পদ্মার সেই উত্তাল তরঙ্গমালা অতিক্রম ক'রে, সেই সমুদয় বর্ণনা পাঠ ক'রে কৃষ্ণদাস কবিরাজের সঙ্গে বলি উচ্চৈঃস্বরে,

"জয় দামোদর স্বরূপ জয় মুরারি গুপ্ত।
এই সব চন্দ্রোদয়ে তমঃ কৈল লুপ্ত॥"

[চৈঃ চঃ আদিলীলা, ১৩ পরিচ্ছেদ, ৪নং পয়ার]

আশা করি তাঁহারো "লীলা দিন" আপনারা পালন ক'রবেন।

আর একটী সনির্বন্ধ অনুরোধ, পরিষদ "শ্রীবৃন্দাবন দাস" দিন পালন ক'রবেন। "চৈতন্য চরিতামৃত"-গ্রন্থকার বলেছেন—

'বৃন্দাবন দাস চৈতন্য লীলার ব্যাস।'

ইনি শ্রীহট্টবাসী শ্রীবাসের পুত্রী নারায়ণীর পুত্র।

"নিত্যানন্দ-কৃপাপাত্র-বৃন্দাবন দাস।
চৈতন্য লীলায় তেঁহো হয়েন আদিব্যাস॥
চৈতন্য মঙ্গলে তেঁহো লিখিছে স্থানে স্থানে"

[চৈঃ চঃ অন্ত্যলীলা, ২০ পরিচ্ছেদ ৮২নং পয়ার] ৮৫নং পয়ার।

লোচন দাস তৎপূর্বে লিখেছিলেন চৈতন্যমঙ্গল॥

তাঁর সঙ্গে রক্ষা ক'রে বৃন্দাবন দাস 'চৈতন্যমঙ্গল' নাম পরিবর্তন ক'রে গ্রন্থের নামকরণ করেন চৈতন্যভাগবত। চৈতন্য চরিতামৃত রচিত হয়:

"শাকে সিন্ধ্বগ্নি বাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে"

সিন্ধু ৭, অগ্নি ৩, বাণ ৫, ইন্দু ১ = ১৩৫৭ অঙ্কগুলি উল্টিয়ে নিলে হয় ১৫৩৭। এই সালের কিঞ্চিৎ পূর্বে এবং লোচন দাসের চৈতন্য মঙ্গল রচনার কিঞ্চিৎ পরে রচিত হয় চৈতন্য ভাগবত। আশা করি গবেষকেরা এই রচনার সময় নিরূপণ করবেন। এই অসাধারণ কবির অসাধারণ দৈন্যের কথাও স্মরণ ক'রে ভক্তিশ্রদ্ধাবনত হ'য়ে তাঁর চরণে স্মৃতি তর্পণাঞ্জলি প্রদান করা আবশ্যক।

কি প্রকার দৈন্য!

চৈতন্য-লীলামৃতসিন্ধু দুগ্ধাব্ধি মান।
তৃষ্ণানুরূপ ঝারী ভরি তেঁহো কৈলা পান॥

চৈঃ চঃ অন্ত্যলীলা, ২০ পরিচ্ছেদ ৮৮-৮৯ নং পয়ার।

শ্রীহট্টবাসী-সম্পাদিত সংবাদপত্র

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

জাগরণ :—জাতীয়তাবাদী মুসলিম পরিষদের মুখপত্র, সাপ্তাহিক, শ্রীহট্ট হইতে ১৩৪৪ বাং ২০শে ফাল্গুন শুক্রবার প্রকাশিত, প্রায় ১।০ বৎসর—২য় বর্ষ ১৫ সংখ্যা পর্য্যন্ত চলিয়াছিল, সম্পাদক আজিজুর রহমান, দুলালী 'পাঁচপাড়া' সদর, মূল্য ⁄০, ৩৲, বাংলা, স. শ্রী।

জাগরণ :—মণিপুরী সম্প্রদায়ের মুখপত্র, মাসিক, শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক অর্জ্জুন সিংহ বি. এল, জাফরগড় করিমগঞ্জ, বাংলা।

জাগৃহি :—"আসামের মহিলা পরিচালিত একমাত্র বাংলা মাসিক," শ্রীহট্ট হইতে ১৩৪৫ বাং মাঘ মাসে প্রকাশিত, মাত্র ৩।৪ সংখ্যা বাহির হইয়াছিল, সম্পাদিকা কণকপ্রভা দেব, করিমগঞ্জ, মূল্য ⁄০, বাংলা, স।

ঝঙ্কার :—বার্ষিক, সুনামগঞ্জ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক কিরণশশি দে, ছৈলা সুনামগঞ্জ, বাংলা।

তকবীর :—দৈনিক, কলিকাতা হইতে ১৩৪৩ বাং আষাঢ় মাসে প্রকাশিত, মাত্র কয়েক মাস বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক ফযলুল হক্, সেলবরস সুনামগঞ্জ, মূল্য ৫, বাংলা, স।

তবলিগ :—মাসিক, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত, মাত্র কয়েক সংখ্যা বাহির হইয়াছিল, অন্যতম সম্পাদক আবদুল হক, পুরাহুরিয়া করিমগঞ্জ, বাংলা।

ব্রাহ্মস্পর্শ :—সাপ্তাহিক, শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত, মাত্র কয়েক সংখ্যা বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক যোগেন্দ্রচন্দ্র সেন, পাঁচগাও মৌলবীবাজার, বাংলা।

দামিনী :—মাসিক, সম্পাদক জিতেন্দ্রনাথ দাম, সিচনী সুনামগঞ্জ, বাংলা।

দাসতত্ত্বদীপিকা :—"ক্ষত্রিয় দাস জাতীয়গণের মুখপত্র", বার্ষিক [?] কৈলাসহর হইতে ১৩৩৭ বাং প্রকাশিত, কয়েক সংখ্যা বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক চন্দ্রকিশোর সরকার, রঞ্চাপ মৌলবীবাজার, মূল্য ।০, বাংলা, স।

দি এইডেড হাইস্কুল ম্যাগাজিন :—ত্রৈমাসিক, শ্রীহট্ট হইতে ১৯৩৮ ইং প্রকাশিত, এখনও চলিতেছে, মূল্য ॥০, বাংলা ও ইংরেজী, স. শ্রী।

দিগন্ত :—"তরুণ রসচক্রের মুখপত্র", ঋতুপত্র, শিলচর হইতে ১৩৪৭ বাং গ্রীষ্মঋতুতে প্রকাশিত, মাত্র কয়েক সংখ্যা বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক পরিমল পুরকায়স্থ, মূল্য ।০, ২৲, বাংলা, স।

দেশবন্ধু :—সাপ্তাহিক, শ্রীহট্ট হইতে ১৩২২বাং মাঘ মাসে প্রকাশিত, মাত্র কয়েক সংখ্যা বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক হরেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, ব্রাহ্মণঝুলি সদর, মূল্য ⁄০, ৩৲, বাংলা, স।

শ্রীদেশবার্ত্তা :—সাপ্তাহিক, শ্রীহট্ট হইতে ১৩১৬ বাং ৩রা শ্রাবণ সোমবার প্রকাশিত, প্রায় বৎসর খানেক চলিয়াছিল, সম্পাদক ভুবনমোহন বিদ্যার্ণব, বেজুড়া হবিগঞ্জ, মূল্য ৲১০, ২৲, বাংলা, স. শ্রী।

দেশবার্ত্তা :—সাপ্তাহিক, শ্রীহট্ট হইতে ১৩১৩ বাং ২রা ফাল্গুন সোমবার প্রকাশিত, প্রায় দুই বৎসর চলিয়াছিল, সম্পাদক অনঙ্গমোহন দাম, সাধুহাটী মৌলবী-বাজার, মূল্য ⁄০, ৩৲, বাংলা, স. শ্রী।

নকীব :—সাপ্তাহিক, কুলাউড়া হইতে ১৩৪৪ বাং শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত, এখনও চলিতেছে, সম্পাদক ছনাওর আলী, চৌয়ালিশ মৌলবীবাজার, মূল্য ⁄০, ২৷৷০, বাংলা, স।

নবযুগ :—মাসিক, শিলচর হইতে ১৩২৭ বাং বৈশাখ মাসে প্রকাশিত, ২ বৎসর চলিয়াছিল, সম্পাদক মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী, মূল্য ১৷৷০, বাংলা, স. শ্রী।

নবযুগ :—দৈনিক, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত, মাত্র কয়েক সংখ্যা বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক ফয়জুল হক, সেলবরস সুনামগঞ্জ, বাংলা।

নবরঙ্গ :—শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক নবীনচন্দ্র পাল, কাইড়ঘাট সদর ও হেমেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীহট্ট, বাংলা।

নবারুণ :—"জাগ্রত বাঙ্গালার মুখপত্র," মাসিক, কলিকাতা হইতে ১৩৪০বাং শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত, প্রায় বৎসর খানেক চলিয়াছে, সম্পাদক নরেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বেজুড়া হবিগঞ্জ, মূল্য ⁄০, ২৷৷০, বাংলা, স।

নয়াদুনিয়া :—"জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মুখপত্র", সাপ্তাহিক, শ্রীহট্ট হইতে ১৩৪৫বাং ভাদ্র মাসে প্রকাশিত, প্রায় ৩ বৎসর চলিয়াছিল, সম্পাদক জ্যোতির্ম্ময় নন্দী মজুমদার, বেজুড়া হবিগঞ্জ, মূল্য ৲১৫, ২।০, বাংলা, স।

নারীমঙ্গল :—মাসিক, কলিকাতা হইতে ১৩৩৭বাং শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত, মাত্র ৩৪ সংখ্যা বাহির হইয়াছিল, সহ-সম্পাদক প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত, দুলালী শ্রীহট্ট, মূল্য ।⁄০, ৩।০, বাংলা, স।

নিউ এরা :—সাপ্তাহিক, শিলং হইতে ১৯৩৭ইং ৬ই অক্টোবর বুধবার প্রকাশিত, মাত্র ১ সংখ্যা বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক অমিয়সিন্ধু রায়, মূল্য ।৵০, ইংরাজী ও বাংলা, স।

পরিদর্শক :—সাপ্তাহিক, শ্রীহট্ট হইতে ১৮৮০ ইং প্রকাশিত, এখনও চলিতেছে, সম্পাদক বিপিনচন্দ্র পাল, পৈল হবিগঞ্জ ; রাধানাথ চৌধুরী, আগিয়ারাম করিমগঞ্জ ; রাধানাথ দাস, রেঙ্গা সদর ; প্রফুল্লমোহন দাস, প্যারীমোহন দাস, গোপেন্দ্রনাথ অর্জ্জুন ; প্যারীমোহন দাস ও গোপেন্দ্র বাবু এক সময় যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন, মূল্য ৵১০, ২৲, স. শ্রী।

ঐ পাক্ষিক, শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক ভারতচন্দ্র দাস ডাক্তার এল. এইচ. এম. এস, জিন্দাবাজার শ্রীহট্ট, বাংলা, স. শ্রী।

পরিদর্শক ও শ্রীহট্টবাসী :—পাক্ষিক, শ্রীহট্ট হইতে ১২৯৯ বাং প্রকাশিত, মাত্র ৫।৬ বৎসর চলিয়াছিল, সম্পাদক গিরিশচন্দ্র দাস, লাউতা করিমগঞ্জ, মূল্য ১৷৷০, বাংলা, স শ্রী।

পরিব্রাজক :—সাপ্তাহিক, শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত, মাত্র কয়েক সংখ্যা বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক লালা প্রসন্নকুমার দে, কাজলসহর শ্রীহট্ট, বাংলা।

পল্লীবাণী :—পাক্ষিক, কবিমগঞ্জ হইতে ১৩৪৩বাং জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রকাশিত, ৫ম বর্ষ হইতে হবিগঞ্জ হইতে প্রকাশিত হইতেছে, সম্পাদক সুবোধকুমার রায়, বেঙ্গাডুবা হবিগঞ্জ, মূল্য ৵১০, ১৲, বাংলা, স, শ্রী।

পল্লীমঙ্গল :—"শ্রীহট্ট জেলার পল্লীগ্রাম হইতে প্রকাশিত একমাত্র ঋতু পত্রিকা," মৌলবীবাজার হইতে ১৩৪৬ বাং আশ্বিন মাসে প্রকাশিত, এখনও চলিতেছে, সম্পাদক কুমুদচন্দ্র গুপ্ত, চৌয়ালিশ মুটুকপুর মৌলবীবাজার, মূল্য ।৶০, ২৲, বাংলা, স, ইহা বৎসরে একবার করিয়া প্রকাশিত হইতেছে।

পল্লীস্বরাজ :—মাসিক, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত, নবপর্য্যায় ২য় বর্ষ, ১ম সং, ১৩৪১বাং আশ্বিনমাস হইতে ৪র্থ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা পর্য্যন্ত, সম্পাদক জ্ঞানাঞ্জন পাল এম এ, [বিপিনচন্দ্র পালের পুত্র, পৈল হবিগঞ্জ], ২ বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল, মূল্য ৶০, ২৲, বাংলা ও ইংরেজী, স, শ্রী।

পাঞ্চজন্য :—ভারতীয় যুব আন্দোলনের মুখপত্র, সাপ্তাহিক, করিমগঞ্জ হইতে ১৩৩৭ বাং ২রা বৈশাখ মঙ্গলবারে প্রকাশিত, মাত্র কয়েক সংখ্যা বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক সুবোধকুমার রায়, বেঙ্গাডুবা হবিগঞ্জ, মূল্য ৵৫, ২৲, বাংলা, স।

পূরবী :—সাপ্তাহিক, শ্রীহট্ট হইতে ১৩৩৮ বাং ২রা চৈত্র মঙ্গলবার প্রকাশিত, মাত্র ১ সংখ্যা বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক নিস্তারণ গুপ্ত, মৌলবীবাজার, মূল্য ৵১০, বাংলা, স।

প্রজাশক্তি :—সাপ্তাহিক হবিগঞ্জ হইতে ১৩১৬ বাং আশ্বিন মাসে প্রকাশিত, বৎসরাধিককাল বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক মহেন্দ্রনাথ দে, জগৎসী মৌলবীবাজার, বাংলা, স।

প্রদীপ :—বার্ষিক, সুনামগঞ্জ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক সুরেশরঞ্জন গোস্বামী, বাউরকাপন সুনামগঞ্জ, বাংলা।

প্রদীপ :—মাসিক, কলিকাতা হইতে ১৩০৬ বাং প্রকাশিত, মাত্র ২ বৎসর [৩য় ও ৪র্থ ভাগ] সম্পাদক বৈকুণ্ঠনাথ দাস, কলকতকা সুনামগঞ্জ, বাংলা, স।

প্রভাত :—পাক্ষিক, করিমগঞ্জ হইতে ১৩১৫বাং বৈশাখ মাসে প্রকাশিত, প্রায় ৪ বৎসব বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক কৃষ্ণকিঙ্কর আদিত্য, মির্জাপুর করিমগঞ্জ, মূল্য ⁄১০, ২৲, বাংলা, স. শ্রী।

প্রভাতী :—বঙ্গ ও আসামের মুসলিম ছাত্রসমাজের একমাত্র মাসিক মুখপত্র, শ্রীহট্ট হইতে ১৩৫৮ বাং পৌষ মাসে প্রকাশিত, এখনও চলিতেছে, সম্পাদক রজিউর রহমান, মূল্য ।⁄০, ৩৲, বাংলা, স।

প্রাচ্যবার্ত্তা :—স্বাদেশিকতার মুখপত্র, সাপ্তাহিক, শিলচর হইতে ১৩৪৭ বাং ১৯শে পৌষ শুক্রবার প্রকাশিত, মাত্র ৩।৪ মাস বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক হরেশরঞ্জন ভট্টাচার্য্য বি. এ, ঢাকাদক্ষিণ সদর, মূল্য ৲১০, ৩৲, বাংলা, স।

ফুল্লতত্ত্ব প্রকাশিকা :—ব্যঙ্গবার্ষিকী, শ্রীহট্ট হইতে ১৮৮২ ইং প্রকাশিত, ইহা ১৯২৬ ইং পর্য্যন্ত চলিয়াছিল, সম্পাদক গিরিজা ভূষণ দে, জিন্দাবাজার শ্রীহট্ট, মূল্য ⁄১০, বাংলা, স।

বঙ্গবামাবন্ধু :—খ্রীষ্টান মিশনারী পত্রিকা, মাসিক, শ্রীহট্ট হইতে ১৯০২ ইং জানুয়ারী মাসে প্রকাশিত, প্রায় দুই বৎসর বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক রেভাঃ জে. পি. জোন্স, বাংলা, স।

বঙ্গভূমি :—সাপ্তাহিক, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক ঈশানচন্দ্র শর্ম্মা, সোণাতনপুর সুনামগঞ্জ, বাংলা।

বজমে খিয়াল :—মাসিক, শিলং হইতে ১৯৩০ [?] ইংরাজীতে প্রকাশিত, ২ বৎসর চলিয়াছিল, সম্পাদক আবুছকি মোহাম্মদ বসির, জালালপুর সদর, উর্দ্দুভাষায়।

বন্দেমাতরম :—দৈনিক, কলিকাতা হইতে ১৯০৬ ইং আগষ্ট মাসে প্রকাশিত, সম্পাদক বিপিনচন্দ্র পাল, পৈল হবিগঞ্জ, বাংলা।

বর্ত্তমান :—সাপ্তাহিক, শিলচর হইতে ১৩৩৭ বাং ১লা আষাঢ় সোমবার প্রকাশিত, প্রায় ৩। মাস বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক ভূপেন্দ্রকুমার শ্যাম, জাইদপুর মৌলবীবাজার, মূল্য ৲১০, ২।০, বাংলা, স।

বলাকা :—ত্রৈমাসিক, শ্রীহট্ট হইতে ১৩৪২ বাং বসন্তসংখ্যারূপে প্রথম প্রকাশিত, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শারদীয়া এই চারি সংখ্যায় প্রথম বর্ষ সম্পূর্ণ হয়।

সম্পাদক কালীপ্রসন্ন দাশ, পাঁচগাও মৌলবীবাজার, মূল্য ।/০, ২।০, বাংলা; স।

ঐ মাসিক, শ্রীহট্ট হইতে ১৩৪৪ বাং পৌষ মাসে ২য় বর্ষের ১ম সংখ্যারূপে প্রকাশিত, ইহা অনিয়মিতভাবে এখনও চলিতেছে। সম্পাদক কালীপ্রসন্ন দাশ বি. এ; ৩য় বর্ষের ৫ম সংখ্যা দুর্গাপ্রসন্ন দাস, [পাঁচগাও মৌলবীবাজার,] কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ৩য় বর্ষের ৮ম হইতে ১২শ সংখ্যার যুগ্মসম্পাদক কালীপ্রসন্ন দাস বি. এ, ও অমিয়াংশু এন্দ বি. এ, বাংলা, স।

ঐ দৈনিক, শ্রীহট্ট হইতে ১৯৩৯ ইং ২৮শে জুলাই প্রকাশিত, মাত্র ১ সংখ্যা বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক কালীপ্রসন্ন দাস, প্রণয় কুমার চন্দ, প্রভাতচন্দ্র সেন, মূল্য ৲১০, বাংলা, স।

বাংলা :—কলিকাতা হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক বিপিনচন্দ্র পাল, পৈল হবিগঞ্জ, বাংলা।

বাংলার কথা :—বাংলা গভর্ণমেণ্টের প্রচার বিভাগেব মুখপত্র, সাপ্তাহিক, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক আলতাফ্ হোসেন এম. এ, লংলা মৌলবী-বাজার, বাংলা।

বাণী :—মাসিক, শ্রীহট্ট হইতে ১৯২৮ ইং প্রকাশিত, মাত্র ১ বৎসর চলিয়াছিল, সম্পাদক কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য্য, বলরামপুর মৌলবীবাজার, বাংলা, পরিদর্শক প্রেসে মুদ্রিত।

বাসন্তী :—সাপ্তাহিক, শ্রীহট্ট হইতে ১৩৩৫ বাং ১লা পৌষ রবিবার প্রকাশিত, মাত্র ৭।৮ সংখ্যা বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক হরেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, ব্রাহ্মণঝুলি সদর, মূল্য ।/০, ৩৲, বাংলা, স।

বিজয়া :—মাসিক, কলিকাতা হইতে ১৩১৯ বাং আশ্বিন মাসে প্রকাশিত, প্রায় ৪ বৎসর বাহির হইয়াছি, সম্পাদক রমেশচন্দ্র চৌধুরী, ইন্দেশ্বর মৌলবীবাজাব, ইনি প্রথমে পরিচালক ছিলেন, মূল্য ।০, ২॥০, বাংলা, স. শ্রী,।

বিজয়িনী :—মাসিক, শিলচর হইতে ১৩৪৭ বাং আশ্বিন মাসে প্রকাশিত, এখনও চলিতেছে, সম্পাদিকা জ্যোৎস্না চন্দ বি, এ, [অরুণচন্দের স্ত্রী, ছাতিয়াইন হবিগঞ্জ], মূল্য ।০, ২॥০, বাংলা, স।

বিবর্ত্তন :—মাসিক, শ্রীহট্ট হইতে ১৩৪৮ বাং অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত, এখনও চলিতেছে, সম্পাদক বিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী, মদনরচক সদর, উপেন্দ্রচন্দ্র ভদ্র, মূল্য ৶০, ২৲, বাংলা, স. শ্রী

বেপরোয়া :—সাপ্তাহিক, শ্রীহট্ট হইতে ১৩৩৩ বাং, ১১ই ভাদ্র শনিবাব প্রকাশিত,সম্পাদক বিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী, মদনরচক সদর, মূল্য ৲৫, ২৲, বাংলা, স।

বৈজয়ন্তী :—মাসিক, কলিকাতা হইতে ১৩৪৬বাং কার্ত্তিক মাসে প্রকাশিত, মাত্র ৫।৬ সংখ্যা বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক জগদীশ ভট্টাচার্য্য, এম. এ, সাধুহাটী মৌলবীবাজার, মূল্য ।০, ৩৲, বাংলা, স।

বোধন :—কংগ্রেস ও তরুণ সম্প্রদায়ের মুখপত্র, মাসিক, হবিগঞ্জ হইতে ১৩৩৬ বাং আশ্বিন মাসে প্রকাশিত, মাত্র কয়েক সংখ্যা বাহির হইয়াছিল. সম্পাদক সুবেশচন্দ্র বিশ্বাস, মুড়াকড়ি হবিগঞ্জ, মূল্য /১০, ১৲, বাংলা, স।

ব্রতী :—স্কাউট পত্রিকা, ত্রৈমাসিক, কুলাউড়া হইতে ১৯৩৩ইং প্রকাশিত, মাত্র কয়েক সংখ্যা বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক বদরুল হোসেন, বাংলা।

ব্রহ্মতত্ত্ব :—ব্রহ্মবিদ্যা এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনবিষয়ক ত্রৈমাসিক কলিকাতা হইতে ১৩০৩বাং প্রকাশিত, মাত্র ৪ বৎসর বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, সাঙ্গড় হবিগঞ্জ, বাংলা।

বৃন্দাবন কলেজ ম্যাগাজিন :—ত্রৈমাসিক, হবিগঞ্জ হইতে প্রকাশিত, ইংরেজী, বাংলা।

ভবিষ্যৎ :—পাক্ষিক, শিলচর হইতে ১৩৩৩বাং কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষে প্রকাশিত, ২ বৎসর বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক নগেন্দ্রচন্দ্র শ্যাম বি. এল, জাইদপুর মৌলবীবাজার, মূল্য ৵০, ৩।৵০, বাংলা, স।

ঐ—মাসিক, শিলচর হইতে ১৩৩৬বাং ভাদ্রমাসে [৩য় বর্ষ] প্রকাশিত, প্রায় ১ বৎসর বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক নগেন্দ্রচন্দ্র শ্যাম বি-এল, মূল্য ।/০, ৩।৵০, বাংলা, স।

মঙ্গলা :—মাসিক, সুনামগঞ্জ হইতে ১৩১৩বাং অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত, মাত্র ৪।৫ সংখ্যা বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক অশ্বিনীকুমার শর্ম্মা বি. এ, ছাতক সুনামগঞ্জ, মূল্য ২৲, বাংলা, স।

মণিপুরী :—মাসিক, শ্রীহট্ট হইতে ১৩৪০বাং প্রকাশিত, মূল্য ৵০, বাংলা ও মণিপুরী ভাষায়।

ঐ—মাসিক, শিলচর হইতে প্রকাশিত, ১৩৪৬বাং ভাদ্রমাসে ৭ম বর্ষ ১ম সংখ্যা বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক সমরজিৎ সিংহ বি.এস.সি, বি.এল, ও ডাক্তার লৈরেন সিংহ এল.এম.পি, মূল্য ৵০, ১৷৷০, বাংলা ও মণিপুরী ভাষায়, স।

মদনমোহন কলেজ ম্যাগাজিন :—শ্রীহট্ট হইতে ১৩৪৯বাং প্রথম প্রকাশিত, ইংরাজী ও বাংলা, শ্রী।

মাসপয়লা :—শিশুমাসিক পত্র, কলিকাতা হইতে ১৩৩৫বাং প্রকাশিত,

এখনও চলিতেছে, সম্পাদক ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, নর্ত্তন, বাংলা, স। [প্রথম অখিল নিয়োগীও সম্পাদক ছিলেন, তৃতীয় বর্ষ হইতে ক্ষিতীশ বাবু একমাত্র সম্পাদক।]

মুক্তি :—সাপ্তাহিক, হবিগঞ্জ হইতে ১৩৩৬বাং প্রকাশিত, প্রায় ৯ বৎসর বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক হরনাবায়ণ সেন বি.এল, বাণীআইল হবিগঞ্জ, মূল্য ৲১৫, ২৷৷০, বাংলা, স।

মুক্তিনায়ক :—জনপ্রিয় জাতীয় পাক্ষিক, করিমগঞ্জ হইতে ১৩৪৪বাং বৈশাখমাসে প্রকাশিত, বৎসরাধিক কাল বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক অখিলবন্ধু চক্রবর্ত্তী, নওয়াপাড়া কবিমগঞ্জ, মূল্য ⁄০, ১৷৷০, বাংলা, স।

ঐ :—জনপ্রিষ জাতীষ সাপ্তাহিক, করিমগঞ্জ হইতে ১৩৪৫বাং প্রকাশিত, এখনও চলিতেছে, সম্পাদক অখিলবন্ধু চক্রবর্ত্তী, মূল্য ৲১০, ১৷৷০, বাংলা, স।

মুরারিচাঁদ কলেজ ইণ্টার-হোষ্টেল ম্যাগাজিন :—শ্রীহট্ট হইতে ১৯৩২ইং প্রকাশিত, ৬ বৎসব বাহির হইয়াছিল, ইংরাজী ও বাংলা, স. শ্রী।

মৈত্রী :—মাসিক, হবিগঞ্জ হইতে ১৩১৬বাং বৈশাখ মাসে প্রকাশিত, বৎসর খানেক বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ দত্ত, লাখাই হবিগঞ্জ, মূল্য ।০, বাংলা, স. শ্রী।

মৈত্রী :—মাসিক, শ্রীহট্ট হইতে ১৩৩৮বাং প্রকাশিত, মাত্র ১ সংখ্যা বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক সুধাংশুকুমার শর্ম্মা, ছাতক সুনামগঞ্জ, বাংলা, স।

ঐ :—মাসিক, শ্রীহট্ট হইতে ১৩৩৮বাং পৌষমাসে প্রকাশিত, মাত্র ১ সংখ্যা বাহির হইবাছিল, সম্পাদক বিধুভূষণ চৌধুরী, হবিগঞ্জ ও অশোকবিজয় রাহা, ঢাকাদক্ষিণ সদব, মূল্য ।০, ৩৲, বাংলা, স।

মোজাহেদ :—আসাম প্রাদেশিক মুসলিম ন্যাশনেল গার্ডের মুখপত্র, সাপ্তাহিক, শ্রীহট্ট হইতে ১৩৪৩বাং ২৯শে ভাদ্র শুক্রবার প্রকাশিত, মাত্র ৪ সংখ্যা বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক আবদুল লতিফ, শ্রীবামপুর সদর, মূল্য ৲১৫, ২।০, বাংলা।

মোহাম্মদী :—সাপ্তাহিক, কলিকাতা হইতে ১৯২২ইং প্রকাশিত, প্রায় ১৷৷ বৎসর বাহির হইযাছিল, সম্পাদক আবদুল মতিন চৌধুরী, বাংলা।

যুগবাণী :—সাপ্তাহিক, শ্রীহট্ট হইতে ১৩৩১বাং প্রকাশিত, প্রায় ৭ বৎসর বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক মকবুল হোসেন, বিন্নাকুলি সুনামগঞ্জ, মূল্য ⁄০, ৩৲, বাংলা, স।

যুগভেরী :—সাপ্তাহিক, শ্রীহট্ট হইতে ১৩৩৯বাং আষাঢ়মাসে প্রকাশিত, এখনও চলিতেছে, সম্পাদক মকবুল হোসেন, বিন্নাকুলি সুনামগঞ্জ, মূল্য

/০, ৩৲, বাংলা, স। প্রথম ৭ বৎসর সম্পাদক ছিলেন মকবুল হোসেন, ৮ম বর্ষের প্রথম সংখ্যা হইতে সম্পাদক আবদুর রহিম, ভাদেশ্বর সদর, ৮ম বর্ষের ২৫ সংখ্যা হইতে সম্পাদক ছথাওতুল আম্বিয়া, শাহরপুর সদর, ৮ ম বর্ষের ২৩ সংখ্যা হইতে [২৩ ডিসেম্বর ১৯৪০ ইং] সম্পাদক আবদুল খালেক চৌধুরী, ভাদেশ্বর সদর।

যুগশক্তি :—সাপ্তাহিক, শ্রীহট্ট হইতে ১৩৪৪বাং প্রকাশিত, এখনও চলিতেছে, সম্পাদক সুবোধচন্দ্র দত্ত, বীরশ্রী করিমগঞ্জ, মূল্য /০, ৩৲, বাংলা, স, শ্রী।

যুগের আলো :—জাতীয়তাবাদী সাপ্তাহিক, শ্রীহট্ট হইতে ১৩৪৫বাং ৪ঠা চৈত্র শনিবার প্রকাশিত, মাত্র ৪'৫ মাস বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক প্যারীমোহন গোস্বামী, পরে অনিলবরণ দেব, সদর, মূল্য ৲৫, বাংলা, স।

যুদ্ধবার্ত্তা :—পাক্ষিক, শ্রীহট্ট হইতে ১৩৪৭ বাং ১৫ই চৈত্র শনিবার প্রকাশিত, এখনও চলিতেছে, সম্পাদক আবদুল খালেক চৌধুরী, ভাদেশ্বর সদর, মূল্য ৲১০, ১৷৷০, বাংলা, স।

যুবক সুহৃৎ :—টেম্পারেন্স সোসাইটীর মুখপত্র, ঢাকা হইতে ১৮০৯ শকে 'শ্রীহট্ট সুহৃৎ সমিতি' কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ৲১৫, বাংলা, শ্রী।

রংপুর দিকপ্রকাশ :—সাপ্তাহিক, কাকিনিয়া রংপুর হইতে ১৯১৫ইং প্রকাশিত, প্রায় ৫ বৎসর [১৯১৫-১৯১৯ ইং] বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক প্রমথনাথ দে, ভাটেরা মৌলবীবাজার, ইংরাজী ও বাংলা।

রঙ্গমহল :—বার্ষিক, শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক গিরিজা ভূষণ দে, জিন্দাবাজার শ্রীহট্ট, বাংলা।

ঐ মাসিক, শ্রীহট্ট হইতে ১৩৩৯ বাং ভাদ্র মাসে প্রকাশিত, সম্পাদক গিরিজা ভূষণ দে, জিন্দাবাজার শ্রীহট্ট, মূল্য /০, ১৲, বাংলা, স।

রবিবার :—বাংলার অভিনব সচিত্র শিশু সাপ্তাহিক, কলিকাতা হইতে ১৩৪৬ বাং ১৭ অগ্রহায়ণ প্রকাশিত, এখনও চলিতেছে, সম্পাদক ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য. নর্ত্তন মৌলবীবাজার, ও বিশু মুখোপাধ্যায়, বাংলা স, শ্রী।

রসরঙ্গিণী :—বার্ষিক, শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক গিরিজা ভূষণ দে, জিন্দাবাজার শ্রীহট্ট, বাংলা।

রসরাজ :—মাসিক, শ্রীহট্ট হইতে ১৮৯১ইং জানুয়ারী মাসে প্রকাশিত, মাত্র কয়েক সংখ্যা বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক লালা প্রসন্নকুমার দে, কাজলসহর শ্রীহট্ট, বাংলা, স।

রাজা গিরীশচন্দ্র হাইস্কুল ম্যাগাজিন :—শ্রীহট্ট হইতে ১৯৪১ ইং জুলাই

মাসে প্রকাশিত, এখনও চলিতেছে, বাংলা, স. শ্রী।

লাবান শিশু লাইব্রেরী বার্ষিক পত্র :—শিলং, ১৩৪৮ বাং প্রকাশিত, মাত্র ১ সংখ্যা বাহির হইয়াছিল সম্পাদক পীযূষ কিরণ ভট্টাচার্য্য, সিঙ্গেরকাছ সদর, মূল্য ।০, বাংলা, স. শ্রী।

শক্তি :—মাসিক, সম্পাদক ডাঃ বিপিনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বাংলা।

শনিবারের চিঠি :—কলিকাতা হইতে ১৩৩৪ বাং প্রকাশিত, প্রায় বৎসর খানেক যোগানন্দ দাস অন্যতম সম্পাদক ছিলেন, [ডাঃ সুন্দরীমোহন দাসের পুত্র, দিঘলী সদর], বাংলা, স।

শান্তি :—সাপ্তাহিক, শ্রীহট্ট হইতে ১৯৩২ ইং ১৯ জুলাই প্রকাশিত, প্রায় ১॥০ বৎসর সম্পাদক ক্ষেত্রমোহন শ্যাম, বেঙ্গা সদর, শেষ কয়েক সংখ্যার সম্পাদক ক্ষীরোদচন্দ্র শ্যাম, রেঙ্গা সদর, মূল্য ৩৲, বাংলা, স।

শাস্ত্রালোচনা :—শ্রীহট্ট হইতে ১৩৩৩ বাং প্রকাশিত, মাত্র ১ সংখ্যা বাহির হইয়াছিল সম্পাদক চন্দ্রকিশোর শর্ম্মা কৃতিরত্ন, কালীজুরী সদর, মূল্য ৵০, সংস্কৃত ও বাংলা, স।

শিক্ষাপরিচর :—মাসিক, রাজসাহী হইতে ১২৯৬ বাং বৈশাখ মাসে প্রকাশিত, মাত্র ৫ বৎসর চলিয়াছিল সম্পাদক শরৎচন্দ্র চৌধুরী বি. এ, বেগমপুর সদর, মূল্য ৵০, ১॥০, বাংলা, স. শ্রী।

শিক্ষা বিজ্ঞান:—মাসিক, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক প্রতুলচন্দ্র সোম, শ্রীহট্ট, বাংলা।

শিক্ষক:—ত্রৈমাসিক, শিলচর হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক জগন্নাথদেব বি. এ., বি. টি., কাদিপুর সুনামগঞ্জ, বাংলা।

শিক্ষাসেবক :—ত্রৈমাসিক, শিলচর হইতে ১৩৩২ বাং শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত, এখনও চলিতেছে, বর্ত্তমান সম্পাদক কেদারনাথ চৌধুরী বি. এ., বি. টি. বিদ্যাভূষণ, নিজবুরুঙ্গা সদর, মূল্য ১॥০, বাংলা, স. শ্রী।

শিখা :—ক্ষীরোদ সাহিত্য সংসদের মুখপত্র, শ্রীহট্ট হইতে ১৩৪৩ বাং প্রকাশিত, মাত্র কয়েক সংখ্যা বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক হিরণ্ময় দাসগুপ্ত, জিতেশমাধব দত্ত, বাদল দত্ত, বিশ্বেশ্বর দত্ত, শ্যামাধন সেনগুপ্ত, বাংলা, স।

শিলং বার্ষিকী :—বার্ষিক, শিলং হইতে ১৩৪১বাং আশ্বিন মাসে প্রকাশিত, মাত্র ১ সংখ্যা বাহির হইষাছিল, সম্পাদক অমূল্যভূষণ চৌধুরী বি. এ, সুবর্ণপ্রভা দাস বি. এ, আবদুল মালেক চৌধুরী, লালা বিজয়কুমার দে, বিনয়কৃষ্ণ দত্তরায় এম.এস-সি, অনাথবন্ধু দত্ত প্রভৃতি, মূল্য ১৲, বাংলা, স

শিলচর :—পাক্ষিক, শিলচর হইতে সম্ভবতঃ ১৮৮৯ ইং প্রকাশিত, এই পত্রিকার ১৩শ ভাগ ১১শ সংখ্যা ১৯০২ ইং ১লা ডিসেম্বর তারিখে প্রকাশিত হয়, সম্পাদক বিধুভূষণ রায়, মূল্য ১৷৷৯, বাংলা, স।

শিলচর গবর্ণমেণ্ট হাইস্কুল ম্যাগাজিন :—শিলচর হইতে ১৯৩৬ ইং মে মাসে প্রকাশিত, এখনও চলিতেছে, মূল্য ৵০, ৷৷০, বাংলা, স।

শিলচর নর্ম্মাল স্কুল বার্ষিকী :—বার্ষিক, শিলচর হইতে ১৩৪২ বাং প্রকাশিত, এখনও চলিতেছে, বাংলা, স শ্রী।

শ্রীচৈতন্যমতবোধিনী :—মাসিক, বৃন্দাবন হইতে ১৮১৭ শকের পৌষ মাসে প্রকাশিত, প্রায় ২৷৷০ বৎসর বাহির হইয়াছিল সম্পাদক শরৎচন্দ্র তপস্বী, সাধুহাটী মৌলবীবাজার, এবং রাধিকা প্রসাদ ভাগবতরত্ন, মূল্য ১৷৵০, বাংলা, স।

ঐ :—দ্বিমাসিক, বৃন্দাবন হইতে ১৮১৫ শকে প্রকাশিত, মাত্র ১ বৎসর বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক শরৎচন্দ্র তপস্বী, সাধুহাটী মৌলবীবাজার, মূল্য ১৷৵০, বাংলা, স।

শ্রীভূমি :—মাসিক, করিমগঞ্জ হইতে ১৩২২ বাং বৈশাখ মাসে প্রকাশিত, মাত্র ১ বৎসর ৮ মাস বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক সতীশচন্দ্র দেব, লাউতা করিমগঞ্জ, ও ভুবনমোহন বিদ্যার্ণব, বেজুড়া হবিগঞ্জ, মূল্য ৷০, ২ , বাংলা, স. শ্রী।

শ্রীশ্রীসোণার গৌরাঙ্গ :—মাসিক, হবিগঞ্জ চরহামুয়া হইতে ১৩৩০ বাং শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত, এখনও চলিতেছে, সম্পাদক যোগেন্দ্রচন্দ্র দেব, চরহামুয়া হবিগঞ্জ, মূল্য ৩৵০, বাংলা, স. শ্রী।

শ্রীহট্ট গবর্ণমেণ্ট গার্লস হাইস্কুল ম্যাগাজিন :—শ্রীহট্ট হইতে ১৯৩৯ ইং প্রকাশিত, এখনও চলিতেছে, বাংলা স।

শ্রীহট্ট গবর্ণমেণ্ট হাইস্কুল ম্যাগাজিন :—শ্রীহট্ট হইতে ১৯২৮ ইং আগষ্ট মাসে প্রকাশিত, এক বৎসর চলার পর বন্ধ হইয়া যায়, পুনরায় ১৯৩৪ ইং হইতে প্রকাশিত হইতেছে, বাংলা-ইংরাজী, স. শ্রী।

শ্রীহট্ট দর্পণ :—মাসিক, শ্রীহট্ট হইতে ১৩০৬ বাং আষাঢ় মাসে প্রকাশিত, মাত্র ২ বৎসর বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, মৈনা করিমগঞ্জ, মূল্য ৸০, বাংলা, স. শ্রী।

শ্রীহট্ট প্রকাশ :—সাপ্তাহিক, শ্রীহট্ট হইতে ১৮৭৫ ইং প্রকাশিত, ৮।১০ বৎসর বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক প্যারীচরণ দাস, লাতু করিমগঞ্জ, বাংলা।

শ্রীহট্ট বন্ধু :—মাসিক, খ্রীষ্টান মিশনারী পত্রিকা, শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক রেভাঃ জে. পি. জোন্স, বাংলা।

শ্রীহট্ট বার্ত্তা :—'সুর্ম্মা উপত্যকার একমাত্র শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকা', কলিকাতা হইতে ১৩৩৮ বাং বৈশাখ মাসে প্রকাশিত, মাত্র ৫ সংখ্যা বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক নরেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বেজুড়া হবিগঞ্জ, বাংলা, স।

শ্রীহট্টবাসী :—সাপ্তাহিক, শ্রীহট্ট হইতে ১৮৯৩—১৮৯৪ [?] ইং প্রকাশিত, সম্পাদক নগেন্দ্র নাথ দত্ত বি, এল, বাংলা।

শ্রীহট্ট-ব্রাহ্মণ-পরিষৎ-পত্রিকা :—ত্রৈমাসিক, শ্রীহট্ট হইতে ১৩৩৩ বাং প্রকাশিত, সম্পাদক কামিনীকুমার কৃতিরত্ন (১ম বৎসর), সতীশচন্দ্র চৌধুরী, গুমগুমিয়া হবিগঞ্জ (২য় বৎসর, ১৩৩৪ বাং), ভুবনমোহন বিদ্যার্ণব, বেজুড়া হবিগঞ্জ (৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা, ১৩৩৬ বাং), কালীজয় ভট্টাচার্য্য ন্যায়পঞ্চানন (৪র্থ বর্ষ ২য় সংখ্যা হইতে ৫ম বর্ষ; ১৩৩৬—৩৭ বাং), মূল্য ২৲, বাংলা, স. শ্রী।

শ্রীহট্ট মিহির :—সাপ্তাহিক, শ্রীহট্ট হইতে ১৮৮৮-১৮৮৯ [?] ইং প্রকাশিত, মাত্র বৎসর খানেক বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক লালা প্রসন্নকুমার দে, কাজলসহর শ্রীহট্ট, বাংলা।

শ্রীহট্ট মুরারিচাঁদ কলেজ ম্যাগাজিন :—শ্রীহট্ট হইতে ১৯১৭ ইং প্রকাশিত, প্রায় ২০ বৎসর বাহির হইয়াছিল, ইংরাজী ও বাংলা, স. শ্রী।

শ্রীহট্ট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা :—ত্রৈমাসিক, শ্রীহট্ট হইতে ১৩৪৩ বাং বৈশাখ মাসে প্রকাশিত, এখনও চলিতেছে. সম্পাদক কৃষ্ণবিহারী চৌধুরী বি, এল, ছয়চিরি মৌলবীবাজার, ৬ষ্ঠ বর্ষের ৩য় সংখ্যা হইতে সম্পাদক কৃষ্ণবিহারী চৌধুরী বি. এল ও যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য এম, এ. সিঙ্গেবকাছ সদর, মূল্য ।০, ২৲, ৭ম বর্ষ হইতে মূল্য ।৵০, ১॥০, বাংলা, স. শ্রী।

শ্রীহট্ট সুহৃদ্ :—মাসিক, শ্রীহট্ট হইতে ১৮৮৯ ইং জানুয়ারী মাসে প্রকাশিত, সম্ভবতঃ ১ বৎসর বাহির হইয়াছিল, মূল্য ।০, বাংলা.স।

শ্রীহট্ট সুহৃদ্ :—মাসিক, লাউতা করিমগঞ্জ হইতে ১৮৯০ ইং জানুয়ারী মাসে প্রকাশিত, প্রায় ১॥০ বৎসর বাহির হইয়াছিল. সম্পাদক কৈলাসচন্দ্র বিশ্বাস. মূল্য /০, ॥০, বাংলা, স।

শ্রীহট্ট হিতৈষী :—সাপ্তাহিক, শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত, বাংলা।

সংবাদ :—সাপ্তাহিক. কলিকাতা হইতে ১৯২৯ ইং প্রকাশিত, মাত্র কয়েক সংখ্যা বহির হইয়াছিল, সম্পাদক বিরজা নাথ ভট্টাচার্য্য বি. এল, বালিশিরা মৌলবীবাজার, বাংলা।

সংহতি :—মাসিক, কলিকাতা হইতে ১৩৩০ বাং বৈশাখ মাসে প্রকাশিত, মাত্র ২ বৎসর বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক জ্ঞানাঞ্জন পাল এম. এ (বিপিন চন্দ্র পালের

পুত্র, পৈল হবিগঞ্জ), মূল্য ৶০, ২৲, বাংলা, স।

সংহতি :—মুক্তি আন্দোলনের মুখপত্র, সাপ্তাহিক, শ্রীহট্ট হইতে ১৩৪৮ বাং ২৬ মাঘ সোমবার প্রকাশিত, এখনও চলিতেছে, সম্পাদক জ্যোতির্ম্ময় নন্দী, বেজুড়া হবিগঞ্জ, মূল্য ৴০, ৩৲, বাংলা, স. শ্রী।

সখী :—মাসিক, কলিকাতা হইতে ১৩০৭ বাং মাঘ মাসে প্রকাশিত, মাত্র বৎসর খানেক বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক বৈকুণ্ঠনাথ দাস, কলকতকা সুনামগঞ্জ, বাংলা, স।

সঙ্ঘশক্তি :—শ্রীহট্ট হইতে ১৯২৯ ইং প্রকাশিত, মাত্র কয়েক বৎসর চলিয়াছিল, সম্পাদক চন্দ্রকুমার দে এম. এ, বি. এল, ইংরাজী-বাংলা, স।

সত্যবাদী :—পাক্ষিক, শ্রীহট্ট হইতে ১৩৪৪ বাং ২৪ জ্যৈষ্ঠ প্রকাশিত, মাত্র ৩।৪ সংখ্যা বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক বিবুধকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী বি, এ, বেঙ্গা সদর, মূল্য ৴১০, ১৲, বাংলা, স।

সত্যাগ্রহ সংবাদ :—মৌলবীবাজার হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দাস, বাংলা।

সন্ধানী :—মাসিক, শ্রীহট্ট হইতে ১৩৪৫ বাং ১৬ কার্ত্তিক প্রকাশিত, মাত্র ১ সংখ্যা বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক বরদাপ্রসাদ বিশ্বাস, মূল্য ৶১০, ১৷৷০, বাংলা, স।

সপ্তক :—সাপ্তাহিক, শিলচর হইতে ১৩৪৪ বাং ১লা আষাঢ় বুধবার প্রকাশিত, এখনও চলিতেছে, সম্পাদক কুশীমোহন দাস এম, এ, কয়েক সংখ্যা গজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মূল্য ৴১০, ২৷৷০, বাংলা, স।

সমবায় :—ত্রৈমাসিক, শ্রীহট্ট হইতে ১৩৩৩ বাং শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত, ৯ বৎসর বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক রমণীমোহন দাস, আথালিয়া সদর ও অতুলচন্দ্র নন্দী, বানিয়াচুঙ্গ হবিগঞ্জ, ইহা কয়েক বৎসর শিলচর হইতেও প্রকাশিত হয়, মূল্য ১৲, বাংলা, স।

সমবায় (নবপর্য্যায়) **:**—মাসিক করিমগঞ্জ হইতে ১৩৪৬ বাং বৈশাখ মাসে প্রকাশিত, মাত্র কয়েক সংখ্যা বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক ব্রজেন্দ্রকুমার আদিত্য বি-এস-সি, মির্জাপুর করিমগঞ্জ, মূল্য ।০, ৩৲, বাংলা, স।

সময় :—শিলচর হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক ভুবনমোহন বিদ্যার্ণব, বেজুড়া হবিগঞ্জ, বাংলা।

সম্পদ :—মাসিক, শ্রীহট্ট হইতে ১৩৭৭ বাং মাঘ মাসে প্রকাশিত, এখনও বাহির হইতেছে, সম্পাদক হরেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, ব্রাহ্মণঝুলি সদর, মূল্য ৷৷০, ৪৷৷০,

বাংলা, স. শ্রী।

সম্বাদ ভাস্কর :—সাপ্তাহিক, কলিকাতা হইতে ১৮৩৯ ইং মার্চ্চ মাসে প্রকাশিত, সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, পাঁচগাও মৌলবীবাজার; ইহা ১৮৪৮ ইং প্রথম হইতে অর্দ্ধসাপ্তাহিক রূপে প্রতি মঙ্গল ও শুক্রবারে এবং ১৮৪৯ ইং ১২ই এপ্রিল হইতে প্রতি মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবারে প্রকাশিত হইত; ইহা গৌরীশঙ্করের মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার সম্পাদকতায় বাহির হইয়া ছিল (মৃত্যু ১২৬৫ বাং ২৪ মাঘ শনিবার), বাংলা, স. শ্রী।

সম্বাদ রসরাজ :—সাপ্তাহিক, কলিকাতা হইতে ১৮৩৯ ইং ২৯শে নবেম্বর হইতে ১৮৫৭ ইং ২রা ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয়, সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, পাঁচগাও মৌলবীবাজার, বাংলা।

সারথি :—সাপ্তাহিক, হবিগঞ্জ হইতে ১৩৪৪ বাং ১২ মাঘ প্রকাশিত, মাত্র কয়েক সংখ্যা বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক অনিলকুমার রায়, বেঙ্গাড়ুবা হবিগঞ্জ, বাংলা, স।

সারস্বত :—ঢাকা হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ, বানিয়াচুঙ্গ হবিগঞ্জ, বাংলা।

সাহস কেশরী :—সাপ্তাহিক, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক ঈশানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, সোণাতনপুর সুনামগঞ্জ, বাংলা।

সাহিত্য :—ত্রৈমাসিক, শিলং হইতে ১৯৪১ ইং ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত, মাত্র ২ সংখ্যা বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক আমিনুল হক, বুটাইসাইল করিমগঞ্জ, ইংরাজী-বাংলা-আসামী, স।

সাহিত্য সেবক :—"শিলং সাহিত্য সভা" কর্ত্তৃক পরিচালিত মাসিক পত্র ও সমালোচনা, শিলং হইতে ১৩০২ বাং পৌষ মাসে প্রকাশিত, মাত্র ১ বৎসর বাহির হইয়াছিল, অন্যতম সম্পাদক পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য, বাংলা, স. শ্রী।

সুগৃহিনী :—শিলং হইতে ১৮৮৯ ইং প্রকাশিত, মাত্র ৪।৫ বৎসর বাহির হইয়াছিল, সম্পাদিকা হেমন্তকুমারী চৌধুরী [রাজচন্দ্র চৌধুরীর স্ত্রী, ধর্ম্মদা সদর], হিন্দী।

সুচিন্তা :—মাসিক, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক ব্রজধন বিদ্যানিধি ও শিবধন বিদ্যার্ণব, আদাক্রীর হবিগঞ্জ, বাংলা।

সুনামগঞ্জ জুবিলি বিদ্যালয় পত্রিকা :—ত্রৈমাসিক, সুনামগঞ্জ হইতে ১৯২৫ ইং গ্রীষ্ম সংখ্যা রূপে প্রথম প্রকাশিত, মাত্র ৪ সংখ্যা বাহির হইয়াছিল, মূল্য ।৵০, ১৷৷০, বাংলা, স।

সুরমা :—সাপ্তাহিক, শিলচর হইতে ১৩১৮ বাং প্রকাশিত, সম্পাদক ভুবন মোহন বিদ্যার্ণব, বেজুড়া হবিগঞ্জ, মূল্য ৵০, ২৲, বাংলা, স শ্রী।

সুরমা :—সাপ্তাহিক, শিলচর হইতে ১৩৪৩ বাং প্রকাশিত, এখনও বাহির হইতেছে, সম্পাদক নগেন্দ্রচন্দ্র শ্যাম বি, এল, জাইদপুর মৌলবীবাজার, মূল্য ৵৫, ২৲, বাংলা, স. শ্রী।

সুহৃদ্ :—শিলচর হইতে ১৯৩৮ ইং আগষ্ট মাসে প্রকাশিত, সম্পাদক গিরিজানাথ চৌধুরী, ইংরাজী-বাংলা, স।

সূর্য্যোদয় :—দৈনিক, শ্রীহট্ট হইতে ১৩৪৭ বাং ১১ জ্যৈষ্ঠ শনিবার প্রকাশিত, মাত্র ৩ সংখ্যা বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক রমণীরঞ্জন শর্ম্মা, মূল্য ৵১০, ২৷৷০, বাংলা, স।

সেবক :—খ্রীষ্টান মিশনারী পত্রিকা, পাক্ষিক, শ্রীহট্ট হইতে ১৯৪০ ইং ১লা অক্টোবর প্রকাশিত, মাত্র ৩ সংখ্যা বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক J. E. Chaudhury, বাংলা-ইংরাজী, স।

সোণার বাংলা :—মাসিক, কলিকাতা হইতে ১৩৩১ বাং অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত, মাত্র ২ বৎসর বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক বিপিনচন্দ্র পাল, পৈল হবিগঞ্জ, মূল্য ৶০, ২৷৵০, বাংলা, স, [সচিত্র]।

স্বাধিকার :—সাপ্তাহিক, শ্রীহট্ট হইতে অনুষ্ঠান সংখ্যা ১১ কার্ত্তিক ১৩৪১ বাং রবিবার, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা ৭ ফাল্গুন ১৩৪১ বাং মঙ্গলবার প্রকাশিত, সম্পাদক অনাথবন্ধু দাস, জলালপুর সদর, শেষ কয়েক সংখ্যার সম্পাদক হরেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, ব্রাহ্মণঝুলি সদর, মূল্য ৵০, ৫৲, বাংলা, স।

স্বাধিষ্ঠান :—মাসিক, সুঘর হবিগঞ্জ হইতে ১৩৩৬ বাং ভাদ্র মাসে সূচনা সংখ্যা প্রকাশিত, সম্পাদক দিগিন্দ্রনাথ মজুমদার, সুঘর হবিগঞ্জ, মূল্য ৩৲, বাংলা স।

স্মৃতি :—বার্ষিক, শ্রীহট্ট হইতে ১৩৪৮ বাং প্রকাশিত মাত্র ২ সংখ্যা বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক হিরণ্ময় দাসগুপ্ত ও জিতেশ দত্ত, মূল্য ।৵০, বাংলা, স।

হবিগঞ্জ গবর্ণমেণ্ট হাইস্কুল ম্যাগাজিন : ত্রৈমাসিক, হবিগঞ্জ হইতে ১৯২৮ ইং প্রকাশিত, এখনও বাহির হইতেছে, মূল্য ১৲, ইরাজী-বাংলা, স।

হালখাতা :—সুনামগঞ্জ জুবিলি বিদ্যালয় পত্রিকা, সুনামগঞ্জ হইতে ১৩৩৬ বাং আশ্বিন মাসে প্রকাশিত, বাংলা, স।

[সংযোজন] আল-আমান :—'পূর্ব্ব পাকিস্থানের সংহত বিপ্লব শক্তির বীর্য্যবান মাসিক মুখপত্র', ১৩৪৯ বাং আষাঢ় মাসে প্রকাশিত, সম্পাদক মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার, মূল্য ।০, ২৷৷০, বাংলা, স. শ্রী।

Bandemata ram :—দৈনিক, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক বিপিনচন্দ্র পাল, পৈল হবিগঞ্জ, ইংরাজী।

Bengal Public Opinion :—সাপ্তাহিক, কলিকাতা হইতে ১৮৮৩ ইং পর [?] প্রায় ২ বৎসর বাহির হইয়াছিল, সহকারী সম্পাদক বিপিনচন্দ্র পাল, পৈল হবিগঞ্জ, ইংরাজী।

Bengal Weekly :—বাংলা গবর্ণমেণ্টের মুখপত্র, সাপ্তাহিক, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত, এখনও চলিতেছে, ১৯৪২ ইং প্রথম কয়েক মাস পর্য্যন্ত সম্পাদক আলতাফ হোসেন, ইংরাজী।

Democrat :—সাপ্তাহিক, এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক বিপিন চন্দ্র পাল, পৈল হবিগঞ্জ, স্বর্গত মতিলাল নেহেরুর অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত ইংরাজী।

Forward Block :—সাপ্তাহিক, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত, ২য় বর্ষের ৯ম সংখ্যা হইতে মাত্র কয়েক মাস সম্পাদিকা লীলাবতী রায় [গিরিশ নাগের কন্যা, পাঁচগাঁও মৌলবীবাজার], ইংরাজী, স।

Freedom and Fellowship :—কলিকাতা হইতে প্রকাশিত সম্পাদক বিপিনচন্দ্র পাল, পৈল হবিগঞ্জ ইংরাজী।

Hindu Review :—মাসিক, কলিকাতা হইতে ১৯১২ ইং জুলাই মাসে প্রকাশিত, সম্পাদক বিপিনচন্দ্র পাল, পৈল হবিগঞ্জ, ইংরাজী।

Independent :—দৈনিক, এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক বিপিনচন্দ্র পাল, পৈল হবিগঞ্জ, ইংরাজী।

Indian Christian Herald :—মাসিক, কলিকাতা হইতে ১৮৭৫ ইং প্রকাশিত, সম্পাদক রেভাঃ জয়গোবিন্দ সোম, আখালিয়া শ্রীহট্ট, ইংরাজী।

Indian Observer :—সাপ্তাহিক, কলিকাতা হইতে ১৯৩৪ ইং ৩রা ফেব্রুয়ারী প্রকাশিত, মাত্র ৩।৪ মাস বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক ক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ, দীনারপুর হবিগঞ্জ, মূল্য ৵০, ৫৲, ইংরাজী, স।

Indian Story Teller :—মাসিক, কলিকাতা হইতে ১৯৩৮ ইং প্রকাশিত, মাত্র কয়েক সংখ্যা বাহির হইয়াছিল সম্পাদক জ্ঞানাঞ্জন পাল এম, এ, [বিপিন চন্দ্র পালের পুত্র, পৈল হবিগঞ্জ], ইংরাজী।

Janasakti :—সাপ্তাহিক, শ্রীহট্ট হইতে ১৯২৮ ইং ২৮ ফেব্রুয়ারী প্রকাশিত, বৎসর খানেক বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, পাইলগাঁও সুনামগঞ্জ, ইংরাজী, স।

Morning Star :—সাপ্তাহিক, পাটনা হইতে ১৯২১ ইং সেপ্টেম্বর মাসে

প্রকাশিত, প্রায় ৪ বৎসর বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক স্বামী অব্যক্তানন্দ, ভাটেরা মৌলবীবাজার, ইংরাজী।

ঐ :—মাসিক, পাটনা হইতে, ১৯৩০ ইং জানুয়ারী মাসে প্রকাশিত, প্রায় ৩ বৎসর বাহির হইয়াছিল, স্বামী অব্যক্তানন্দ, ভাটেরা মৌলবীবাজার, ইংরাজী।

National Reconstruction :—মাসিক, কলিকাতা হইতে ১৯৩৮ ইং এপ্রিল মাসে প্রকাশিত, মাত্র কয়েক সংখ্যা বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক জ্ঞানাঞ্জন পাল এম, এ, [বিপিনচন্দ্র পালের পুত্র পৈল হবিগঞ্জ], মূল্য ।০, ৩৲, ইংরাজী, স।

New India :—সাপ্তাহিক, কলিকাতা হইতে ১৯০১ ইং প্রকাশিত, সম্পাদক বিপিনচন্দ্র পাল, পৈল হবিগঞ্জ, ইংরাজী।

Palli-Bani :—পাক্ষিক হবিগঞ্জ হইতে ১৯৪১ ইং মার্চ্চ মাসে প্রকাশিত, এখনও চলিতেছে, সম্পাদক সুবোধকুমার রায়, বেজাড়ুবা হবিগঞ্জ, ইংরাজী, স।

Prabuddha Bharata :—মাসিক, প্রায় ৩ বৎসর বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক অশোকানন্দ, দুর্গাপুর হবিগঞ্জ, মূল্য ৩৲, ইংরাজী।

Swaraj :—পাক্ষিক, লণ্ডন হইতে ১৯০৮ ইং প্রকাশিত, মাত্র ৪ সংখ্যা বাহির হইয়াছিল সম্পাদক বিপিনচন্দ্র পাল, পৈল হবিগঞ্জ, ইংরাজী।

The Assam Herald :—সাপ্তাহিক, শ্রীহট্ট হইতে ১৯৩৯ ইং ১৮ ফেব্রুয়ারী শনিবার প্রকাশিত, ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যা হইতে ৪০ সংখ্যা সম্পাদক আবদুল মতিন চৌধুরী, ভাদেশ্বর শ্রীহট্ট, ১ম বর্ষ ৪১ সংখ্যা হইতে ২য় বর্ষ ১৯ সংখ্যা সম্পাদক M. A. Razzaque; ২য় বর্ষের ২০ সংখ্যা হইতে এখন পর্য্যন্ত সম্পাদক M. A. Samad. B.A, মূল্য ৵০, ৫৲, ইংরাজী, স।

The Assam Local Self Govt. Review :—দুই মাস অন্তর, মৌলবীবাজার হইতে ১৯৩৯ ইং অক্টোবর মাসে প্রকাশিত, মাত্র ১ সংখ্যা বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রমোহন দাস গুপ্ত, মূল্য ॥৶০, ৪৲, ইংরাজী, স।

The Awakening :—All India Muslim Students' Federation-এর মুখপত্র, ত্রৈমাসিক, শ্রীহট্ট হইতে ১৯৪১ ইং ১লা নবেম্বর [২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা], সম্পাদক M. A. Osmani, মূল্য ॥০, ২৲, ইংরাজী, স।

The Eastern Chronicle :—সাপ্তাহিক, করিমগঞ্জ হইতে ১৯১৪ ইং ৪ঠা সেপ্টেম্বর প্রকাশিত, সম্পাদক শশীন্দ্র সিংহ, ইংরাজী, স।

The Indian Messenger :—কালিকাতা হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক প্রতুলচন্দ্র সোম, রায়নগর শ্রীহট্ট, ইংরাজী।

The Messenger :—শিলং ইসলাম মিশনের মুখপত্র, মাসিক, শিলং

হইতে ১৯৩৩ইং জানুয়ারী মাসে প্রকাশিত, এখনও চলিতেছে, সম্পাদক আবদুস সামাদ ও জমির আহমদ, ইংরাজী, স।

The New Era :—শিলং হইতে ১৯৩৭ইং প্রকাশিত, সম্পাদক অমিয়সিন্ধু রায়, বেহেলি সুনামগঞ্জ, মূল্য ⁄০, ইংরাজী, স।

The Shillong Mail :—সাপ্তাহিক, শিলং হইতে ১৯৩৪ইং ২রা আগষ্ট বৃহস্পতিবার প্রকাশিত, এখনও চলিতেছে, সম্পাদক লালা বিজয়কুমার দে, কাজল সহর শ্রীহট্ট, মূল্য ⁄০, ৬৲, ইংরাজী, স।

The Surma Valley Magazine :—মাসিক, শিলচর হইতে ১৯২৭ ইং মার্চ্চ মাসে প্রকাশিত, সম্পাদক Rev. W. H. S. Wood, মূল্য ১৲, ইংরাজী, স।

The Sylhet Chronicle :—সাপ্তাহিক, শ্রীহট্ট হইতে ১৯২১ ইং ৩০শে এপ্রিল সোমবার প্রকাশিত, এখনও চলিতেছে, সম্পাদক যোগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, ধর্ম্মদা সদর, নবনী কুমার গুপ্ত, দুলালী সদর [১৯২৪ ইং সেপ্টেম্বর হইতে]; কালীকৃষ্ণ দেব ক্রোরি, লক্ষ্মীবাসা সদর [১৩ এপ্রিল, ১৯৪২ ইং হইতে], ইংরাজী, মূল্য ⁄০, স, শ্রী।

Tribune :—লাহোর হইতে প্রকাশিত, কয়েক মাসের জন্য সম্পাদক বিপিন চন্দ্র পাল, পৈল হবিগঞ্জ, ইংরাজী।

The Weekly Chronicle :—সাপ্তাহিক, শ্রীহট্ট হইতে ১৯০০ ইং ৬ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার প্রকাশিত, প্রায় ৮।৯ বৎসর বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক শশীন্দ্র সিংহ, রাঢ়িশাল হবিগঞ্জ, মূল্য ৪৲, ইংরাজী, স।

Valaka Banking Special :—শ্রীহট্ট হইতে ১৯৩৮ ইং জুলাই মাসে ১ সংখ্যা ও ১৯৪১ ইং সেপ্টেম্বর মাসে ১ সংখ্যা বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক নরেশচন্দ্র দত্ত; কে, বি, সেনগুপ্ত, ইংরাজী, স।

Valaka Insurance Special :—শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত, মাত্র এক সংখ্যা বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক সুবিনয় দত্ত B. Com. লাখাই হবিগঞ্জ, ইংরাজী, স।

World Peace :—পাক্ষিক, ১৯৩৫ইং মে মাসে প্রকাশিত, কয়েক বৎসর বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক A. Mahabharati. মূল্য ⁄১০, ইংরাজী, স।

World Peace :—সাপ্তাহিক, শিলচর হইতে ১১ মে ১৯২২ ইং বৃহস্পতিবার প্রকাশিত, ২৫ ডিসেম্বর ১৯২৩ ইং পর্য্যন্ত চলিয়াছে, সম্পাদক Brother Achalananda, ১৯২৩ ইং এপ্রিল হইতে Rajarshi Kalyanananda, মূল্য ⁄০, ইংরাজী, স।

[সংযোজন] **সুরমা উপত্যকা** :—সাপ্তাহিক, শ্রীহট্ট হইতে ৮ আশ্বিন শুক্রবার ১৩৪৯বাং প্রকাশিত, সম্পাদক আবদুল মতীন বি, এল, মূল্য ১৷৷০, ৴০, বাংলা, স।

হস্তলিখিত সংবাদপত্র

অন্তেবাসিন্ :—মাসিক, সুনামগঞ্জ জুবিলি বিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত, মাত্র কয়েক সংখ্যা বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক ক্ষীরেন্দ্রনাথ দাস, বাংলা।

আঁচড় :—ত্রৈমাসিক, শ্রীহট্ট জিন্দাবাজার হইতে ১ম সংখ্যা ১লা জুলাই ১৯৪২ইং প্রকাশিত, এখনও বাহির হইতেছে, সম্পাদক সুখেন্দু সেন, বাংলা, সচিত্র।

আর্য্য :—মাসিক, মৌলবীবাজার রাজকীয় উচ্চইংরাজী বিদ্যালয় হইতে ১৯২৫ ইং প্রকাশিত, মাত্র ৪।৫ সংখ্যা বাহির হইয়াছিল, পরিচালক কেদারনাথ চৌধুরী বি, এ, বি টি, সম্পাদক নীরদ গোস্বামী, দিগিন্দ্র আচার্য্য, কামিনী ভট্টাচার্য্য, বাংলা।

আলো :—সচিত্র মাসিক, শ্রীহট্ট দাড়িয়াপাড়া হইতে ১৩৪৯ বাং বৈশাখ মাসে প্রকাশিত, এখনও চলিতেছে, সম্পাদক সুধাংশুভূষণ গুপ্ত।

আলো :—মাসিক, শ্রীহট্ট এইডেড্ হাইস্কুল হইতে ১৯৩৮ ইং প্রকাশিত, মাত্র এক সংখ্যা বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য ও বিমলেন্দু দাস, বাংলা।

আহরণী :—শ্রীহট্ট রাজকীয় উচ্চইংরাজী বিদ্যালয়ের অষ্টম মানের মুখপত্র, মাসিক, ১৯৩৬ ইং প্রকাশিত, মাত্র কয়েক সংখ্যা বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক সুনীল দত্ত, আবদুল হান্নান, বাংলা।

কিশোর :—করিমগঞ্জ গবর্ণমেণ্ট হাইস্কুল ম্যাগাজিন, দ্বিমাসিক, বাংলা।

কিশোর : ত্রৈমাসিক, শ্রীহট্ট পুরানলেন হইতে প্রকাশিত, প্রায় দুই বৎসর চলিয়াছিল, সম্পাদক সুভাষ দত্ত, বাংলা।

গ্রামের রসধারা :—ত্রৈমাসিক, শ্রীহট্ট টুকরকান্দি হইতে ১৯৩৩ইং প্রকাশিত, মাত্র তিনসংখ্যা বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক জিতেন্দ্রলাল সেন, বাংলা।

চলতি :—ত্রৈমাসিক, শ্রীহট্ট মাছিমপুর হইতে ১৯৩৮ইং প্রকাশিত, এযাবৎ চার সংখ্যা বাহির হইয়াছে, সম্পাদক পরমেশ সিংহ, বাংলা।

জগদীশপুর পাব্লিক হাইস্কুল ম্যাগাজিন :—ত্রৈমাসিক, শ্রীহট্ট জগদীশপুর হইতে প্রকাশিত, বাংলা।

জ্যোতি :—শ্রীহট্ট এইডেড্ হাইস্কুল হইতে ১৯৩৯ইং প্রকাশিত, এযাবৎ দুই সংখ্যা বাহির হইয়াছে, সম্পাদক মোহাম্মদ ইছহাক্, বাংলা।

ঝরণা :—সচিত্র বার্ষিক, শ্রীহট্ট হইতে ১৩৪৭বাং বৈশাখ মাসে ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা বাহির হইয়াছিল, ১৩৪৮বাং বৈশাখ মাসে ঐ পত্রিকার ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা বাহির হয়, সম্পাদক নৃপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, বাংলা।

ডালি :—শ্রীহট্ট হইতে চারি বৎসর ধরিয়া চলিতেছে, প্রতি বৎসর তিন সংখ্যা করিয়া বাহির হয়, সম্পাদিকা মীরা গুহ, বাংলা।

তরুণ :—ষান্মাসিক, শ্রীহট্ট লামাবাজার হইতে ১৯৩৮ই প্রকাশিত, এযাবৎ মাত্র দুই সংখ্যা বাহির হইয়াছে, সম্পাদক রাধেশপ্রসাদ নন্দী মজুমদার, বাংলা।

তরুণ সাখা :—মাসিক, শ্রীহট্ট পাইলগাঁও হইতে ১৯২৭-২৮ইং (?) প্রকাশিত, প্রায় দুই বৎসর চলিয়াছিল, বাংলা।

দীপালী :—কুলাউড়া নবীনচন্দ্র হাইস্কুল হইতে বৎসরে তিন সংখ্যা বাহির হয়, কুলাউড়া দক্ষিণ শ্রীহট্ট, ইংরাজী ও বাংলা।

দীপিকা :—জগৎসী জি, কে, গবর্ণমেণ্ট এইডেড্ হাইস্কুল ম্যাগাজিন, ত্রৈমাসিক, জগৎসী দক্ষিণ শ্রীহট্ট, বাংলা।

নবজাগরণ :—রাজনগর পোর্টিয়াস হাইস্কুল ম্যাগাজিন, মাসিক, রাজনগর দক্ষিণশ্রীহট্ট, ইংরাজী ও বাংলা।

নির্ঝর :—ত্রৈমাসিক, শ্রীহট্ট মীর্জাজাঙ্গাল হইতে ১৯৩৮ইং প্রকাশিত, এযাবৎ চার সংখ্যা বাহির হইয়াছে, সম্পাদক সত্যজ্যোতি চক্রবর্ত্তী, বাংলা।

পরিবার :—মাসিক, শ্রীহট্ট, চৌহাট্টা হইতে প্রকাশিত, সম্পাদিকা হেমাঙ্গিনী সিংহ, বাংলা।

পল্লীভারতী :—ঋতু পত্রিকা, পাইলগাঁও রসময় স্মৃতি পাঠাগার হইতে প্রকাশিত, ১৩৪৮বাং শীত ও বসন্ত সংখ্যা রূপে দুইখানি বাহির হয়, সম্পাদক সাধন চৌধুরী ও প্রভাতচন্দ্র দাসগুপ্ত, পাইলগাঁও সুনামগঞ্জ, বাংলা।

পল্লীমঙ্গল :—চৌয়ালিশ মুকুটপুর পল্লীমঙ্গল সমিতির মুখপত্র, ইহা পরে মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত হয়, চৌয়ালিশ মুকুটপুর দক্ষিণ শ্রীহট্ট, বাংলা।

পূজারী :—কুলাউড়া হাইস্কুল ম্যাগাজিন, বৎসরে তিন সংখ্যা বাহির হয়, কুলাউড়া দক্ষিণ শ্রীহট্ট, ইংরাজী ও বাংলা।

পূরবী :—বার্ষিক, ১৯৩৯ইং শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত, এযাবৎ চার সংখ্যা বাহির হইয়াছে, সম্পাদক পরিমল দেব, অরুণ নন্দী, রণেন্দ্র দেব, বাংলা।

প্রদীপ :—দ্বিমাসিক, ১৯৩৭ইং রাজা গিরিশচন্দ্র হাইস্কুল হইতে প্রকাশিত, ৯ সংখ্যা বাহির হইবার পর 'রাজা গিরিশচন্দ্র হাইস্কুল ম্যাগাজিন' নামে মুদ্রিতাকারে বাহির হয়, প্রথম সম্পাদক মৃণালকান্তি সরকার, বাংলা।

প্রভাস :—এড্‌ওয়ার্ড রিডিং ক্লাবের মুখপত্র, মাসিক, শ্রীহট্ট কাছাড় হইতে ১৯১৬ ইং প্রকাশিত, প্রায় ৩ বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল, বাংলা।

ফোয়ারা :—প্রায় ১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বে জানাইয়া সদর হইতে প্রকাশিত, বাংলা।

বন্দনা :—মাসিক, পাইলগাঁও সাহিত্য সমিতি হইতে ১৯৩৮ইং [?] প্রকাশিত, মাত্র এক সংখ্যা বাহির হইয়াছিল, সম্পাদক দিগিন্দ্র আচার্য্য, প্রদীপ দাশগুপ্ত, বাংলা।

বাণী :—শ্রীহট্ট এইডেড্ হাইস্কুল হইতে ১৯৩৮ইং প্রকাশিত, এ যাবৎ তিন সংখ্যা বাহির হইয়াছে, সম্পাদক দিগিন্দ্রকুমার রায়, বাংলা।

বীণার মন্দির :—মাসিক, শ্রীহট্ট হইতে ১৩২৭বাং শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত, ৩।৪ সংখ্যা বাহির হইয়াছিল, বাংলা।

ভাদেশ্বর হাইস্কুল ম্যাগাজিন :—ত্রৈমাসিক, শ্রীহট্ট ভাদেশ্বর হইতে প্রকাশিত, ইংরাজী ও বাংলা।

মক্সের খাতা :—ত্রৈমাসিক, সুনামগঞ্জ জুবিলি বিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত, মাত্র কয়েক সংখ্যা বাহির হইয়াছিল, বাংলা।

মুকুল :—বিশ্বনাথ রামসুন্দর উচ্চইংরাজী বিদ্যালয় পত্রিকা, শ্রীহট্ট বিশ্বনাথ হইতে প্রকাশিত, বাংলা।

রক্তলেখা :—ত্রৈমাসিক, শ্রীহট্ট পাঠনিকেতন হইতে ১৯৩২।৩৩ইং প্রকাশিত, মাত্র তিন সংখ্যা বাহির হয়, সম্পাদক দেবপ্রসাদ দাস, সুধীর রঞ্জন দাস, ভূপেশরঞ্জন শর্ম্মা, দেবদাস শর্ম্মা, বাংলা।

শক্তি সাধনা :—সবুজ পরিষদের মুখপত্র, হবিগঞ্জ হইতে ১৩৪৮ বাং বসন্ত সংখ্যারূপে প্রথম প্রকাশিত, সম্পাদক হেমেন্দ্রকুমার বিশ্বাস, হবিগঞ্জ, বাংলা।

শিখা :—শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত, ইহা পরে মুদ্রিতাকারে বাহির হয়, প্রথম সম্পাদক হিরণ্ময় দাশগুপ্ত, বাংলা।

সবুজ পাতা :—করিমগঞ্জ গবর্ণমেণ্ট হাইস্কুল ম্যাগাজিন, দ্বিমাসিক, করিমগঞ্জ শ্রীহট্ট, ইংরাজী ও বাংলা।

সারথি :—ত্রৈমাসিক, শ্রীহট্ট মাছিমপুর হইতে ১৯৪০ইং প্রকাশিত এ যাবৎ চার সংখ্যা বাহির হইয়াছে, সম্পাদক পরমেশ সিংহ, বাংলা।

হরগোবিন্দ হাইস্কুল ম্যাগাজিন :—ত্রৈমাসিক, শ্রীহট্ট বিয়ানীবাজার হইতে প্রকাশিত, বাংলা।

হৈমন্তিকা :—ঋতুপত্র, শ্রীহট্ট হইতে ১৯৩১ইং বাহির হয়, সম্পাদক সুধীরঞ্জন দাস, বাংলা।

ডাঃ সুন্দরীমোহন দাসের উত্তর

[৫০ পৃষ্ঠার পর]

তাব ঝারী শেষামৃত মোরে কিছু দিলা।
তাতেকে ভরিল পেট তৃষ্ণা মোর গেলা॥
আমি অতি ক্ষুদ্র জীব পক্ষী রাঙ্গাটুনা।
সে যৈছে তৃষ্ণার পিয়ে সমুদ্রের পানী॥"

বাংলা সাহিত্যে শ্রীহট্টীয় মুসলমানদের অবদানও সামান্য নয়। মৃতদের মধ্যে সৈয়দ সুলতান, ভেলা সাহ, শাহ নুর, কবি হাসন রজা প্রভৃতির এবং জীবিতদের মধ্যে একলিমুর রজার নাম বিশেষ উল্লেখের যোগ্য।

সাহিত্য পরিষদের প্রধান অঙ্গ গ্রন্থাগার। আজ বিপিনচন্দ্র পালের প্রতিকৃতি উন্মোচন উপলক্ষে দণ্ডায়মান হ'য়ে জিজ্ঞাসা করি তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য এই সহরে যে "বিপিনচন্দ্র পাল গ্রন্থাগার" প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল, যার সঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ দেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয় সংসৃষ্ট ছিলেন, যাতে প্রায় ১৭০০ খানি গ্রন্থ সংগৃহীত হয়েছিল, তার অস্তিত্ব কি লুপ্ত হয়েছে? অনেকে অনেক গ্রন্থ নিয়ে নাকি ফিরিয়ে দেন নাই। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েও যদি গ্রন্থগুলি ফেরত পাওয়া না যায়, শ্রীহট্ট-সাহিত্য-পরিষদের কর্মকর্তারা এই বিষয়ে যথোচিত বিধি-সঙ্গত উপায় গ্রহণ ক'রবেন কি? বিখ্যাত সাহিত্যিক-নাম-সংসৃষ্ট গ্রন্থাগার এই সাহিত্য পরিষদের শোভা বৃদ্ধি ক'রবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অনেক স্থলে গ্রন্থাগার জাতীয় উন্নতির সোপান হ'য়েছে। মার্কিণ দেশে বেঞ্জামিন্ ফ্রাংক্লীন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার সুপ্ত জাতিকে জাগরিত করে। বিলাতে সেই ফ্রাংক্লীনই প্রতিনিধিরূপে প্রেরিত হয়েছিলেন মার্কিন স্বাধীনতা সম্বন্ধে জাতীয় মত প্রকাশ ক'রবার জন্য। আশা করি শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগার শ্রীহট্টে জাতীয় জাগরণের সহায় হ'বে।

তাই বিপিনচন্দ্রের চিত্র লক্ষ্য ক'রে বলি :—

সত্যনিষ্ঠ নির্ভীক মাতৃসেবক বিশ্ব বিখ্যাত সাহিত্যিকের নির্জীব চিত্র! বিধাতার কৃপায় তুমি সজীব হও। ঐ বদনে ধ্বনিত হোক্ সেই জাতি-জাগরণকারী ভারত-শত্রুত্রাসী সিংহগর্জন। এই দুর্দিনে নির্দিষ্ট হোক ঐ অঙ্গুলী সঙ্কেতে ভারতের গন্তব্য পথ। ঐ হস্ত-ধৃত লেখনী হ'তে নিঃসৃত হোক আবার সেই পবিত্র মধুর সাহিত্য-মৃতধারা। নির্বাপিত হোক, জগতের জড়বাদ-ঘৃত-পুষ্ট অশান্তি-অনল-শিখা।

শ্রীসুন্দরীমোহন দাস

সংযোজন

শ্রীহট্ট-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত রাজমোহন নাথ বি ই, লিখিত "গোপীচন্দ্রের পাঁচালীর কয়েকটী শব্দ"— শীর্ষক প্রবন্ধের ১০ম পৃষ্ঠায় "আরঙ্গি ছত্র" শব্দের অর্থ দেওয়া আছে। উক্ত অর্থের সঙ্গে নিম্নের ব্যাখ্যা ও সংযুক্ত হইবে।

আরঙ্গি ছত্র = আরং, আরাং ; আড়ম শব্দের অর্থ উঁচু মঞ্চ। 'আরাং থাকিয়া নামিয়া রাজার ঘরে চলি গেল।'

সম্পাদকীয়

কাগজের অভাবে শ্রীহট্ট-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা মুদ্রণ গত কয়েক মাস স্থগিত ছিল। টিটাগড় পেপার মিলের শ্রীহট্টস্থ এজেণ্ট পি, সি, দাস এণ্ড কোং এর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদচন্দ্র দাস মহাশয় শ্রীহট্ট-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ও পরিষৎ-গ্রন্থাবলী মুদ্রণের জন্য গবর্ণমেণ্ট নির্দ্দিষ্ট মূল্যে কাগজের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আমাদিগকে বাধিত করিয়াছেন এই স্থলে দাস মহাশয় ও টিটাগড় পেপার মিলের কর্ত্তৃপক্ষকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ইতি—

শ্রীযতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য্য।

শাখা-পরিষৎ

"নববর্ষোৎসব"

(কার্য্য-বিবরণী)

বিগত ৫ই বৈশাখ হইতে ৮ই বৈশাখ পর্য্যন্ত হবিগঞ্জ সাহিত্য-সভা কর্ত্তৃক মহাসমারোহে নববর্ষোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সুসাহিত্যিক জেলা জজ শ্রীযুক্ত সুধাংশু কুমার হালদার, অই, সি, এস্ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। উৎসবের ১ম্ দিন "সুর সংসদের" সভ্যগণ কর্ত্তৃক ঐকতান বাদনের পর বালিকাগণ কর্ত্তৃক "দেশ দেশ নন্দিত করি,—মন্দ্রিত তব ভেরী" সঙ্গীতটি গীত হয়। তৎপর সাহিত্য-সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দেব রায় তদীয় ভাষণে হবিগঞ্জের সাহিত্য-প্রচেষ্টার ইতিহাস আলোচনা করেন এবং কৃষ্টি ও সাধনা ক্ষেত্রে ৺ বিপিনচন্দ্র পাল, ১০৮ শ্রীশ্রীসন্ত দাস মহারাজ, স্বামী দয়ানন্দ, রামকুমার নন্দী, বৃন্দাবন গোপ, অভয় চৌধুরী প্রভৃতির অবদানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। সভাপতি শ্রীযুক্ত হালদার হবিগঞ্জের সাহিত্য-সভাকে বিশেষভাবে অভিনন্দিত করিয়া—ভারতবর্ষের বর্ত্তমান পরিস্থিতির আলোচনা করেন। বক্তৃতার উপসংহারে তিনি বলিয়াছিলেন— "আমি শুনিয়াছিলাম যে হবিগঞ্জ সহর দলাদলির জন্য বিখ্যাত। কিন্তু মৌমাছির উপমা প্রসঙ্গে বলিতে পারি, আমি মধুরই আস্বাদন পাইয়াছি, হুলের সন্ধান পাই নাই।"

তিনি হবিগঞ্জের সাহিত্য-প্রচেষ্টাকে বিশেষভাবে অভিনন্দিত করেন। শ্রীযুক্ত সুবোধ কুমার রায়, শৈলেন্দ্র পোদ্দার ও ডাঃ রুক্মিণীমোহন কর তিনটি মনোজ্ঞ কবিতা পাঠ করেন। পঠিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে শ্রীমতী সুহাসা পালিত, কুমারী সুজাতা পালিত কুমারী অনীলা চৌধুরী, শ্রীযুক্ত সুধাংশু ভূষণ দেব, শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র দেবনাথ প্রভৃতির প্রবন্ধগুলি উল্লেখ যোগ্য। শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র পোদ্দার ও শ্রীমান্ সুব্রত ধর সুন্দর ২টি আবৃত্তি করেন। মেয়েদের আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় কুমারী বেলা দেবরায় ও কবিতা রচনা প্রতিযোগিতায় শ্রীমান্ অমরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য ১ম স্থান অধিকার করেন। মৌলবী আব্দুর রহমান, এম, এল, এ, বক্তৃতা দান প্রসঙ্গে সাহিত্য সম্পর্কে কয়েকটি সময়োপযোগী কথা বলেন। সভার অবসানে সুগায়ক শ্রীযুক্ত প্রমোদ রায় কর্ত্তৃক বিদায় সঙ্গীত গীত হয়।

৬ই, ৭ই, ও ৮ই বৈশাখ সঙ্গীত ও নৃত্য প্রতিযোগিতা ও সঙ্গীত জল্‌সা অনুষ্ঠিত হয়। এ-উৎসবে আগরতলা, শ্রীহট্ট ইত্যাদি স্থান হইতে বহু বিশিষ্ট গায়ক গায়িকা যোগদান করিয়াছিলেন। বিখ্যাত সঙ্গীতবিদ শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেব বর্ম্মণ, শ্রীযুক্ত

ক্ষীরোদচন্দ্র রায়, কুমারী শোভনা দত্ত ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর দেবরায় সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় বিচারকের কার্য্য সম্পন্ন করেন। প্রতিযোগীদের মধ্যে আগরতলার কুমারী আরতি চৌধুরী, খেয়াল, আধুনিক ও পল্লী সঙ্গীতে ১ম স্থান, অধিকার করে ও ছোট মেয়েদের মধ্যে জালসুকার কুমারী মালা রায়, খেয়াল ও ভজন সঙ্গীতে শীর্ষস্থান লাভ করে। শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্র লাল দাস চৌধুরী প্রদত্ত "হিরণ্ময়ী কাপ টি" সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রতিযোগী হিসাবে কুমারী আরতি চৌধুরীকে দেওয়া হয়। কুমারী বীণা দত্তগুপ্তার সেতার বাদনে সকলেই বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। স্থানীয় গায়িকা-গায়কদের মধ্যে কুমারী নীলিমা দত্ত, বীথিকা দত্তগুপ্তা, সুধাংশু দেব রায় ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল দে প্রতিযোগিতায় পুরস্কার দেবার জন্য একটি কাপ দান করেন। শ্রীহট্টের কুমারী বেলা এন্দ সাঁওতালী ও আরতি নৃত্যে বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করায় তাহাকে একটি বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়। উৎসবের অবসানে শ্রীযুক্ত সুধাংশু কুমার হালদার কর্ত্তৃক পুরস্কার বিতরণী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তাঁহার বিদায় অভিভাষণে তিনি "বর্ত্তমান সাহিত্যের ধারা" সম্বন্ধে একটি রসপূর্ণ আলোচনা করেন।

এই উপলক্ষে একটি চিত্র ও সূচী শিল্প প্রদর্শনী হইয়াছে। আসামের শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এ উৎসব উপলক্ষে "সাহিত্য সভাকে" ৫০৲ টাকা দান করেন।

উৎসবের এই কয়েক দিন হবিগঞ্জ বাসী নরনারী দলে দলে টাউন হলে সমবেত হইয়া ইহার সৌষ্ঠব বর্দ্ধন করেন।

শ্রীহট্ট
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
[ত্রৈমাসিক]

৭ম বর্ষ | কার্ত্তিক, ১৩৪৯ বাংলা। | ৩য় সংখ্যা।

প্রাচীন হরিকেল রাজ্য ও শ্রীহট্ট।

অধ্যাপক শ্রীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ।

প্রাচীনবঙ্গের কোন্ বিস্তৃত জনপদ "হরিকেল" নামে পরিচিত থাকিয়া বৌদ্ধ-জগতে একসময়ে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল বাঙ্গালার ঐতিহাসিকগণ এখন পর্য্যন্ত তদ্বিষয়ে কোন স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। হরিকেল শ্রীহট্টেরই নামান্তর কি না এবিষয়ে গবেষণা আহ্বান করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কতিপয় বিক্ষিপ্ত উপকরণ সঙ্কলিত হইল।

বিখ্যাত চীন পরিব্রাজক ইৎ-সিঙ্গ একটি গ্রন্থে যে সকল চীনদেশী ভিক্ষু ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন তাঁহাদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। (১) তন্মধ্যে তিনজন "হবিকেল" রাজ্যে আসিয়াছিলেন। একজন বৃদ্ধভিক্ষু হরিকেল রাজের শ্রদ্ধাভাজন হইয়া তত্রত্য এক বিহারের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন এবং হরিকেলেই তাঁহার মৃত্যু ও সমাধি হয়। অপর এক জন চীন পরিব্রাজক "উ-হিঙ্গ" অথবা প্রজ্ঞাদেব এক বৎসর হরিকেল থাকিয়া নালন্দায় গমন করেন এবং ৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার সহিত পথে ইৎ-সিঙ্গের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। প্রজ্ঞাদেবের বিবরণে

১। এই মূল্যবান্ গ্রন্থ এখনও ইংরাজীতে অনুদিত হয় নাই। ১৮৯৪ খ্রী: Chavannes ইহার ফরাসী অনুবাদ প্রকাশ করেন। Beal এর হিউয়েন সেঙ্গের জীবনী গ্রন্থের ভূমিকায় ইহার সারসঙ্কলন আছে।

প্রকাশ হরিকেল "প্রাচ্যভারতের প্রাচ্যসীমা" স্বরূপ ছিল এবং নালন্দা হইতে তাহার ব্যবধান প্রায় ১০০ যোজন। (২) ইৎ-সিঙ্গের গ্রন্থ হইতে প্রতিপন্ন হয় হরিকেল রাজ্য সমতট হইতে পৃথক এবং নোয়াখালি, ত্রিপুরা ও শ্রীহট্ট জিলার পূর্ব্বাংশে কোন স্থলে ইহা অবস্থিত ছিল।

সংস্কৃত সাহিত্যে হরিকেল রাজ্যের উল্লেখ নানাস্থানে পাওয়া যায়, কিন্তু তদ্দ্বারা তাহার অবস্থান নির্ণয় করা অসাধ্য। নবপ্রকাশিত "মঞ্জুশ্রীমূলকল্প" নামক বৌদ্ধতন্ত্র গ্রন্থে পাওয়া যায় :—

"সিধ্যতে চ তদা তারা বঙ্গরাট্ চৈব মহাবলঃ।
হরিকেলে কর্ম্মরঙ্গে চ কামরূপে কলশাহ্বয়ে॥ (পৃঃ ৬৪৮)

রাজশেখরের "কর্পূরমঞ্জরী" নাটকে দৃষ্ট হয় :—

"জয় পূর্ব্বদিগঙ্গনাভুজঙ্গ চম্পাচম্পককর্ণপুর লীলানির্জ্জিতরাঢ়দেশ বিক্রমাক্রান্ত-কামরূপ **হরিকেলী** কেলিকারক অবমানিতকর্ণসুবর্ণদান....."

(নির্ণয়সাগর সং, পৃ ১৩)

১০১৫ খৃষ্টাব্দে অনুলিখিত এক বৌদ্ধগ্রন্থের স্থানে স্থানে বজ্র দেবমূর্ত্তির চিত্র অঙ্কিত আছে, একটি চিত্রের পরিচয়লিপি "হরিকেলদেশে নীললোকনাথঃ" (Foucher : E'Iconographic I. p. 200)। নেপালে আবিষ্কৃত "ডাকার্ণব" গ্রন্থেও হরিকেলের উল্লেখ দৃষ্ট হয় :—

"রাঢ়ী টাক্করী বঙ্গালী খাড়ী চ হরিকেলকী"

(Dr. Sastri : Cat. of Buddhist Mss., A. S. B., p. 92)

"চরিত্রং হরিকেলঞ্চ মায়াপুরী শ্মশানকং।"

(Ibid. p. 92)

পরিশেষে বিখ্যাত জৈনগ্রন্থকার হেমচন্দ্র "অভিধান চিন্তামণি—" নামক কোষগ্রন্থে "বঙ্গাস্তু হরিকেলীয়াঃ" বলিয়া পূর্ব্ববঙ্গের নামান্তররূপে হরিকেলের উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রাচীনবঙ্গের দুইটি তাম্রশাসনে হরিকেল রাজ্যের উল্লেখ আছে। "চন্দ্র"

২। Takakusu : I-Tsing's Records of the Buddhist Religion : Intr. p. X L VI. প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৩১ সন, পৃঃ ৭২৫।

বংশীয় শ্রীচন্দ্রের রামপালশাসনে এবং নবাবিষ্কৃত ধুল্লাশাসনে ত্রৈলোক্যচন্দ্রের প্রশস্তি শ্লোক এই :—

"পুত্রস্তস্য পবিত্রিতোভয়কুলঃ কৌলীনভীতাশয়ৈঃ
ত্রৈলোক্যে বিদিতো দিশামতিথিভিস্ত্রৈলোক্যচন্দ্রো গুণৈ : ।
আধারো **হরিকেল** রাজককুদচ্ছত্রস্মিতানাং শ্রিয়াং
যশ্চন্দ্রোপপদে বভূব নৃপতির্দ্বীপে দিলীপোপমঃ ॥" (৫ শ্লোক)

অর্থাৎ, তাঁহার (সুবর্ণচন্দ্রের) পুত্র পিতৃমাতৃ উভয়কুল পবিত্র করিয়া ত্রিভুবনে ত্রৈলোক্যচন্দ্র নামে খ্যাত হইয়াছিলেন, যেহেতু তাঁহার গুণাবলী অপবাদের ভয়ে দিগ্‌দিগন্তে আশ্রয় লাভ করিয়াছিল। হরিকেল রাজ্যের রাজশ্রেষ্ঠের ছত্রোপরি স্মরমান রাজলক্ষ্মীর আশ্রয়স্বরূপ তিনি দিলীপের ন্যায় চন্দ্রদ্বীপের (অভিনব) নৃপতি হইয়াছিলেন। এই শ্লোকের শেষার্দ্ধের ব্যাখ্যায় মতভেদ আছে। কেহ কেহ হরিকেল ও চন্দ্রদ্বীপ অভিন্ন ধরিয়াছেন। আমরা অনুমান করি এখানে ত্রৈলোক্যচন্দ্র কর্ত্তৃক পৃথক দুইটি রাজ্যের উপর আধিপত্য বিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। তদনুসারে হরিকেল চন্দ্রদ্বীপ হইতে ভিন্ন ধরিতে হইবে।

চট্টগ্রামের একটি মন্দিরে আবিষ্কৃত মহারাজাধিরাজ কান্তিদেবের তাম্রশাসনে তাঁহার রাজ্যের নাম "হরিকেলা মণ্ডল" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। Modern Review, Nov. 1922). সম্প্রতি জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে যে এই তাম্রশাসনটী কুমিল্লানগরীর সন্নিকটবর্ত্তী গোমতী নদীর অপর তীরে অবস্থিত প্রাচীন ধ্বংসাবশেষে পরিপূর্ণ "ইটাল্লা" নামক স্থানে আবিষ্কৃত হইয়া তত্রত্য (অধুনালুপ্ত) এক মন্দিরে রক্ষিত ছিল, পরে ইহা চট্টগ্রামে স্থানান্তরিত হয়। আবিষ্কার স্থানের প্রামাণ্য বলে ত্রিপুরা জিলার দক্ষিণাংশ কুমিল্লা নগরীর নিকটবর্ত্তী ভূভাগই হরিকেল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল ধরা যাইতে পারে এবং উপরিলিখিত কোন উক্তির সহিত ইহার কোন বিরোধ ঘটে না। প্রাক্-মুসলমান যুগের উপকরণ এতদতিরিক্ত কিছু আবিষ্কৃত হয় নাই, যদ্দ্বারা সুপ্রাচীন হরিকেল রাজ্যের অবস্থান নির্ণয় করা যায়।

সম্প্রতি মধ্যযুগের কতিপয় গ্রন্থে 'শ্রীহট্টের নামান্তররূপে হরিকেলের উল্লেখ আবিষ্কৃত হওয়ায় এবিষয়ে শ্রীহট্টের দাবী ঐতিহাসিকের গবেষণার বিষয়ীভূত হইয়াছে। আমরা সংক্ষেপে ইহার বিবরণ লিখিতেছি।

কেশব রচিত "কল্পদ্রু" কোষ মুদ্রিত হইয়াছে, ইহাতেই সর্ব্বপ্রথম পাওয়া যায় :—

"শ্রীহট্টোহরিকেলিঃ স্যাচ্ছ্রীহটোপি ক্বচিদ্ভবেৎ।"

(রামাবতার শর্ম্মার সং, পৃঃ ৭)

কেশব মল্লিনাথের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং অ-বাঙ্গালী ছিলেন।

মধ্যযুগে বাঙ্গালার একজন স্মৃতিনিবন্ধকারের নাম "বাসুদেব কবিকঙ্কণ চক্রবর্ত্তী"। বর্ত্তমানে তাঁহার নাম সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তদ্রচিত "কৃত্যসার" গ্রন্থের একটী খণ্ডিত প্রতিলিপি আমাদের হস্তগত হইয়াছে (৩২ পত্র মাত্র)। অনিরুদ্ধ ভট্ট, স্মৃতিমঞ্জুষা ও রত্নাকর ব্যতীত অন্য কোন নিবন্ধের নাম ইহাতে পাওয়া যায় না। গ্রন্থকার খ্রীঃ ১৫শ শতাব্দীর পরবর্ত্তী নহেন নিশ্চিত। এই গ্রন্থে শিবপূজা প্রকরণে পাওয়া যায় :—

"অথ রুদ্রাক্ষমাহাত্ম্যকথনং। লৈঙ্গে।

বিনাভস্মত্রিপুণ্ড্রেণ বিনারুদ্রাক্ষমালয়া।
মুক্তৌ তু নাধিকারী স্যাদিত্যাহ পরমেশ্বরী।

* * *

ত্রিপুরস্য বধে কালে রুদ্রস্যাক্ষ্ণোহপতংস্তু যে।
অশ্রবো বিদ্ধবস্তে তু রুদ্রাক্ষা অভবন্ ভুবি॥
রুদ্রবামাক্ষি সম্ভূতং রুদ্রাক্ষং কামরূপকে।
দক্ষিণাক্ষ্যাশ্রুসম্ভূতং হরিকোলোদ্ভবং বিদুঃ॥

হরিকোল ঃ শ্রীহট্টদেশঃ।

(২৮ পত্র)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় সংগৃহীত একটী "রুদ্রাক্ষ মাহাত্ম্য" পত্রেও (২১৪১ বি সংখ্যক পুথি) উদ্ধৃত বচন ও টিপ্পনী পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা স্কন্দপুরাণের বচন বলিয়া লিখিত হইয়াছে। ঢাকায় সংগৃহীত শ্রীহট্টবাসী "যাদবানন্দ দাস কবিরাজ" কর্ত্তৃক ১৫১৫ শকাব্দে রচিত "রূপচিন্তামণি" নামক কোষগ্রন্থের প্রতিলিপিতেও (১৪৫১ সংখ্যক পুথির ১৫ক পত্র) "কল্পদ্রু" কোষের অনুরূপ বচন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে :—

"শ্রীহট্টো হরিকোলঃ স্যাচ্ছ্রীহট্টাহপি ক্বচিদ্ভবেৎ।"

উদ্ধৃত বচন সমূহে হরিকোল হরিকেলেরই বিকৃত পাঠ সন্দেহ নাই।

শ্রীহট্ট-বাসী গ্রন্থকার ও তাঁহাদের মুদ্রিত গ্রন্থসূচী।

অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য্য, এম্ এ।

পরিষৎ পত্রিকার বর্ত্তমান সংখ্যা হইতে পরবর্ত্তী প্রতি সংখ্যায় শ্রীহট্টবাসী গ্রন্থকার ও তাঁহাদের মুদ্রিত গ্রন্থ সূচী ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইবে। এই জাতীয় তালিকার অভাব নানাদিক হইতে অনুভূত হইতেছে। শ্রীহট্টবাসী প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারদের মধ্যে অনেকের নাম জানা থাকিলেও তাঁহাদের রচিত ও সম্পাদিত সকল গ্রন্থের নাম বা সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমাদের জানা নাই। গ্রন্থকারদের মধ্যে এমন কয়েকজন আছেন যাঁহারা শ্রীহট্টবাসী হওয়া সত্ত্বেও শ্রীহট্টের অনেকেই তাহাদিগের সংবাদ অবগত নহেন। এই জাতীয় তালিকা সঙ্কলন করিতে যাইয়া আমরা অনেক অজ্ঞাত ও অল্পজ্ঞাত কবি এবং সাহিত্যিকের সন্ধান পাইয়াছি। এই সূচী গ্রন্থকারদের কালানুক্রমিক বা গ্রন্থ মুদ্রণকালানুক্রমিক অথবা গ্রন্থকারদের নামের বর্ণানুক্রমিক হইলেই ভাল হইত। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা সম্ভব হয় নাই। আমরা এই তালিকা প্রকাশ করিতে যাইয়া কোন রীতিই অনুসরণ করিতে পারি নাই। যখন যে গ্রন্থকারের গ্রন্থাদির তালিকা সংগ্রহ করিতে পারিব তখন তাহা মুদ্রণের ব্যবস্থা করিব। এই তালিকা পরে পুস্তকাকারে মুদ্রণ কালে কোন একটী রীতি অনুসরণ করা সহজতর হইবে। প্রথম আমরা মৃত গ্রন্থকারদের গ্রন্থ তালিকা মুদ্রণে প্রয়াস পাইব। এই সূচীতে নিম্নোক্ত কয়টী সংবাদ থাকিবে। গ্রন্থকারের নাম, নিবাসস্থান (গ্রাম, মহকুমা), জন্ম ও মৃত্যুর কাল এবং রচিত গ্রন্থাদির তালিকা। রচিত গ্রন্থাদির

তালিকা দিতে যাইয়া যথাসাধ্য প্রতি গ্রন্থের আখ্যা পত্র উদ্ধৃত করিতে প্রয়াস পাইব। আখ্যাপত্র হইতে গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, মুদ্রণকাল, প্রকাশকের নাম ও মূল্য প্রভৃতি জানা যাইবে। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা, আকার ও সচিত্র কিনা নির্দ্দেশ থাকিবে। এই গ্রন্থকারের কোন জীবনী প্রকাশিত হইয়া থাকিলে অথবা অন্যত্র আলোচনা হইয়া থাকিলে তাহারও উল্লেখ থাকিবে। বিভিন্ন গ্রন্থকারদের রচিত বা সম্পাদিত যে সকল গ্রন্থ দেখিয়াছি অথবা সংবাদ পাইয়াছি তাহারই এক তালিকা মুদ্রিত হইবে। আমাদের অদেখা ও অজানা গ্রন্থ থাকা খুবই স্বাভাবিক। কাহারও এইরূপ গ্রন্থের সন্ধান জানা থাকিলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে জানাইলে বাধিত হইব। নিম্নে স্বর্গত তারা কিশোর চৌধুরী মহাশয় রচিত গ্রন্থ সূচী এবং তাঁহার জীবনী-গ্রন্থের পরিচয় মুদ্রিত হইল। এই সকল গ্রন্থের এক প্রস্থ তাঁহার শিষ্য চক্রবর্ত্তী এণ্ড চাটার্জ্জি কোম্পানীর অন্যতম স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারে দান করিয়াছেন এস্থলে গ্রন্থ দানের জন্য চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীহট্টবাসী গ্রন্থকার ও তাঁহাদের গ্রন্থ পরিচয়।

১। **গুরু শিষ্য-সংবাদ।** (ব্রহ্ম বিদ্যা)। শ্রীমৎ স্বামী সন্তদাস বাবাজী ব্রজবিদেহী/মহন্ত মহারাজ প্রদত্ত উপদেশের কিয়দংশ।/ তদীয় শিষ্য/ দৌলতপুর কলেজের প্রফেসর/ শ্রীসুধীর গোপাল মুখোপাধ্যায় এম্ এ/ দ্বারা সংগৃহীত।/ প্রকাশক— শ্রীআশুতোষ মজুমদার।/ ২২।৫ বি, রামাপুকুর লেন, কলিকাতা।/ সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত] মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।/ পৃ ৵০+২+২৪৯+।/০

২। ওঁ/ **দার্শনিকব্রহ্মবিদ্যা।**।/ প্রথমখণ্ড।/ বৈশেষিক-দর্শন, ন্যায় দর্শন, পূর্ব্বমীমাংসা দর্শন,/ সাঙ্খ্য-প্রবচন সূত্র, তত্ত্বসমাস,/ ও সাঙ্খ্যকারিকা।/ শ্রীতারাকিশোর শর্ম্মা চৌধুরী।/ কলিকাতা।/ ৪৭ নং বসুপাড়া লেন, বাগবাজার হইতে/ গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।/ শকাব্দা ১৮৩৩।/ All rights reserved.

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।'/পৃ ।৶+৩৭৫ :

৩। ওঁ / **দার্শনিকব্রহ্মবিদ্যা।** / দ্বিতীয় খণ্ড। / স-ভাষ্য / পাতঞ্জল দর্শন। শ্রীতারাকিশোর শর্ম্মা চৌধুরী। / কলিকাতা। / ৪৭ নং বসু পাড়া লেন, বাগবাজার হইতে / গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। / শকাব্দা—১৮৩৩। / All rights reserved.

[মূল্য ১৷৷০ এক টাকা আট আনা মাত্র। /
ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ। / ওঁ হরিঃ।" / পৃ ।৵০+২৯৮ ;

৪। ওঁ **দার্শনিকব্রহ্মবিদ্যা।** / তৃতীয় খণ্ড। / শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যকৃতভাষ্য সহ। / বেদান্তদর্শন / শ্রীতারাকিশোর শর্ম্মা চৌধুরী / কলিকাতা / ৪৭ নং বসু পাড়া লেন, বাগবাজার হইতে / গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। শকাব্দা ১৮৩৩। / [মূল্য ৩৲ তিন টাকা মাত্র। All rights reserved.

' / পৃ ।/০+৫২৯+১ ;

৪(ক)। "শিবপুরে / শ্রীশ্রীনিম্বার্ক আশ্রম / স্থাপন উপলক্ষে / লিখিত প্রবন্ধ / **দ্বৈতাদ্বৈতসিদ্ধান্ত।** / শ্রীসন্তদাস" / পৃ ৫২ ; চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিমিটেড্ পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক, ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা। প্রকাশক—শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্, এস্, সি, মূল্য আট আনা মাত্র।

৫। ব্রজ বিদেহী মহন্ত / শ্রী১০৮ স্বামী সন্তদাস বাবাজী মহারাজ কর্ত্তৃক লিখিত / **পত্রাবলী** / তদীয় শিষ্য / ব্রজবিদেহী মহন্ত / শ্রীমৎ স্বামী ধনঞ্জয়দাসজী মহারাজ / কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। / চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড্ কোং লিমিটেড। / পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক / ১৫ নং কলেজস্কোয়ার, কলিকাতা / ১৯৩৭ / মূল্য এক টাকা চারি আনা / পৃ ।৵০+২+২৯০ ; সচিত্র। /

৬। 'ব্রজ বিদেহী মহন্ত / শ্রী১০৮ স্বামী সন্তদাস বাবাজী মহারাজ / কর্ত্তৃক লিখিত / **পত্রাবলী** / দ্বিতীয় খণ্ড / তদীয় শিষ্য / ব্রজবিদেহী মহন্ত / শ্রীমৎ স্বামী ধনঞ্জয়দাসজী মহারাজ / কর্ত্তৃক সঙ্কলিত / চক্রবর্ত্তী,

চাটার্জ্জি এণ্ড্ কোং লিমিটেড্। পুস্তক বিক্রেতাও প্রকাশক। ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। ১৯৪০ এক টাকা চারি আনা। পৃ ২+২৮৪+২। সচিত্র।

৭। **ব্রজবিদেহী মহন্ত মহারাজ শ্রী১০৮ স্বামী রামদাস কাঠিয়া বাবাজী** তদীয় শিষ্য মহন্ত শ্রীসন্তদাসবাবাজী ব্রজবিদেহী প্রণীত (তৃতীয় সংস্করণ) প্রকাশক—শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এস্, সি, কর্ত্তৃক চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড্ কোং লিমিটেড্ ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৷৷০ টাকা, ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র। পৃ ৸০+২৬৩+১; সচিত্র।

৮। **ওঁ ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা।** শ্রীতারাকিশোর শর্ম্মা চৌধুরী। কলিকাতা, ৪৭ নং বসুপাড়া লেন, বাগবাজার হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। শকাব্দা ১৮৩৩। All rights reserved.

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র। পৃ ৵০+২+৩৭৫;

৯। **ভেদাভেদ** দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্ত এবং শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ মহন্ত মহারাজ শ্রী১০৮ স্বামী সন্তদাস বাবাজী ব্রজবিদেহী প্রণীত চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিমিটেড্ পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক ১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। ১৯৩৪ মূল্য এক টাকা পৃ ১৬০+২;

১০। **ওঁ হরিঃ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা** মহন্ত মহারাজ শ্রী১০৮ স্বামী সন্তদাস বাবাজী ব্রজবিদেহী প্রণীত চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিমিটেড্ পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। ১৯৩৪ মূল্য দুই টাকা। পৃ ৫+৪৭৩;

ক্রমশঃ—

শ্রীহট্ট
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
[ত্রৈমাসিক]

৭ম বর্ষ | মাঘ, ১৩৪৯ বাংলা। | ৪র্থ সংখ্যা।

*পূর্ব্ববঙ্গের মনসা-মঙ্গলের কবিগণ।

ডাঃ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ।

আদিম মানুষ নিত্য চোখের সাম্‌নে দেখ্‌ত কত সুস্থ বলিষ্ঠ লোক যমদূতের ন্যায় সাপের করাল দংশনে অকালে ধরাধাম ছেড়ে চলে যাচ্ছে; বাপ-মায়ের শত মমতা, সতীর সহস্র ভালবাসা, চিকিৎসকের অজস্র চেষ্টা তাকে রক্ষ করতে পারছেনা। তখন সে বড় নিঃসহায় হয়ে নিষ্ঠুর দৈবকে প্রসন্ন করতে প্রাণপণে প্রবৃত্ত হল। এইরূপে সাপের দেবী মনসার পূজার আরম্ভ। সংস্কৃত সাহিত্যে পদ্মা কমলা লক্ষীর প্রতিশব্দ। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় পদ্মা হচ্ছে মনসার নামান্তর। প্রায়ই পূর্ব্ববঙ্গের কবিরা তাঁদের কাব্যকে মনসা মঙ্গল না বলে পদ্মাপুরাণ বলেছেন। খুব সম্ভব প্রাচীন কালে পূর্ব্ববঙ্গে সাপের দেবীকে পদ্মা নদীর সঙ্গে অভিন্ন মনে করা হইয়াছিল। এতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নেই। প্রাচীন আর্য্যেরাও বিদ্যার দেবীকে সরস্বতী নদীর সঙ্গে অভিন্ন মনে করিতেন। সংস্কৃত পুরাণে কশ্যপ কন্যা মনসা কিরূপে বাংলার পার্ব্বতীর সপত্নী কন্যা হলেন, তা এই পদ্মা নাম থেকে বুঝতে পারা যায়। গঙ্গা হচ্ছেন পার্ব্বতীর সপত্নী আর

*All India Radioর ঢাকা শাখা হইতে ৮।৭।৪১ ইং বেতারে ঘোষিত এবং কর্ত্তৃপক্ষের সৌজন্যে প্রকাশিত।

পদ্মা নদী হচ্ছে এই গঙ্গারই কন্যা স্বরূপা শাখা নদী। কাজেই পদ্মা মনসা শিবের কন্যা দুর্গার সতীন-ঝী। কিন্তু পদ্মাপুরাণের কবিরা এই ভৌগলিক ব্যাখ্যা ভুলে গিয়ে পদ্মার এক নূতন ব্যাখ্যা দিলেন এই যে পদ্মবনে শিবের বীর্য্যে মনসার জন্ম হ'য়েছিল তাই তাঁর নাম পদ্মা বা পদ্মাবতী। আসলে একটি Folk Etymology বা লৌকিক ব্যুৎপত্তি। বাঙ্গালা ভাষায় মনসার প্রাচীন নাম বিষহরি। কেবল এই শব্দটী শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে এবং চৈতন্য ভাগবতে ব্যবহৃত হ'য়েছে। ধর্ম্মপূজা বিধানে বিষহরীর প্রণাম মন্ত্র আছে।

ওঁ ফণি-ফণ-মণিগণ ভূষিত মস্তে
খরতর বিষধর কঙ্কণ হস্তে।
বহুজন জনিত জয় ধ্বনি তুষ্টে
ভগবতি বিষহরি দেবি নমস্তে॥

মনসা বোধ হয় বাঙ্গালী হিন্দুর সব্‌চেয়ে জাগ্রত দেবতা। তাই মনসার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন ক'রে যত কবি মনসা মঙ্গল বা পদ্মাপুরাণ রচনা করেছেন আর কোন্ দেব দেবীর জন্য এত কবি কাব্য রচনা করেন নি। চৈতন্য ভাগবতে আমরা দেখি চৈতন্য দেবের সময়ে বিষহরীর পূজার খুব ধুমধাম ছিল এবং পূজাটি লাভজনকও ছিল।

এ পর্য্যন্ত প্রায় একশজন মনসা মঙ্গলের কবির নাম পাওয়া গিয়াছে। সম্ভব আরও কবির নাম পরে আবিষ্কৃত হবে। এঁদের সকলের পরিচয় আমরা জানি না। কেবল তাঁদের পদের ভণিতা থেকে তাঁদের নাম আমরা জান্‌তে পেরেছি। এদের মধ্যে যে ক'জন পূর্ব্ববঙ্গের কবির সামান্য কিছু পরিচয় পেয়েছি, তাই এইখানে বল্‌তে যাচ্ছি।

আমরা যতদূর জান্‌তে পারি কানা হরিদত্ত এই সকল কবিগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, বিজয় গুপ্ত তাঁর পদ্মাপুরাণে কানা হরিদত্ত সম্বন্ধে বড় একটা উদার মত প্রকাশ করেননি—

মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।
প্রথমে রচিল গীত কানা হরিদত্ত॥

বিজয় গুপ্তের এই সমালোচনা যে নিতান্ত অন্যায় ও বিদ্বেষ মূলক, তা হরিদত্তের নীচের উদ্ধৃত পদ থেকে শ্রোতাবা অবশ্য বুঝতে পারবেন। এটী মনসার সর্প সজ্জার বিবরণ—

বিচি নাগে করে দেবী গলায় সুতলি।
শ্বেত নাগে করে দেবী বুকের কাচুলি॥
অনন্ত নারায়ণে পদ্মার মাথার মণি।
বেৎ নাগে করে দেবী কাকালি কাছুনি॥
সোনা নাগে দেবী করিলা চাকা বলি
মকর নাগে করে দেবী পায়ের পাসুলি॥
কর্কট নাগে পদ্মার গলার হার।
অঙ্গুরি হৈল তবে নাগ ব্রহ্মজাল॥
দুই হস্তের শঙ্খ হৈল গরল শঙ্খিনী।
মণিময় নাগে শোভে সুন্দর কিঙ্কিনী॥
সখিশুয়া নাগে করিল হাতের তাড়।
কর্জ্জলিয়া নাগে কজ্জল শোভে ভাল॥
নীল নাগে দেবী বান্দিল কেশপাশ।
অঞ্জনিয়া নাগে করে অঞ্জন বিলাস॥
বাসুকি তক্ষক দুই মুকুট উজ্জ্বল।
এলাপত্র নাগে করিল গেণ্ডল মল॥
হেমন্ত বসন্ত নাগে পৃষ্ঠের যোজনা।
সর্ব্বাঙ্গ হৈতে বাহির হয় যার অগ্নি কনা কনা॥
অমৃত নঞান এড়ি দেবী বিষ নঞানে চায়।
চন্দ্র সূর্য্য গিয়া তবে আভেতে লুকায়॥
দর্পণ হাতে করি দেবী বেশ বানায়॥
মনস র চরণে লাচাড়ি হরিদত্তে গায়॥

(বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস ১৪৮।৪৯)

এই পদটী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটী প্রাচীন পুথি থেকে উদ্ধৃত। অণিতায়

যে হরিদত্তের নাম দেখা যায় তিনি বিজয় গুপ্তের উল্লিখিত কানা হরিদত্ত কিনা এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। উপরি উদ্ধৃত পদের ভাষা প্রাচীন নহে। অধিকন্তু 'বানায়' শব্দটী আরবী থেকে এ সছে। দীনেশ বাবুর উদ্ধৃত পদের ভাষাও এইমত। একটী চরণ আছে—

কেশের জাত কৈল একাল নাগিনী ॥

এই 'জাত' শব্দ 'আরবী জা'দ থেকে এসেছে।

কানা হরিদত্তের সময় সম্বন্ধে দীনেশ বাবুর অনুমান এই যে তিনি মুসলমান কর্ত্তৃক বঙ্গ বিজয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁর মনসামঙ্গল রচনা করেছিলেন। কিন্তু এই অনুমান সঙ্গত মনে হয়না। বাঙ্গালা দেশের সেন রাজবংশের সময়ে বাংলা ভাষার চর্চ্চার কোন প্রমাণ এপর্য্যন্ত পাওয়া যায়নি। তাঁদের সময়কার যে বইপুঁথি আমরা পেয়েছি সমস্তই সংস্কৃত। তারপর তুর্কিদের বঙ্গ বিজয়ের একশত বৎসরের মধ্যেও আমরা কোন বাংলা বইয়ের রচনার সঠিক সংবাদ পাইনা। এইজন্য আমরা হরিদত্তকে বড়জোর খ্রীষ্টীয় চৌদ্দশতকের গোড়ার দিকে ফেলতে পারি। তিনি পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসী ছিলেন। বিজয়গুপ্ত ব্যতীত পুরুষোত্তম নামে মনসামঙ্গলের একজন কবিও কানা হরিদত্তের নাম করেছেন। কিন্তু আমরা পুরুষোত্তমের সময় জানিনা।

প্রাচীনত্ব হিসাবে কানা হরিদত্তের পরই আমরা বিজয় গুপ্তের নাম করিতে পারি। সৌভাগ্যক্রমে কবি নিজেই তাঁর পরিচয় এবং কাব্য রচনার কাল আমাদিগকে বলেছেন :—

যেইমতে পদ্মাবতী করিল সম্বিধান।
সেইমতে করে মোর গীতের নির্ম্মাণ ॥
ঋতুশশী বেদশশী পরিমিত শক।
সনাতন হুসেন শাহ নৃপতি তিলক ॥
উত্তরে অর্জ্জুন রাজ প্রতাপেতে যম।
মুলুক ফতেয়াবাদ বঙ্গে বোড়া তক্‌সীম্ ॥
পশ্চিমে যাগুরা নদী পূর্ব্বে ঘণ্টেশ্বর।
মধ্যে ফুল্লশ্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর ॥

* * *

স্থানগুণে যেই জন্মে সেই গুণময়।
হেন ফুল্লশ্রী গ্রামে নিবসে বিজয়॥

(বঙ্গভাষা ও সাহিত্য পৃঃ ১৭৪।৭৫)

এই ফুল্লশ্রী বর্ত্তমানে বরিশাল জেলার গৈলা গ্রামের একটী পল্লী। সেখানে এখনও অনেক বৈদ্যের বাস আছে। ফুল্লশ্রীতে মনসার মন্দির বর্ত্তমান আছে। " ঋতুশশী বেদশশী পরিমিত শক " এই শ্লোকার্দ্ধ থেকে আমরা ১৪৯৪ খ্রীঃ পাই। গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহের রাজ্য কাল ১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ অঃ। উদ্ধৃত অংশে " সনাতন " " সুলতান " শব্দের ভ্রান্ত পাঠ। 'উত্তরে' পাঠে কোন অর্থ হয়না। সম্ভবতঃ প্রকৃত পাঠ "যুদ্ধেতে" বা "সংগ্রামে" ছিল। তর্কসীম অনেকটা পরগণার মত ছিল। ফতেযাবাদ বা ফতেহাবাদ জেলা ফরিদপুরের প্রাচীন নাম। ফুল্লশ্রী এই ফতেহাবাদের অন্তর্গত ছিল। কবি নিজের পিতা মাতার নাম উল্লেখ করেছেন—

সনাতন-তনয় রুক্মিণী গর্ভজাত।
সেই বিজয় গুপ্তে রাখ তবপদ সাথ॥

আমি এখন এমন একজন কবির কথা বলব, যাঁকে বাঙ্গালী ও আসামী দুই জাতিই নিজেদের বলে দাবী করে। তিনি নারায়ণ দেব। আসামীদের তাঁর পদ্মাপুরান " সুকনাম্নি " নামে পরিচিত, এই শব্দটী সুকবি নারায়ণী শব্দের সংক্ষিপ্তরূপ। তাঁদের মতে এই গ্রন্থ দরঙ্গরাজের অনুজ্ঞায় তাঁর সভা পণ্ডিত কবিবর নারায়ণ দেব রচনা করেন। এই দরঙ্গা-রাজ কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণের ভ্রাতা চিলারায়ের বংশধর। (সাঃ পঃ পঃ ১৩.৮, পৃঃ ১১৭)। নরনারায়ণের রাজত্ব কাল ১৫৪০-৮৫ খ্রীঃ অব্দ। এতে নারায়ণ দেবের সময় ষোড়শ শতকের শেষে বা সপ্তদশ শতকের আরম্ভে এসে পড়ে। দীনেশ বাবু কিন্তু নারায়ণদেবকে বিজয় গুপ্তের সমসাময়িক বলে মনে করেছেন (বঙ্গভাষাও সাহিত্য, পৃঃ ১৭৮)। নারায়ণ দেবের বংশধরগণের নিকট যে বংশ তালিকা আছে তাতে দেখা যায় যে নারায়ণ দেব থেকে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত ১৮ পুরুষ হ'য়েছে। ২৫ বৎসরে এক পুরুষ হিসাবে নারায়ণ দেব সাড়ে চার শ বৎসর পূর্ব্বে জন্মে ছিলেন, মনে করা যেতে পারে। এতে তাঁর গ্রন্থ রচনার

সময় ষোড়শ শতকের প্রথমভাগে এসে পড়ে। কিন্তু এই বংশ তালিকার সত্যতার কোন প্রমাণ নাই। সম্ভব যে নারায়ণ দেব পদ্মাপুরাণ রচনা করে শেষ বয়সে দরঙ্গ-রাজসভায় গিয়ে সভাপণ্ডিত হয়েছিলেন, ময়মনসিংহের চার্ প্রেসে ছাপা পদ্মাপুরাণের গোড়ায় নারায়ণ দেবের আত্মপরিচয় আছে।

নারায়ণ দেবের জন্ম হইল বঙ্গদেশ।
নরসিংহ দেব পুত্র বিজ্ঞতা বিশেষ ॥
কায়স্থ পণ্ডিত বড় বিদ্যাবিশারদ।
সুকবি বল্লভ খ্যাতি সর্ব্বগুণ যুত ॥
বারয় বৎসর কালে দেখিলাম স্বপন।
মহা পরিশ্রম মনে হৈল দরশন ॥
শিশু কালে গোপরূপে হাতে লৈয়া বাঁশী।
আলিঙ্গন দেন মোকে বড় সুখে হাসি ॥
তৎপরে পদ্মা মোরে দেখাইলা স্বপন।
কবিত্বের আশা আমার সেহিত কারণ ॥
গুণীর সাক্ষাতে আমি কি কহিব বাণী।
কোকিল সাক্ষাতে যেমন কাকে করে ধ্বনি ॥

(পৃঃ ১)

উদ্ধৃত অংশের ৫, ৬, ৭, পংক্তির বিশুদ্ধ পাঠ অন্য পুথিতে পাওয়া যায়—

চৌদ্দ বৎসর কালে দেখিল স্বপন।
মহাজন সহিত পথেতে দরশন ॥
শিশু রূপেতে গোঁসাই হাতে করি বাঁশী।

(শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ৯৯।)

কবি অন্য স্থানে নিজের বংশ পরিচয় দিয়াছেন। ছাপা বইয়ের (৫ পৃঃ) পাঠ ভ্রম পূর্ণ। শুদ্ধ পাঠ এইরূপ—

নারায়ণ দেবে কহে জন্ম মগধ।
বিপ্র পণ্ডিত নহোঁ ভট্ট বিশারদ ॥ ১
মোদ্গল্য গোত্র মোর গাঞি গুণাকর।

শূদ্র কুলে জন্ম মোর সৎ কায়স্থ ঘর ॥ ২
বৃদ্ধ পিতামহ মোর নাম ধনপতি।
পিতামহ হয় মোর অতি শুদ্ধ মতি ॥ ৩
উদ্ধব তনয় হয় নরসিংহ পিতা।
মাতামহ প্রভাকর কল্পিণী মোর মাতা ॥ ৪
পূর্ব্ব পুরুষ মোর অতি শুদ্ধ মতি।
রাঢ় তেজিয়া বোর গ্রামেতে বসতি ॥ ৫

কোন কোন পুথিতে উদ্ধৃত অংশের ৩য় শ্লোকটী নাই এবং শেষ শ্লোকের পরিবর্ত্তে একটী শ্লোক পাওয়া যায়—

বৃদ্ধ পিতামহ মোর দেব উদ্ধরণ।
রাঢ় দেশ ছাড়িয়া যে আসিলা আপন ॥

(সাঃ পঃ পঃ ১৩।২৯; রঙ্গপুর। সাঃ পঃ পঃ ১৩১৫।৭৩; ময়মনসিংহের বিবরণ, পৃঃ ৬৪।)

কবি নিজেকে জন্ম-মগধ বলেছেন, অর্থ জন্ম মূর্খ। মধ্য যুগের বাংলায় মগধ মূর্খ অর্থে ব্যবহার হ'ত।

নারায়ণ দেবের জন্ম স্থান বোর গ্রাম বর্ত্তমান ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অধীন নসিরুদ্দিয়াল পরগণার তাড়াইল থানার অন্তর্গত। সেখানে কবির বংশধরগণ এখনও বসবাস করছেন। তাঁদের বংশ তালিকায় কবির পিতার নাম নরসিংহ, তস্ত পিতা উদ্ধবরাম, তস্ত পিতা উদয় রাম। কবির নিজের জেলায় কিন্তু দ্বিজ বংশীদাসের এখন একরূপ একচ্ছত্র আধিপত্য। এর জন্মস্থান ময়মন সিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার পাতুয়ারী গ্রাম; এটী বোর গ্রাম থেকে তিনক্রোশ পশ্চিমে। তাঁর আত্মপরিচয়ে আমরা পাই—

বন্দ্যঘটী গাঞি বনেদী যাহার প্রধান।
শাণ্ডিল্য গোত্র বনেদী যাহার বাখান ॥
গৌতম মুনির শাখা তৃতীয় প্রবর।
দাম উঝার ধারা (?) সামবেদ পর ॥
বংশী দ্বিজ পূর্ব্ব গোসাঞি গুরু চক্রপাণি।

ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিকালজ্ঞ জ্ঞানী ॥
রাঢা হতে আসিলেক লোহিত্যের পাশ।
পাতুয়াডী দর্জ্জিব জু গ্রামের নিবাস ॥
সম্বন্ধ করিল রত্নাবতী ঠাকুরাণী।
যারপুত্র কাশীদাস হইল মহাজ্ঞানী ॥
তাঁন পুত্র পুরুষোত্তম প্রাজ্ঞ মহাশয়।
এক প্রজাপতি তরি সর্ব্বলোকে কয় ॥
ভূমিষ্ঠে কুলে শীলে সম্বন্ধে অতিশয়।
হৃদয়ানন্দ হৈলেন তাঁহার তনয় ॥
তান পুত্র যাদবানন্দ অতি শুদ্ধাশয়।
দ্বিজ বংশীদাস হইল তাঁহার তনয় ॥

(সাঃ পঃ পঃ ১৩১৩ পৃঃ ২৯। বানান শুদ্ধ করা হইয়াছে।)

সৌভাগ্যক্রমে কবির বিদুষী কন্যা চন্দ্রাবতীর রচনায় তাঁর আরও কিছু বৃত্তান্ত পাওয়া যায়।

ভরাস্রোতে ফুলেশ্বরী নদী বহে যায়।
বসতি যাদবানন্দ করেন তথায় ॥
ভট্টাচার্য্য বংশে জন্ম অঞ্জনা ঘরনী।
বাঁশের পালার ঘর ছোনের ছাওনী ॥
ঘট বসাইয়া সদা পূজে মনসায়।
কোপ করি সেই হেতু লক্ষ্মী ছেড়ে যায় ॥
দ্বিজ বংশী পুত্র হৈলা মনসার বরে।
ভাসান গাহিয়া যিনি বিখ্যাত সংসারে ॥
ঘরে নাই ধান চালু চালে নাই ছানি।
আকর ভেদিয়া পড়ে উচ্ছিলার পানি ॥

(বঙ্গভাষা ও সাহিত্য পৃঃ ৪২৩, বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস ৪৬১।৬২ ; ।)

ময়মনসিংহ গীতিকার তন্তু কেনারামের পালা চন্দ্রাবতীর রচিত। এতে দেখতে পাই যে একবার বংশীদাস ভাসান গান করে বাড়ী ফিরছিল। পথে পড়ে গেলেন

ডাকাত কেনারামের হাতে। বংশীদাস জীবনের শেষ গান গাইতে অনুমতি পেলেন। গান শুনে কেনারামের পাষাণ মন্ গলে গেল। সে হল বংশীদাসের শিষ্য। তার পর থেকে সে ডাকাতি ছেড়ে দিয়ে মনসার ভাসান গেয়ে বেড়াত।

বংশী দাসের পদ্মা পুরাণ রচনা কাল জ্ঞাপক একটা শ্লোক আছে—

জলধির বামেতে ভুবন মাঝে সার।
শকে রচে দ্বিজ বংশী পুরাণ পদ্মার॥

এতে ১১৯৭ শক বা ১৫৭৫।৭৬ খ্রীঃ অব্দ পাওয়া যায়। বংশী দাসের পদ্মা পুরাণে ফিরিঙ্গিদের উল্লেখ আছে।

মগ ফিবিঙ্গি যত　　বন্দুক কবিত হত
একেবারে দশবিনা ছুটে (ফুটে)।
কামান বন্দুক ভরি　　ছাড়িতেছে ঘড়ি ঘড়ি
যার শব্দে হস্তি ঘোড়া ছোটে॥

সেকালে পর্ত্তুগীজ দিগের ফিরিঙ্গি বলা হত। এই উল্লেখের জন্য কেউ বংশী দাসের পূর্ব্বোক্ত কাল সম্বন্ধে সন্দেহ করেছেন। কিন্তু ১৫১৭ খ্রীঃ অঃ পর্ত্তুগীজেরা প্রথম বাঙ্গালা দেশে আসে। সম্ভবতঃ ১৫৩৭।৩৮ খ্রীঃ অঃ তারা সপ্তগ্রামের কাছে বাণ্ডেল ও হুগলী নগরে golia নামে একটী উপনিবেশ দুর্গ প্রতিষ্ঠিত করে। বাণিজ্যের সঙ্গে তারা ডাকাতিও করত। কবিকঙ্কন (ষোড়শ শতকের শেষে) এদের উল্লেখ করেছেন।

ফিরিঙ্গির দেশ খান কহে কর্ণধারে।
রাত্রিতে বাহিয়া যায় হারমাদেশ তরে॥

রাল্‌ফ্‌ফিচ্ (১৫৮৬) পূর্ব্ববঙ্গে ঈসা খাঁর রাজ্যে অনেক পর্ত্তুগীজকে বসবাস করতে ও প্রভুত্ব খাটাতে দেখেছিলেন।

(সাঃ পঃ পঃ ১৩১৮ পৃঃ ৪৩।)

কাজেই এই ফিরিঙ্গিদের উল্লেখের জন্য বংশীদাসকে ১৫৭৫।৭৬ খৃঃ এর পরবর্ত্তী মনে করবার কোন কারণ নাই।

দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতীর উল্লেখ পূর্ব্বে করেছি। দীনেশ বাবু তার সম্বন্ধে বলেছেন "চন্দ্রাবতী প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের মধ্য মণি স্বরূপ,

ইহার প্রতিভা কিরীট বিজয়-দৃপ্ত"। (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য পৃঃ ৪২২) সকলেই এই কথায় সায় দিতে বাধ্য। চন্দ্রাবতী মলুয়া, কেনারাম কয়েকটী পালা গানের রচয়িত্রী। তিনি একখানি রসায়ন ও রচনা করেন। তিনি তাঁর পিতার পদ্মাপুরাণের অনেক পদ রচনা করে দিয়েছিলেন, চন্দ্রাবতীর পদের ভনিতা এই রূপ -

জগত গৌরীর চরণ শিরে কবি বন্দন
লাচাড়ী চন্দ্রাবতী গায়।
অষ্ট নাগের মা জয় দেবী মনসা
সেবকেরে হৈও সহায়।

(নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ পৃঃ ৩৫৬।)

চন্দ্রাবতীর জীবন কাহিনী অতি করুণ। চন্দ্রাবতী আর জয়চন্দ্র একসঙ্গে পাঠশালায় পড়তেন। ক্রমে তাদের বাল্যের প্রীতি যৌবনে প্রেমে পরিণত হয়। উভয়ে বিবাহের উদ্যোগ হচ্ছে এমন সময় সংবাদ এল জয়চন্দ্র মুসলমান হয়েছে। বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের ন্যায় এই দারুণ সংবাদে চন্দ্রাবতীর বুক ভাঙ্গিয়া যায়। তিনি চির কুমারী হয়ে শিব পূজায় ও সাহিত্য সেবায় জীবন কাটাইতে থাকেন। কিছুদিন পরে অনুতপ্ত জয়চন্দ্র আবার তাঁর কাছে ফিরে আসে কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হয়ে নিকটবর্ত্তী সুন্দা নদীর শীতল জলে তার জীবন জ্বালা জুড়ায়। সঙ্গে ২ চন্দ্রাবতীও পরলোক যাত্রা করে। কে জানে সেখানে উভয়ের পুনর্মিলন হয়েছে কি না।

ষষ্ঠিবর সেন ঢাকা জেলার এক প্রাচীন কবি। তিনি রামায়ণ, মহাভারত ও পদ্মাপুরাণ রচনা করেন। তার পুত্র গঙ্গাদাস ও একজন কবি ছিলেন। পিতা পুত্রে উভয়ে পদ্মার অনুগৃহীত হওয়া বিশেষ সৌভাগ্যের কথা বটে। কোন ২ মনসা মঙ্গলে গঙ্গাদাস সেন ও পণ্ডিত গঙ্গাদাস ভনিতা পাওয়া যায়। তার রচিত রামায়ণ এবং মহাভারতের আদি অশ্বমেধ পর্ব্ব পাওয়া গিয়েছে। এই অশ্বমেধ পর্ব্বের রচনা কাল হচ্ছে "শর মুনি বেদ শশী শক" অর্থাৎ ১৪৭৫ শকাব্দ বা ১৫৫৩ খ্রীঃ। তার পিতা ষষ্ঠিবরের কাব্যের রচনা কাল এর ২০।২৫ বৎসর আগের হবে। গঙ্গাদাস সেনের উক্ত পুস্তকে আছে—

কুলপতি সেন সুত কবি ষষ্ঠিবর।
সর্ব্বলোক জানে তার দিবিদিতে ঘর॥

এই দিবিদি বর্ত্তমান জিনাবদি, ঢাকা জেলাব মহেশ্বরদী পরগণাব একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। ষষ্ঠিবরেব উপাধি ছিল গুণরাজ। তিনি বণিক বংশীয় ছিলেন। জিনারদিতে এখনও অনেক বণিকেব বসবাস আছে।

(বাঃ মঃ কাব্যেব ইতিহাস পৃঃ ১৭৯।)

ষষ্ঠিবর দত্ত পদ্মাপুরাণেব অন্যতম কবি। তাব কাব্য খানি ছাপা হযেছে। কবির বাসস্থান ছিল শ্রীহট্ট জেলার মৌলবী বাজাব মহকুমাব ইটা পরগণাব গয়ঘড় গ্রামে। কবি নিজে বলেছেন।

শ্রীহট্টের দত্তগ্রাম　　হয় ষষ্ঠিবর ধাম
মাতৃদেবী অতি পুণ্যশীলা।
তার গর্ভে জনমিযা　　পদ্মাপুবাণ বিরচিযা
দত্ত বংশ কীর্ত্তি প্রকাশিলা।

তিনি সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

(বাঃ সাঃ ইঃ ৭৮৭ পৃঃ।)

রাম জীবন বিদ্যাভূষণ একখানি মনসা মঙ্গল রচনা কবেন। এর তারিখ হল ১৬২৫ শক বা ১৭০৩ খ্রীঃ।

শর কর ঋতু বিধু শক নিয়োজিত।
মনসা মঙ্গল রাম জীবন রচিত॥

তাঁব আবও একখানি কাব্য আদিত্য চবিত বা সূর্য্যের পাঁচালী। এর রচনাকাল ১৬৩১ শক বা ১৭০৯ খ্রীঃ।

ইন্দুরাম ঋতু বিধু শক নিযোজিত।
শ্রীরাম জীবনে ভণে আদিত্য চবিত॥

কবির নিবাস সম্ভবতঃ জেলা চট্টগ্রামেব বানিয়ালি থানাব সাধনপুর বা বাণী গ্রামে ছিল।

জানকী নাথেব একটী মনসা মঙ্গল পাওযা গিযাছে। ভনিতায পণ্ডিত দ্বিজ ও বিপ্র উপাধি দেখা যায়।

একটা ভনিতা :—

বিপ্র জানকীনাথ বাসুকীর দাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে যথা করিল প্রকাশ ॥

খুব সম্ভবতঃ ইনি পূর্ব্ব বঙ্গের কবি। সন তারিখ জানা যায়নি।

বৈদ্য জগন্নাথের ভনিতার বহু পদ নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণে দেখা যায়। এতে কিন্তু নারায়ণ দেব ও অন্যান্য কবির ভনিতা আছে। এর লিপিকা ১৬৯৪ শক বা ১৭৭২ খ্রীঃ। তিনি খুব সম্ভব ময়মনসিংহ জেলার অধিবাসী ছিলেন।

সুসঙ্গের রাজা রাজ সিংহ কবি ছিলেন। তিনি রাজমালা, ভারতী মঙ্গল ও মনসার পাঁচালী রচনা করেন। তাঁর জীবনকাল ১৭৪৯ হ'তে ১৮২১ খ্রীঃ, তার মনসার পাঁচালী ছাপা হইয়াছে। (বাঃ সাঃ ইঃ পৃঃ ৭৮২।)

গোপাল চন্দ্র মজুমদার একখানি মনসা মঙ্গলের রচয়িতা। ময়মন সিংহ জেলার জামালপুর মহকুমার পুখরিয়া পরগণার ব্রজপুরে তাঁর বাড়ী ছিল। তাঁর ভাষা মার্জ্জিত ও আধুনিক। প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে তিনি জীবিত ছিলেন। এঁকে আমরা পূর্ব্ববঙ্গের শেষ মনসা মঙ্গলের কবি বলতে পারি (সাঃ পঃ পঃ ১৩১০ পৃঃ ১২৩)।

——:০:——

শ্রীহট্টবাসী গ্রন্থকার ও তাঁহাদের গ্রন্থপরিচয়।

অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য্য এম্, এ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৺সন্তদাসের জীবনী।

১। 'ব্রজবিদেহী শ্রীসন্তদাস / শ্রীরাধারমণ চৌধুরী' পৃ২+৵+৩৪,———'প্রকাশক শ্রীশিব কুমার রায়, নিম্বার্ক আশ্রম,

শিবপুর, হাওড়া। মূল্য চারি আনা। প্রিণ্টার শ্রীফণিভূষণ রায়, প্রকাশ প্রেস, ৬১নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা —।'

২। 'ব্রজবিদেহী মহন্ত / শ্রী ১০৮ স্বামী / সন্তদাস বাবাজী / মহারাজের জীবন চরিত / তদীয় শিষ্য / ব্রজবিদেহী মহন্ত / শ্রীমৎ স্বামী ধনঞ্জয় দাসজী মহারাজ প্রণীত / চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিমিটেড্ / পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক / ১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। / ১৯৪০ / মূল্য আড়াই টাকা /' পৃ ১৷৷০ + ৫৩২ ;—— সচিত্র।

৩। 'শ্রীমদ্‌গুরু সন্তদাস / সংক্ষিপ্ত জীবন কথা / শ্রীপ্রীতিলতা ঘোষ / মূল্য ৵০ আনা' / পৃ ২+৵০+৪১ ;——সচিত্র। প্রকাশক—শ্রীকালী প্রসন্ন ঘোষ, নয়াসড়ক, শ্রীহট্ট। ১ম সংস্করণ, ১৩৪৩ বাং, প্রিণ্টার শ্রীফণি ভূষণ রায় প্রবর্ত্তক প্রেটিং ওয়ার্কস্, ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১। শ্রীক্ষণদা গীতচিন্তামণি / শ্রীশ্রীরাধাব্রজেন্দ্র নন্দনের নৈশলীলা স্মরণ কীর্ত্তনের পদ্ধতি। / রাগানুগীয় ভজনের পন্থা প্রদর্শক / সুরসিক পণ্ডিতাগ্রণী, সুবিখ্যাত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় / কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও বিরচিত। / ভক্তি শাস্ত্রের অদ্বিতীয় ব্যাখ্যাতা কলিপাবনাবতার শ্রীমদদ্বৈতবংশাবতংশ / ব্রজ-রসজ্ঞ চূড়ামণি শ্রীবৃন্দাবন নিবাসী / পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীল শ্রীরাধিকানাথ গোস্বামী প্রভুপাদের / কৃপাপ্রসূত নিত্যলীলা গত সুপণ্ডিত / ৺শ্রীকৃষ্ণপদ দাস বাবাজী মহাশয় / কৃত আস্বাদন-দিগ্‌দর্শিনী ব্যাখ্যাসহ সম্পাদিত। / দ্বিতীয় সংস্করণম্ / শ্রীনিতাইপদ দাসেন প্রকাশিতম্। / শ্রীগ্রন্থমেতৎ তৎসকাশাদ্ গ্রহণীয়ম্। / গোপীনাথ বাগ / শ্রীধাম বৃন্দাবন। / ১৩৩৭ সাল। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।' / পৃ ২+ক+৪৭৯ ;

২। 'শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতরস / পূর্ব্বার্দ্ধ / পূজ্যপাদ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃত মূল সংস্কৃত / গোবিন্দ লীলামৃতের সহিত / মহাজন যদুনন্দন ঠাকুর কৃত পদ্যানুবাদ মিলাইয়া / সংশোধন-সেবাকৃত পয়ারাবলী সম্বলিত / এবং / শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতের অতিরিক্ত লীলাবলী যথাস্থানে / ভুক্ত করিয়া রসবিশ্লেষণ, লীলা-সমন্বয়, / ও সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি ব্যাখ্যা পূর্ব্বক / শ্রীধাম বৃন্দাবন গোপীনাথ বাগ নিবাসী / শ্রীকৃষ্ণপদ দাস বাবাজী কর্ত্তৃক / গ্রন্থিত ও

প্রকাশিত। / কুমিল্লা শঙ্কর প্রেসে, ও গ্রন্থকারের নিকট, এবং / শ্রীহট্ট করিমগঞ্জ সহরবাসী / শ্রীশচী কুমার দাসের নিকট প্রাপ্তব্য। / কুমিল্লা শঙ্কর প্রেসে শ্রীরজনীকান্ত নাথ দ্বারা মুদ্রিত। / মূল্য ১৸০ আনা মাত্র। ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।" / পৃ ৸০ + ৪৮০,

[উৎসর্গ পত্রের তারিখ—১০ আশ্বিন ১৩৩০ বঙ্গাব্দ]

৩. "শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত রস্য। / শেষার্দ্ধ / মূল শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত ও শ্রীকৃষ্ণ ভাবনামৃতের / লীলাসম্মিলনামৃত। / শ্রীকৃষ্ণপদ দাস বাবাজির সংগ্রহ।" / পৃ ৷৶ + ৪৮০ — ১০৬৭ ;

৪। শ্রীনবাঙ্গভক্তি-বর্ত্তিক। / ভজনানন্দ মহাত্মা বৈষ্ণবগণের আচরিত এবং শাস্ত্রসম্মত / নবাঙ্গভক্তি যাজনের স্বাবসিকি পদ্ধতি। / ধ্যান-বন্দন-স্তবন-স্মরণ-আত্মার্পণ-কর্ম্মার্পণ পাঠ কীর্ত্তনাদির মূল শ্লোক এবং / তাহার সরল পদ্যানুবাদ, প্রাতঃ পূর্ব্বাহ্ন সন্ধ্যাসঙ্কীর্ত্তনের ও বেহাগড়া / কীর্ত্তনের প্রচলিত গাণ সমূহের ও গাণের আখরের সহিত / শ্রীবৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণব / শ্রীকৃষ্ণপদ দাস কর্ত্তৃক / সংগৃহীত, অনুবাদিত ও প্রকাশিত / সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত। / ২য় সংস্করণ। মূল্য ।৶০ সাত আনা। মাশুল এক আনা। / শ্রীধাম বৃন্দাবন গোপীনাথ বাগে লেখকের নিকট প্রাপ্তব্য। / রামজীবনপুর সেবক প্রিন্টিং ওয়ার্কসে / শ্রীরাধাশ্যাম সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত। / সন ১৩৩৩ সাল"।

পৃ ।৶ + ১ + ৮৮;

৫। শ্রীবৃন্দাবন শতক। / শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল্য এবং / শ্রীল ৺প্রভুপাদ রাধিকানাথ গোস্বামী ও তদীয় দ্বিতীয়াত্মজ / শ্রীযুক্ত নিতাই বিনোদ গোস্বামীকৃত / ভাবার্থ বোধিনী টীকা সমন্বিত। / এবং / বন্দনীয় প্রাগুক্ত প্রভুপাদের অভিন্নতানুসারী সুস্পষ্টার্থ আভাস ও / ছন্দোবন্ধে সুস্বরে পঠনা-ভিলাষীগণের নিমিত্ত / সুবিশদ পদ্যানুবাদ সহ / শ্রীধাম বৃন্দাবন কেশীঘাট হইতে / শ্রীকৃষ্ণপদ দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। / মূল্য ৷৷০ আট আনা, মাশুল এক আনা। / পৃ ।/ +

পরিষদীয়

৮ম বর্ষ।

প্রথম অধিবেশন।

বিগত ২২শে শ্রাবণ (৭ই আগষ্ট, ১৯৪৩ইং) শুক্রবার প্রাতে ৭ ঘটিকার সময় শ্রীহট্ট-সাহিত্য-পরিষদ গৃহে রবীন্দ্রনাথের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পিত হয়। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাস মহাশয় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত কিরণশশী দে মহাশয়ের পরিচালনায় শ্রীমতী ভারতী ও চিত্রা মজুমদার একটী রবীন্দ্র সঙ্গীত সুমিষ্ট সুরে গান করেন। শ্রীযুক্ত সুধীরেন্দ্র নারায়ণ সিংহ, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রচন্দ্র রায় এবং শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রনাথ দাস রবীন্দ্র রচনা হইতে পাঠ ও আবৃত্তি করেন। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত রবীন্দ্র প্রতিভা সম্বন্ধে একটি সুলিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্তা ফুল্লরাণী দাস ও শ্রীযুক্তা বাসন্তী বাগচীর সঙ্গীতে ও শ্রীযুক্ত কুমুদ রঞ্জন গোস্বামীর এস্‌রাজ বাদনে উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী ও মহিলাবৃন্দ বিশেষ-আনন্দ লাভ করেন।

সভাপতি মহাশয় একটী নাতিদীর্ঘ, সারগর্ভ বক্তৃতার দ্বারা সভার কার্য্য শেষ করেন। আমাদের দেশে মহাপুরুষদের জন্মদিনে উৎসব করিবার রীতি প্রচলিত; ঋষিকল্প রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনেই উৎসব অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত—মৃত্যুদিনে নহে, তিনি এই মত ব্যক্ত করেন। সভায় শ্রীহট্ট সাহিত্য-পরিষদের পুস্তকাগারে রবীন্দ্র রচনাবলী সংরক্ষণের জন্য অর্থ সংগৃহীত হয়। সভাস্থলেই ৫০৲ সংগৃহীত হয়।

দ্বিতীয় অধিবেশন।

বিগত ১৬ই অগ্রহায়ণ (১৩৪৯ বাংলা) ২রা ডিসেম্বর (১৯৪২ ইং) বুধবার সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকার সময় শ্রীহট্ট-সাহিত্য-পরিষদ-গৃহে শ্রীহট্ট-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি, আজন্ম সাহিত্যসেবী, শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তকার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অচ্যুত চরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয়কে পরিষদের পক্ষ হইতে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিবার জন্য একটী সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাস মহাশয় উক্ত সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভার প্রারম্ভে তত্ত্বনিধি মহাশয়কে মাল্য ও চন্দনদ্বারা ভূষিত করা হয়। তৎপর সম্পাদক পরিষদের পক্ষ হইতে অভিনন্দন পাঠ করেন। তৎপর শ্রীযুক্ত ধরণী রঞ্জন পাল মহাশয় তত্ত্বনিধি মহাশয় সম্বন্ধে এক সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাস মহাশয় পণ্ডিত তত্ত্বনিধির লিখিত উত্তর সভায় পাঠ করেন। বিদায় সঙ্গীত ও সভাপতিকে ধন্যবাদের পর সভার কার্য্য শেষ হয়।

তৃতীয় অধিবেশন।

বিগত ১৩ই মাঘ (১৩৪৯ বাংলা) ২৭শে জানুয়ারী (১৯৪৩ ইং) বুধবার পূর্ব্বাহ্ণ ৮৷৷০ ঘটিকার সময় শ্রীহট্ট-সাহিত্য-পরিষদ গৃহে শ্রীহট্টের কৃতীসন্তান সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস মহাশয়কে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত একটী সভার অধিবেশন হয়। পরিষদের স্থায়ী সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রমোদ চন্দ্র দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহাশয় একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতার দ্বারা সভার কার্য্য আরম্ভ করিলে পর সম্পাদক অভিনন্দন পাঠ করেন। উত্তরে শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস মহাশয় একটি অপূর্ব্ব বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপর তিনি তাঁহার বাল্য সুহৃদ শ্রীহট্ট-গৌরব মনীষী বিপিন চন্দ্র পালের প্রতিকৃতি উন্মোচন করেন। উন্মোচিত প্রতিকৃতির নিম্নে দাঁড়াইয়া তিনি যে বক্তৃতা করেন, তাহা উপস্থিত সকলের হৃদয় সমধিক স্পর্শ করে।

চতুর্থ অধিবেশন।

বিগত ১৯শে মাঘ (১৩৪৯ বাংলা) ২রা ফেব্রুয়ারী (১৯৪৩ ইং) মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬৷৷ ঘটিকার সময় শ্রীহট্ট-সাহিত্য-পরিষদ গৃহে পরিষদের একটি সভা হয়। শ্রীযুক্ত প্রমোদচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ তর্ক সাংখ্য বেদান্ততীর্থ মহাশয় "সংস্কৃত সাহিত্য" সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ, চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাচীনত্ব, গুরুত্ব এবং উৎকর্ষ সম্বন্ধে তিনি এক ঘণ্টার উপর সুমার্জ্জিত ভাষায় বক্তৃতা করেন। শ্রোতৃমণ্ডলী গভীর মনোযোগের সঙ্গে বক্তৃতা শ্রবণ করেন। প্রাচীন সাহিত্য হইতে তিনি হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতির ও মুসলমান গ্রন্থ কর্ত্তাদের বহু উৎকৃষ্ট গ্রন্থের দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিয়া প্রাচীন সাহিত্য ধারার উপর

প্রোজ্জ্বল আলোক সম্পাত করেন।

মহামহোপাধ্যায় মহাশয়কে ধন্যবাদের পর সভার কার্য্য শেষ হয়।

পঞ্চম অধিবেশন।

বিগত ২৩শে ফাল্গুন (১৩৪৯ বাং) ৭ই মার্চ্চ (১৯৪৩ ইং) রবিবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় শ্রীহট্ট সাহিত্য-পরিষদ-গৃহে পরিষদের একটী সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত রায় দস্তিদার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভায় অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয় "সঙ্গীত" সম্বন্ধে বহুল তথ্যপূর্ণ একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। রাগ রাগিণী সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য তাঁহার বালিকা কন্যার কণ্ঠস্বরে মূর্ত্ত হইয়া উঠে। পাশ্চাত্য সঙ্গীত সম্বন্ধে তিনি যে মন্তব্য করেন তাহার একটা দৃষ্টান্ত স্বরূপ মিঃ এন, কে, রাস্তোমজি, আই, সি, এস." মহাশয় বীঠোফেনে Ninth symphony হইতে কিয়দংশ গ্রামোফোন রেকর্ডে সভায় উপস্থাপিত করেন। বালিকাদের সঙ্গীত ও বীঠোফেনের রেকর্ড-এ অধ্যক্ষ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বক্তৃতা সমধিক হৃদয়গ্রাহী হয়।

সভাপতি দস্তিদার মহাশয় তাঁহার বক্তৃতায় সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিচয় দেন এবং বৃদ্ধ বয়সেও যে তাঁহার কণ্ঠে সুরের লালিত্য পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান—তাহা প্রমাণ করেন। বক্তা ও সভাপতিকে ধন্যবাদের পর সভার কার্য্য শেষ হয়।

শ্রীশশিমোহন চক্রবর্ত্তী।

ভট্ট-কবিতা

ব্রহ্ম-নিরূপণ

গুণজ্ঞানাগণ করহ শ্রবণ
ব্রহ্মনিরূপণ কথা।

এক ব্রহ্ম বিনে এ তিন ভুবনে
দ্বিতীয় নাহিক সর্ব্বথা ॥
ব্রহ্ম সারাৎসার ব্রহ্ম নিরাকার
নির্ব্বিকার নিরঞ্জন ।
সে পরমেশ্বর ব্রহ্ম পরাৎপর
ব্রহ্ম জ্ঞানী জ্ঞানাঞ্জন ॥
ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত নাহি তার অন্ত
ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রভৃতি ।
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে প্রতি অণ্ডে অণ্ডে
এক ব্রহ্মের বিভূতি ॥
দুগ্ধে ছাপা ননী আছয়ে যেমনি
কেহ তা না দেখ্‌তে পায় ।
শুন বলি মর্ম্ম ব্রহ্মাণ্ডেতে ব্রহ্ম
ছাপা আছেন তেমনি প্রায় ॥
সে ব্রহ্ম নিষ্কল সূক্ষ্ম সুনির্ম্মল
স্তুতি নিন্দা বিবর্জ্জিত ।
নিত্য জ্যোতির্ম্ময় স্থানে বিরাজয়
তমাদি ত্রিগুণাতীত ॥
এক ব্রহ্ম সত্য সকলি অনিত্য
চাহিয়া দেখ তত্ত্বজ্ঞানে ।
ব্রহ্ম সত্য হয় জগৎ মিথ্যাময়
ভট্ট গৌর চন্দ্রে ভণে ॥*

* স্বর্গীয় পণ্ডিত পদ্ম নাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদের জন্য কতকগুলি ভট্ট কবিতা ও পালাগান সংগ্রহ করাইয়াছিলেন। তাহারই একটি হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

এই কবিতার রচয়িতা গৌরচন্দ্র ভট্ট ; নিবাস, গ্রাম কামারগাঁও. পং আগনা হবিগঞ্জ।

সংখ্যা	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	পত্র সংখ্যা	লিপিকাল	লিপিকারক	প্রদাতা
৩৬১	মহাভারত [স্বর্গারোহণ পর্ব্ব]	সঞ্জয় [৩,৪ ৫.]	১—১১স	১২২১ বাং	রামকৃষ্ণ দত্তদাস, বালিশিবা	ক্রীত
৩৬২	মহাভারত [আদিপর্ব্ব]	বামেশ্বর নন্দী [৪,৪১ক, ৪৩ক,]	১—১০৭ খ			,,
৩৬৩	রামায়ণ [লঙ্কাকাণ্ড]		২—৮ খ			,,
৩৬৪	পদাবলী	জ্ঞানদাস [৩,৪]	৩—৪খ			,,
৩৬৫	রামায়ণ [লঙ্কাকাণ্ড]	কৃত্তিবাস রচিত [১৪১ ক]	১—১৪৯ খ			শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
৩৬৬	রামায়ণ [অরণ্যকাণ্ড]	কৃত্তিবাস রচিত [২০ ক]	১-২১, ২৩-২৮, ৩২-	৩৩ খ	শ্রীবিষ্ণুরাম দত্ত	এম এ, সতরসতী, গ্রাম
৩৬৭	রামায়ণ [অরণ্যকাণ্ড]	কৃত্তিবাস রচিত [৪৮ ক]	৩৪—৪৯ খ	১২৩০ বাং	শ্রীরাজকৃষ্ণ শর্ম্মা	গোবিন্দপুর, শ্রীহট্ট
৩৬৮	রামায়ণ [লঙ্কাকাণ্ড]	কৃত্তিবাস রচিত [১৪২]	১৪০—১৫৮খ	১২৩৬বাং	শ্রীরাজকৃষ্ণ শর্ম্মা	,,
৩৬৯	পদ্মাপুরাণ	বর্দ্ধমান দত্ত বিরচিত [৩৯,৮৭]	১,৭—৯১ খ			,,
৩৭০	ভুক্ত অন্নাদির···গন্তে বিবরণ		৩—৪,৭—৮ খ			,,
৩৭১	উদ্দীপনাদি কথন		১—১২ খ			,,
৩৭২	পরকীয়া রসাস্বাদি কথন		২—১১ খ			,,
৩৭৩	শ্রীচৈতন্য ভাগবত[আদিখণ্ড]		৪ ৫, ৭-১৯,৩৫,৩৯-	৪৬ খ		,,
৩৭৪	শ্রীচৈতন্য ভাগবত		ছিন্ন কয়টা পত্র			,,
৩৭৫	সহজ চরিত্র	তিলক চন্দ্র গুপ্ত [১৪]	১—১৪ স	১২৩৩বাং	শ্রীযুক্ত	কমলাকান্ত গুপ্ত এম,এসসি,

সংখ্যা	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	পত্রসংখ্যা	লিপিকাল	লিপিকারক	প্রদাতা
৩৭৬	পদ্মাপুরাণ	নারায়ণদেব (৯ক) জানকীনাথ (৬৬)	২—১৩৬ খ			শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত গুপ্ত
৩৭৭	একাদশী ব্রতের পুস্তক	কবিচন্দ্র (১৫ক)	১—২৫ স			এম, এস, সি, বি, এল, পোঃ
৩৭৮	শ্রীরাধার কলঙ্ক উদ্ধার	কবি মদন চান্দ (৩৬)	১—৩৬ স	১২৪৬বাং	শ্রীজিতরাম দেবদাস	তাজপুর, হরিনগর, জিং
৩৭৯	পারিজাত হরণ		১—১৩ স	১২৩০বাং	শ্রীরারাইরাম	শ্রীহট্ট।
৩৮০	পদ্মাপুরাণ	দ্বিজবংশী দাস (৪ক)	৩-৪, ৮-৯ খ			,,
৩৮১	পদ্মাপুরাণ	নারায়ণ দেব (১২৩ক)	১—১২৮ খ	১২৩১বাং	অনেক জন	,,
৩৮২	বায়বার	গোপীচন্দ্র ভট্ট (৯)	১—৯ স		শ্রীরামপ্রসাদ রাম দাস	,,
৩৮৩	ভারত কথা		১—৮ স	১২৩১ বাং	শ্রীদৈরম্ দাস	,,
৩৮৪	রামচন্দ্রের স্বর্গারোহণ	ভবানী দাস (৫১)	১—৫১ স	১২২৯বাং	শ্রীযুসালরাম দেবদাস	,,
৩৮৫	নামহীন সহজিয়া গ্রন্থ		১—৫ স			,,
৩৮৬	স্তমস্তক উপাখ্যান		১ খ			ক্রীত
৩৮৭	বাটীধরার মন্ত্র		১ স			,,
৩৮৮	নিষ্কাম ধর্ম্মের জ্ঞানাদি কথা		৭—৯ খ	১২৪৭বাং	শ্রীস্মরণ চন্দ্র দাস	,,
৩৮৯	মূলাধার প্রভৃতি ষট্‌চক্রচিত্র		১ স			,,
৩৯০	পঞ্চতত্ত্ব		১ খ			,,

সংখ্যা	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	পত্রসংখ্যা	লিপিকাল	লিপিকারক	প্রদাতা
৩৯১	কবিগানের পয়ার	কবি চণ্ডীদাস (১)	১— স			ক্রীত
৩৯২	জন্মলীলা প্রলাপ		ছেড়া ৭টুকরা পাতা			”
৩৯৩	খনার বচন		১— খ			”
৩৯৪	গান	চরণ দাস (১)	১—			”
৩৯৫	শনির পাঁচালি		৪ খ			”
৩৯৬	কবি গানের পয়ার	জ্ঞানদাস । ২ (ক)	১—২ খ			”
৩৯৭	ষোলচণ্ডীর পাঁচালি		১—৩ খ			”
৩৯৮	বৈদ্যশাস্ত্র		১—১৫ খ			” নানাবিধ মুষ্টিযোগ ইত্যাদি
৩৯৯	আয়ুর্ব্বেদীয় বটীকা নির্ম্মাণ	ও প্রয়োগ	৩—৫ খ			”
৪০০	কাঁচ কাছন		১ স			কাঁচপড়ায় বাংলা মন্ত্রবিশেষ
৪০১	রামায়ণ		৩ খ			অতি জীর্ণ
৪০২	রামায়ণ		২ খ			ছিন্ন
৪০৩	হরিকীর্ত্তনের গান	বংশীদাস প্রভৃতি কবি অনেকজন	৩ খ			”
৪০৪	রাধারসকারিকা গ্রন্থ	কবি নরোত্তম দাস (৬)	১—৬ স			”
৪০৫	সত্যনারায়ণের পাঁচালি	কুমুদানন্দ দত্ত (১৫)	১—৯, ১১-১৬ খ	১৭০৯ শ	শ্রীতুতারাম শর্ম্মা	”

সংখ্যা	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	পত্রসংখ্যা	লিপিকাল	লিপিকারক	প্রদাতা
৪০৬	শ্রীকৃষ্ণের শতনাম		২ খ			ক্রীত
৪০৭	শ্রীরাধার কলঙ্ক মোচন	কবি মদন চান্দ (৮)	১-২৯,৩১ খ			শ্রীযুক্ত কৈলাস চন্দ্র কর
৪০৮	শ্রীনাংদীয় রসামৃতে গঙ্গা-	শ্রীভুবনেশ্বর বাচস্পতি ভট্টাচার্য্য (৫)	১—৫ স	১২৩৯বাং	শ্রীনিত্যানন্দ কর	পং চাপঘাট, গ্রাম উত্তরভাগ
৪০৯	,, মাহাত্ম্য	,, (১৫২)	১—১৫২ স	১২৬৫বাং	শ্রীসদানন্দ কর*	শ্রীহট্ট।
৪১০	রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড, সীতা	পরীক্ষা	১—২০ স	১২৬৫বাং	শ্রীগৌরপ্রসাদ দত্ত	*২ পাতা তাৎকালিক সর-
৪১১	অঙ্গদরায়বার		১—৬ স	১২৬৪বাং	শ্রীসদানন্দ কর	কারি অফিসারের তালিকা
৪১২	রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড	কবি কৃত্তিবাস (৫)	১—৪৩ স	১২৬৭বাং	,,	,,
৪১৩	চাণক্য শ্লোক		১—২ খ			শ্রীযুক্ত কৈলাস চন্দ্র কর
৪১৪	দুর্ব্বাসা অম্বরীস সম্বাদ		১—৯ স	১২৬২বাং	শ্রীসদানন্দ কর	পং চাপঘাট, গ্রাম উত্তরভাগ
৪১৫	পারিজাত হরণ	পুরুষোত্তম দাস (১৪)	১—১৪ স	১৭৫৫ শ	শ্রীআনন্দরাম কর	শ্রীহট্ট।
৪১৬	হাস্তনাথের পুস্তক	জয়কৃষ্ণ দাস (৬)	১—৬ স	১২৬০বাং	শ্রীসদানন্দ কর	,,
৪১৭	ঘোরচণ্ডীর পুস্তক	সুন্দর দাস ও মোহন দাস	১—৮ স	১২৬০বাং	,,	,,
৪১৮	শনির পাঁচালী	দ্বিজবিনন্দ রাম (৮)	১—৯ স		,,	,,
৪১৯	ঘোরচণ্ডীর পাঁচালী		১—৯ স	১২৭৮বাং	শ্রীকালীচন্দ্র কর	,,
৪২০	ভারত কথা বা পাণ্ডব	পাঁচালী পুরুষোত্তম দাস (২২)	১—২২ স	১২৬০বাং	শ্রীসদানন্দ কর	,,

সংখ্যা	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	পত্রসংখ্যা	লিপিকাল	লিপিকারক	প্রদাতা
৪২১	শনিঠাকুরের পাঁচালী	দ্বিজবিনন্দ রাম (১১)	১—১১ স	১২৪৭ বাং	শ্রীগোবিন্দরাম ধর	শ্রীযুক্ত কৈলাস চন্দ্র কর পং
৪২২	সত্যনারায়ণের পাঁচালী		১—৭ (ক) খ			চাপঘাট, গ্রাম উত্তরভাগ
৪২৩	বাবাহরের পাঁচালী	কৃষ্ণদাস ৮ (ক)	১—১০ স	১২৬০ বাং	শ্রীসদানন্দ কর	শ্রীহট্ট
৪২৪	রামায়ণ সীতাহরণ	কৃত্তিবাস ৬ (ক)	২-৪,৮-২০,২১-২৪,২৭	২৮,৩১ ৩৮	খ	,,
৪২৫	সত্যনারায়ণের পাঁচালী		১—১৩ খ			,,
৪২৬	শনির পাঁচালী	দ্বিজ বিনন্দ রাম ৯ (ক)	৬—৭, ৯ খ			,,
৪২৭	শনির পাঁচালী	যদুনাথ ১৫ (ক)	১০—১৭ খ	১৩৩৬ বাং		,,
৪২৮	শনির পাঁচালী		১—২, ৫—৬ খ			,,
৪২৯	শনির পাঁচালী		১—৭ খ			,,
৪৩০	ঘোর চণ্ডীর পাঁচালী		১—৫ খ			,,
৪৩১	শ্রীরামের দুর্গোৎসব	কৃত্তিবাস (৪২)	৪০—৪২ খ			,,
৪৩২	রামায়ণ কিষ্কিন্ধাকাণ্ড	কৃত্তিবাস ৩৫)	৩৩—৩৫ খ	১২৬০ বাং	শ্রীচন্দ্রনাথ ধর	,,
৪৩৩	শনির পাঁচালী	দ্বিজবিনন্দ রাম ১১(ক)	১—১১ স	১২৪৭ বাং	শ্রীগোবিন্দরাম ধর	,,
৪৩৪	সত্যনারায়ণের পাঁচালী		১—৭ অসমাপ্ত			,,
৪৩৫	বাবাহরের পাঁচালী	কৃষ্ণদাস ৮ (ক)	১—১০ সমাপ্ত	১২৬০ বাং	শ্রীসদানন্দ কর	,,

সংখ্যা	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	পত্রসংখ্যা	লিপিকাল	লিপিকারক	প্রদাতা
৪৩৬	নারদীয় রসামৃত	শ্রীভুবনেশ্বর বাচস্পতি (৩)	৩—১০,১২—২৭ খ			শ্রীকৈলাস চন্দ্র কর
৪৩৭	শ্রীরাধার লজ্জা নিবারণ	কবি মদন চান্দ (২৭)	১—২৭ খ			”
৪৩৮	রামায়ণ সীতাহরণ	” কৃত্তিবাস (১৯)	১—৩০ খ			”
৪৩৯	” সুগ্রীব মিলন	” (৩২)	৩১—৪০ খ	১২৬০বাং	শ্রীসদানন্দ কর	”
৪৪০	” লঙ্কা কাণ্ড		১—৯,১৫ খ			”
৪৪১	” লক্ষ্মণের শক্তিশেল		৩—২২ খ			”
৪৪২	বিবিধ পুস্তকের পত্র		মোট ১১ পত্র			”
৪৪৩	আত্মতত্ত্ব		১—২,ক) খ			শ্রীঅদ্বৈত চরণ গোস্বামী পোঃ ভুজবল, শ্রীহট্ট।
৪৪৪	কৃষ্ণ কথা	দ্বিজ দুলাল চান্দ (২)	১—১৪ খ			
৪৪৫	কবচ তাবিজ ও ঔষধের জায়		মোট ৬ পত্র			শ্রীরাজেন্দ্র কুমার গোস্বামী পোঃ ভুজবল, শ্রীহট্ট।
৪৪৬	শ্রীকৃষ্ণের শত নাম		১—৩ খ	১২২০বাং		
৪৪৭	পারিজাত হরণ	দ্বিজ পঞ্চুরাম (৩ক)	১—১২ স	১২০১বাং	শ্রীসানন্দ রাম দাস	”
৪৪৮	বিদ্যাসুন্দর	কবি ভারত চন্দ্র (৪৯)	২—৪৯ খ	১২২২বাং	শ্রীশিব চরণ দত্ত	”
৪৪৯	সীতা উদ্ধার ও পরীক্ষা	কৃত্তিবাস (১৮)	১—১৮ স	১২২৪বাং		”
৪৫০	বিদ্যাপতি	চন্দ্র চূড়াদিত্য (১৫ক)	১—১৫ খ		শ্রীশিব চরণ দেব (১৪)	”

সংখ্যা	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	পত্রসংখ্যা	লিপিকাল	লিপিকারক	প্রদাতা
৪৫১	রামায়ণ—বামবনবাস	কৃত্তিবাস ৪ (ক)	৩—২৩ খ			শ্রীরাজেন্দ্র কুমার গোস্বামী
৪৫২	কোকিল সংবাদ		১—৮ স	১১৯৭বাং	শ্রীসানন্দরাম ধর	পোঃ ভুজবল, শ্রীহট্ট।
৪৫৩	চৈতন্য চরিতামৃত	কৃষ্ণদাস ( )	১—৬ স			,,
৪৫৪	পদ্মাপুরাণ	কবি নারায়ণ দেব (২)	১—২০ থ			,,
৪৫৫	অক্রূর সংবাদ	কবি দ্বিজমাধব (২৪)	১—২৪ স	১২০৬বাং	শ্রীহবকান্ত শর্ম্মা	
৪৫৬	মহাভারত—অশ্বমেধ যজ্ঞ	কবি সুবুদ্ধি রায় ২৬৮ (ক)	১৯৪—২৮৪* খ			।মধ্যে অনেক পাতা নাই
৪৫৭	,, অশ্বমেধ পর্ব্ব	কবি গঙ্গাদাস সেন (২৭)	১—২৭ স	১২০৬বাং	শ্রীজগন্নাথ গোপ	,,
৪৫৮	অক্ষর চৌত্রিশা		১—৫ স	১২১৮বাং	শ্রীচণ্ডীপ্রসাদ দাস	,,
৪৫৯	মহাভারত—অশ্বমেধ পর্ব্ব*	কবি গঙ্গাদাস সেন (২২)	২—৩০ খ			+সুধন্বা সুরথের যুদ্ধ
৪৬০	রামায়ণ		পত্র সংখ্যা ছিন্ন খ			,,
৪৬১	রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড	কবি কৃত্তিবাস (১)	১—২ খ			,,
৪৬২	সত্যনারায়ণের পাঁচালী		১ খ			,,
৪৬৩	বিবিধ		মোট ১১ পত্র			,,
৪৬৪	কোকিল সংবাদ		১ খ			,,
৪৬৫	ভারত সাবিত্রী		১—৭ খ			,,

সংখ্যা	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	পত্রসংখ্যা	লিপিকাল	লিপিকারক	প্রদাতা
৪৬৬	মহভারত দ্রোণ পর্ব্ব	গোপীনাথ দত্ত	১—১০৯			শ্রীরাজেন্দ্র কুমার গোস্বামী
৪৬৭	,, অশ্বমেধ পর্ব্ব	সুবুদ্ধি রায় (২৫)	১—১৯৩			পোঃ ভুজবল, শ্রীহট্ট।
৪৬৮	,, ,,	,,	১পত্র নং ২৮৫	১২১৭বাং	শ্রীপার্ব্বতী বল্লভ শর্ম্মা	,,
৪৬৯	,, রুক্মিণী নারদ সংবাদ	গোপীনাথ দত্ত (২০৩ক)	২০১—২১৬ খ			*অনেক পত্র নাই
৪৭০	মনসা মঙ্গল	ষষ্ঠীবর	৩-৪৮, ১৪৪* প			শ্রীরমেশ চন্দ্র সেন
৪৭১	চৈতন্য চরিতামৃত মধ্যখণ্ড	কবি কৃষ্ণ দাস (১৩)	১—১৭২ স			শ্রীজগচ্চন্দ্র গোস্বামী
৪৭২	চৈতন্য চরিতামৃত অন্ত্যখণ্ড	,, (১৫ ক)	১—১০৩ স			,,
৪৭৩	চৈতন্যচরিতামৃত আদ্যখণ্ড	,, (৫৭ ক)	৪—৬৬ খ			,,
৪৭৪	চৈতন্যচরিতামৃত আদ্যখণ্ড	,, (৩১ ক)	২৩—৭০ খ			,,
৪৭৫	চৈতন্য চরিতামৃতমধ্যখণ্ড	,, (৯ ক)	১—১৮৭			,,
৪৭৬	চৈতন্য চরিতামৃত আদিখণ্ড	,, (৫ ক)	১—১৭ খ			,,
৪৭৭	পাষণ্ড দলন	,, (১৪ ক)	১—১৪			,,
৪৭৮	চৈতন্য চরিতামৃত মধ্যখণ্ড	কবি কৃষ্ণ দাস (১১৫ ক)	১—১২৭,১২৯-১৮০	খ		,,
৪৭৯	,, আদিখণ্ড	, (৭২)	১—৩,৫—৭২ খ			,,
৪৮০	সহজ বিলাস		১—৮	১২৫০ বাং		,,

CALCUTTA UNIVERSITY LIBRARY

শ্রীহট্ট-সাহিত্য-পরিষদের

নিয়মাবলী

১। বঙ্গ-সাহিত্যানুরাগী আঠার বৎসরের অধিক-বয়স্ক পুরুষ বা স্ত্রীলোক যে কোন ব্যক্তি এই পরিষদের সভ্য হইতে পারিবেন।

২। সভ্য পদপ্রার্থী প্রত্যেক ব্যক্তির নাম কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতিতে প্রস্তাবিত ও অনুমোদিত এবং অধিক সংখ্যক ভোটে গৃহীত হইবে।

৩। প্রত্যেক সভ্যকে ভর্ত্তি ফী বাবত এক টাকা এবং বাৎসরিক চাঁদা দুই টাকা দিতে হইবে।

৪। যাঁহারা পরিষদের গ্রন্থাগারের জন্য পুস্তক বা পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়া দিবেন তাঁহাদিগকে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি ইচ্ছা করিলে ভর্ত্তি ফী ও চাঁদা ব্যতিরেকে সভ্য করিতে পারিবেন।

৫। "সিলেট কাল্‌চারেল এসোসিয়েশনের" সভ্যগণ পরিষদের সভ্য বলিয়া গণ্য হইবেন তাঁহাদিগকে পৃথক ভর্ত্তি ফী বা চাঁদা দিতে হইবে না।

৬। পরিষদের জন্য সংগৃহীত পুস্তক, পাণ্ডুলিপি, মুদ্রা, তাম্র-ফলক ইত্যাদি এবং পরিষদের পক্ষ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাদি পরিষদের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে।

৭। কোন সভ্য একাদিক্রমে দুই বৎসর চাঁদা না দিলে সভ্য তালিকা হইতে তাঁহার নাম তুলিয়া দেওয়া হইবে।

৮। কোন সভ্যকে সভ্য-পদে রাখিলে তাহা পরিষদের পক্ষে গ্লানিকর হইবে মনে করিলে, কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি তাঁহার নাম সভ্য-তালিকা হইতে তুলিয়া দিতে পারিবেন।

৯। কোন ব্যক্তি এককালীন একশত টাকা দান করিলে, কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি তাঁহাকে আজীবন সভ্যপদে নির্ব্বাচিত করিতে পারিবেন।

১০। কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি উপযুক্ত মনে করিলে ব্যক্তি বিশেষকে "অনারারী" "আজীবন" সভ্যপদে নির্ব্বাচিত করিতে পারিবেন।

শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থমালা

১। শ্রীহট্ট বাসী সম্পাদিত এবং শ্রীহট্ট ও কাছাড় হইতে প্রকাশিত সংবাদপত্র, শ্রীযতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য্য এম, এ লিখিত, মূল্য পরিষৎ সদস্য পক্ষে ।/০ ও সাধারণ পক্ষে ।৵০

২। সোণাধনেরগীত, শ্রীযুক্ত রাজমোহন নাথ বি, ই সম্পাদিত (যন্ত্রস্থ)।

৩। গোপাল ঠাকুরের পদাবলী (যন্ত্রস্থ)।

৪। শ্রীহট্ট-সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত হস্তলিখিত বাংলা পুথির তালিকা (যন্ত্রস্থ)।

—দীননাথ প্রেস, শ্রীহট্ট।